বানিয়ে নেয়ার অর্থ হবে এই যে, পোশাকের ব্যাপারে আমরা নবী ﷺ-এর অগ্রাধিকারযোগ্য সুন্নতকে উপেক্ষা করছি। ফিকহের এই মাসয়ালাটিকে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায় যে, সালাতে সর্বদা একই সূরা পড়া 'মাকরূহ'। কারণ এ কাজ দ্বারা কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার প্রতি বেপরোয়াভাব দেখানো হয়। সুতরাং বোঝা যায় যে, নির্দিষ্ট সূরা পাঠ অপছন্দনীয় নয় এবং কুরআনের অবশিষ্টাংশ না পড়াটা মাকরূহ।

## ذِكْرُ خَاتَمِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর আংটির বর্ণনা

٣٢١. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَخَتَّمَ فِىْ يَمِيْنِهِ-

৩২১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন।

٣٢٢. عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ-

৩২২. হযরত জাবির (রা) থেকে ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٣. عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ الْخَاتَمَ فِىْ يَمِيْنِهِ وَلَا اَخَالُهُ اِلَّا ذَكَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ-

৩২৩. সাল্ত ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আর যতদূর আমার মনে পড়ে তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٣٢٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ-

৩২৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٣٢٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ -

৩২৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٣٢٦ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ مِثْلَهُ -

৩২৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা) ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢٧ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ۔

৩২৭. আবদুল্লাহ্ (রা) ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**ফায়দা ঃ** এ সব হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন। এ ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি বাঁ হাতেও আংটি পরেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি কখনো ডান হাতে আবার কখনো বাঁ হাতে আংটি পরতেন। এসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। মোটকথা উপরোক্ত দু'ভাবেই আংটি পরা হাদীস থেকে প্রমাণিত। সাড়ে চার মাশার অধিক ওজনের না হলে অধিকাংশ আলিমের মতে রৌপ্যের আংটি পরা জায়েয। হানাফী আলিমদের মতে লোহা বা পিতলের আংটি পরা জায়েয নয়। স্বর্ণের আংটি পরিধান করা পুরুষদের জন্য হারাম এবং মেয়েদের জন্য জায়েয।

٣٢٨ . عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهٖ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِىْ بَاطِنِ كَفِّهٖ۔

৩২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন এবং আংটির পাথরখচিত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আংটি পরার সময় নবী ﷺ আংটির পাথর খচিত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন। কারণ, তাঁর আংটি পরার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করা ছিল না। বরং যে উদ্দেশ্যে তিনি আংটি পরতেন তা হলো সেই যুগে আরবের বাইরের দেশসমূহের রাজা-বাদশাহরা মোহরবিহীন চিঠিপত্রের কোন গুরুত্ব দিতেন না। নবী ﷺ ইসলাম প্রচারের জন্য যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্র কাছে পত্র পাঠাতেন তখন মোহর করার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই যুগে আংটির সাথে মোহর বানানোর নিয়ম ছিল। এই উদ্দেশ্যে নবী ﷺ আংটি তৈরি করেছিলেন। তাই একটি হাদীসে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ আরবের বাইরের দেশের লোকদের কাছে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হলো, অনারবরা মোহরবিহীন পত্র গ্রহণ করে না। সুতরাং তিনি নিজের জন্য একটা আংটি তৈরি করলেন। রাবী বলেন, তার শুভ্রতা যেন এখনো আমি দেখতে পাই।

٣٢٩. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهٖ۔

৩২৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন।

٣٣٠. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَسَارِهٖ۔

৩৩০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর বাঁ হাতে আংটি পরিধান করতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ বাঁ হাতে আংটি পরেছেন। আর অধিকাংশ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি ডান হাতে আংটি পরেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ডান হাতে আংটি পরা উত্তম। তবে বাঁ হাতে পরাও জায়েয।

٣٣١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَيَقُوْلُ الْيَمِيْنُ اَحَقُّ بِالزِّيْنَةِ مِنَ الشِّمَالِ-

৩৩১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন এবং বলতেন ঃ বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাত সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার অধিক হক্দার।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ-এর কাছে বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতে আংটি পরিধান করা অধিক পছন্দনীয় ছিলো। এ কারণে তিনি একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, বাঁ হাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চেয়ে ডান হাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা অধিক উত্তম।

٣٣٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَقُبِضَ وَالْخَاتَمُ فِيْ يَمِيْنِهِ-

৩৩২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। ওফাত লাভের সময়ও তাঁর ডান হাতে আংটি ছিল।

٣٣٣. عَنْ اِبْنُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا فِيْ يَمِيْنِهِ-

৩৩৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরেছেন।

٣٣٤ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا فِيْ يَمِيْنِهِ -

৩৩৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরেছেন।

٣٣٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ اَنَّهُ حَوَّلَهُ فِيْ يَسَارِهِ -

৩৩৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। পরে (এ নিয়ম পরিবর্তন করে) বাঁ হাতে পরেছেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিলো ডান হাতে আংটি পরা। কিন্তু পরে তিনি এ অভ্যাস পরিবর্তন করে বাঁ হাতে পরতে শুরু করেন। সুতরাং দু'হাতেই আংটি পরা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত।

٣٣٦ . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهٖ -

৩৩৬. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন।

٣٣٧. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهٖ -

৩৩৭. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٣٣٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِىْ يَمِيْنِهٖ -

৩৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকেও জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিলো ডান হাতে আংটি পরিধান করা।

٣٣٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ خِنْصِرِهِ الْيُسْرٰى -

৩৩৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি তাঁর বাঁ হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে পরিহিত ছিলো।

٣٤٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى خِنْصِرِهٖ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرٰى -

৩৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি তাঁর এই আঙুলে পরা থাকতো। এই বলে তিনি নিজের বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলের দিকে ইশারা করলেন।

٣٤١. عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ يَتَخَتَّمُوْنَ فِى الْيَسَارِ -

৩৪১. জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্‌র, উমর, আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) সবাই বাম হাতে আংটি পরতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ-কে বাম হাতে আংটি পরতে দেখে সাহাবায়ে কিরামও বাম হাতে আংটি পরতে শুরু করেছিলেন।

٣٤٢. عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِى يَسَارِهِ -

৩৪২. রুবাইহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ (র) কর্তৃক তার পিতার সূত্রে তার দাদা (আবূ সাঈদ) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাঁ হাতে আংটি পরতেন।

٣٤٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَسَارِهِ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ -

৩৪৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাঁ হাতে আংটি পরতেন এবং আংটির নক্শার দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

**ফায়দা ঃ** নবী ﷺ-এর বাঁ হাতে আংটি পরা এ দু'টি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। কতিপয় আলিম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, সৌন্দর্যের জন্য ডান হাতে আংটি পরা উত্তম এবং মোহর লাগানোর জন্য বাঁ হাতে পরা সুবিধাজনক। কারণ বাঁ হাত থেকে আংটি খুলে সহজেই মোহর করা যায়। তাছাড়া নবী ﷺ আংটির নক্শা করা বা পাথর লাগানো দিক হাতের তালুর দিকে রাখতেন। বাহ্যত এর দু'টি কারণ। এক. এভাবে পাথর বসানো দিকটি সুরক্ষিত থাকে। দুই. এতে অহংকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে মেয়েদের জন্য পাথর বসানো দিকটি বাইরে রাখার অনুমতি রয়েছে। কারণ মেয়েরা কেবল সৌন্দর্যের জন্যই আংটি পরিধান করে থাকে।

٣٤٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِى بَطْنِ كَفِّهِ وَبِاِسْنَادِهِ قَالَ فَصُّ خَاتَمِ النَّبِىِّ ﷺ حَبْشِيًا وَكَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ سَطَرٌ وَمُحَمَّدٌ سَطَرٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ سَطَرٌ -

৩৪৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর আংটির খোদাইকৃত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন। একই সনদে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ -এর আংটির খোদাইকৃত অংশ ছিল হাবশার তৈরি এবং তাতে লেখা ছিল لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই,মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল)। 'لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ' ছিল একটি লাইনে, 'مُحَمَّدٌ' ছিল একটি লাইনে এবং 'رَسُوْلُ اللّٰهِ' একটি লাইনে।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটিতে কালিমা তাইয়্যেবা খোদিত ছিল। অন্য একটি হাদীসে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর আংটির একটি লাইনে 'لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ' দ্বিতীয় লাইনে مُحَمَّدٌ এবং তৃতীয় লাইনে

رَسُوْلُ اللهِ খোদিত ছিল (তিরমিযী) । নবী ﷺ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পত্র সমূহে এই পবিত্র নক্শা খোদিত মোহরটি ব্যবহার করতেন।

٣٤٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِيْنِهٖ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ -

৩৪৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন এবং আংটির নক্শার দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٣٤٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهٖ فِى بَاطِنِ كَفِّهٖ -

৩৪৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর আংটির খোদাইকৃত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

**ফায়দা ঃ** এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব সময় তাঁর আংটির নক্শাকৃত অংশ ভেতরের দিকে রাখতেন। কারণ তিনি সৌন্দর্যের জন্য আংটি ব্যবহার করতেন না। বরং তা দিয়ে মোহর লাগানোর কাজ করতেন।

٣٤٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبْشِيًّا

৩৪৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রৌপ্যের একটি আংটি ছিলো যার নক্শা ছিলো হাব্শার তৈরি।

٣٤٨. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا فِى يَمِيْنِهٖ فِيْهِ فَصٌّ حَبْشِىٌّ وَكَانَ فَصُّهُ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ -

৩৪৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে একটি আংটি পরেছেন যার নক্শা ছিল হাব্শার তৈরি এবং সেটি ছিল তাঁর হাতের তালুর দিকে।

**ফায়দা ঃ** এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায যে, নবী ﷺ এমন আংটি পরেছেন যাতে হাব্শার তৈরি নক্শা ছিলো।

٣٤٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ مِنْهُ -

৩৪৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর আংটি ও তার নক্শা ছিল রৌপ্যের।

٣٥٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلِّهٖ وَفَصُّهُ ، وَسَأَلْتُ حُمَيْدًا عَنِ الْفَصِّ فَحَدَّثَنِىْ اَنَّهُ لَايَدْرِىْ كَيْفَ هُوَ -

৩৫০. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটি ও তার খোদাইকৃত অংশ ছিলো রৌপ্যের। আমি হুমায়দকে তার নক্‌শা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সেটি কেমন ছিলো তা আমি জানি না।

**ফায়দা ঃ** এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ -এর আংটি ছিলো রৌপ্যের প্রথম হাদীসটির বর্ণনা অনুসারে তার খোদাইকৃত অংশ ছিলো রৌপ্যের তৈরি। এ কারণে অধিকাংশ আলিমের মতে পুরুষদের জন্য রৌপ্যের আংটি পরা জায়েয।

٣٥١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِى بَطْنِ يَدِهٖ ـ فَطَرَحَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ فَاَتَّخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ خَاتَمًا وَكَانَ يَخْتِمُ بِهٖ وَلاَ يَلْبَسُهُ ـ

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি পরলেন। তিনি তার খোদাইকৃত অংশ হাতের তালুর দিকে রাখতেন। পরে তিনি তা খুলে ফেললে অন্যরাও তাদের আংটি খুলে ফেললো। এরপর তিনি আরেকটি আংটি তৈরি করে নিলেন যা দ্বারা তিনি মোহর করতেন কিন্তু হাতে পরতেন না।

٣٥٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ رَاَى فِى اِصْبَعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا خَوَاتِيْمًا مِن وَرَقٍ فَلَبِسَوْهَا ، فَطَرَحَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ ـ

৩৫২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতের আঙুলে একটি রূপার আংটি দেখেছেন। এরপর লোকেরাও আংটি তৈরি করে পরতে থাকলে তিনি তা খুলে ফেললেন। অতপর লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেললো।

٣٥٣. عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَومًا وَاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اِصْطَنَعُوا الخَوَاتِيمَ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمَهُ وَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمَ ـ

৩৫৩. হযরত যিয়াদ ইব্‌ন সা'দ (রা) ইব্‌ন শিহাবের সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে রৌপ্যের একটি আংটি দেখেছেন। তারপর লোকেরা আংটি তৈরি করে পরতে শুরু করলে নবী ﷺ তাঁর হাতের আংটি খুলে ফেললেন। এ দেখে লোকেরাও তাদের হাতের আংটিসমূহ খুলে ফেললো।

**ফায়দা ঃ** হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় হাতে আংটি পরতেন না, শুধু মোহর করার প্রয়োজনে তা কাছে রাখতেন। কিন্তু এক সময় তিনি তা পরিধান করলে তাঁর অনুসরণে লোকেরাও আংটি তৈরি করিয়ে পরিধান করতে শুরু করলো। এ অবস্থা দেখে তিনি তাঁর হাতের আংটি খুলে ফেললেন যাতে লোকেরা আংটি পরিধান অত্যাবশ্যকীয় মনে না করেন। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ -এর আংটি অধিকাংশ সময় হযরত মুআইকিবের কাছে থাকতো।

٣٥٤. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ شَغَلَنِى هٰذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ اِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَاِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ رَمَى بِهِ-

৩৫৪ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি আংটি তৈরি করিয়ে পরলেন। পরে তিনি বললেন ঃ আজ এই আংটি আমাকে তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিতে দেয়নি। কারণ, আমি একবার আংটির প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলাম এবং একবার তোমাদের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলাম। তারপর তিনি সেটি খুলে রাখলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন জিনিস পরিধান করা শুধু অনুপকারীই নয়, বরং অনেক সময় তা অধিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নবী ﷺ সালাত আদায় অবস্থায় ছিলেন। তাঁর ডান হাতে একটি আংটি ছিল। সালাতরত অবস্থায়ই তার ওপর দৃষ্টি পড়লে পর তিনি তা পরা বন্ধ করে দিলেন। আরো একটি হাদীসে নক্শা করা কাপড় সম্পর্কেও এ ধরনের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ সালাতের মধ্যে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি তা খুলে ফেললেন এবং তার পরিবর্তে মামুলি ধরনের কাপড় পরিধান করলেন। যেহেতু আংটি তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল তাই তিনি তা একেবারে বর্জন করেননি বরং বেশি মাত্রায় পরিধান করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

٣٥٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ اِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ اِنِّى كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ فَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ-

৩৫৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করিয়ে তা পরলেন। তিনি তখন নক্শাকৃত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন। এ দেখে লোকেরাও আংটি তৈরি করে পরতে শুরু করলো। এতে তিনি একদিন মিম্বরে উঠে বসলেন এবং হাত থেকে আংটিটি খুলে বললেন, আমি আংটি পরলে তার নক্শাকরা দিকটি ভেতরের দিকে রাখতাম। এরপর তিনি সেটি ফেলে দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি আর কখনো এটি পরবো না। এ অবস্থা দেখে লোকজন সবাই তাদের আংটি খুলে ফেললো।

**ফায়দা ঃ** এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সে সময় পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার জায়েয ছিলো। পরে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হয়ে যায়। তাছাড়া এ হাদীস থেকে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, আংটি পরার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আংটির নক্‌শা করা দিকটি ভেতরের দিকে রাখতেন। কিন্তু সাহাবাগণ তা বাইরের দিকে রাখতে শুরু করলেন। তাই তিনি আংটি খুলে ফেললেন যাতে প্রদর্শনীর লেশমাত্র সম্ভাবনা না থাকে। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কত অনুগত ছিলেন তাও এ হাদীস থেকে উপলব্ধি করা যায়। কেননা, নবী ﷺ আংটি খুলে ফেলামাত্র তাঁরাও খুলে ফেলেছিলেন।

٣٥٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الاَعَاجِمِ فَاَمَرَ بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

৩৫৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরবের বাইরে রাজা-বাদশাহ্‌দের কাছে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রৌপ্যের আংটি তৈরির নির্দেশ দিলেন এবং উক্ত আংটির ওপর ' مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ' খোদাই করিয়ে নিলেন।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসের এই বিষয়বস্তু উপরের একটি হাদীসের শেষে আলোচনা করা হয়েছে। সেই যুগে রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ছিলো তারা মোহরবিহীন চিঠিপত্রকে গুরুত্ব দিতেন না। সুতরাং নবী ﷺ ইসলামের দাওয়াতী কাজ করার উদ্দেশ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আংটি তৈরির নির্দেশ দান করলেন এবং সেই আংটির ওপর ' محمد رسول الله ' খোদাই করা হলো।

٣٥٧. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّد رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ اِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا وَنَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ يَنْقُشْ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ ـ

৩৫৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রৌপ্যের একটি আংটি তৈরি করালেন এবং তাতে ' مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ' খোদাই করে লোকদের বললেন ঃ আমি একটি আংটি বানিয়ে তার ওপর ' مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ' খোদাই করেছি। সুতরাং অন্য কেউ যেন এ কথাটি (তার আংটির ওপরে) খোদাই না করে।

٣٥٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

৩৫৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আংটিটির নক্‌শায় ' مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ' খোদিত ছিলো।

٣٥٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لاَ تَنْقُشُوا عَلَيْهِ ـ

৩৫৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রৌপ্যের একটি আংটি তৈরি করিয়ে তার ওপর ' مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ' খোদাই করালেন এবং বললেন ঃ তোমরা তোমাদের আংটিতে (অনুরূপ) খোদাই করাবে না।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসটিতেও নবী ﷺ তাঁর আংটির নকশার মত কথা অন্যদের আংটিতে খোদাই করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তা বরকত লাভের জন্য হলেও। যাতে তাঁর ও অন্যদের আংটি একই রকম না হয় এবং পার্থক্য বজায় থাকে।

٣٦٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَسْطُرٍ سَطْرٌ مُحَمَّدٌ وَسَطْرٌ رَسُوْلٌ وَسَطْرٌ اللهُ -

৩৬০. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর আংটি তিন লাইনে খোদিত ছিলো। এক লাইনে ' مُحَمَّدٌ ' এক লাইনে ' رَسُوْلٌ ' এবং আরেক লাইনে ' اَللهُ ' খোদিত ছিলো।

٣٦١. عَنْ اِيَاسِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ حَدِيْدٍ مَلْوِىٌّ بِفِضَّةٍ وَرُبَّمَا كَانَ فِى يَدِى ، وَكَانَ المُعَيْقِيْبُ عَلٰى خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ

৩৬১. ইয়াস ইবনুল হারিস ইব্‌ন মুআইকিব তার দাদা মুআইকিব (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারীকে তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিলো লোহার তৈরি এবং তার ওপর রৌপ্যের আস্তরণ দেওয়া ছিলো। বেশির ভাগ সময় তা আমার হাতে থাকতো। আংটির সংরক্ষণকারী ছিলেন মুআইকিব।

٣٦٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُ مِن وَرَقٍ -

৩৬২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সম্পূর্ণ আংটিটি ছিলো রৌপ্যের তৈরি।

**ফায়দা ঃ** এ দু'টি হাদীসের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈপরীত্য আছে বলে মনে করা ঠিক নয়। কারণ দু'টি হাদীসের প্রত্যেকটি ভিন্ন সময়ের সাথে সম্পর্কিত।

## ذِكْرُ خُفِّهِ ﷺ
## নবী ﷺ -এর মোজার বর্ণনা

٣٦٣. عَنْ عَامِرٍ قِيْلَ لِلْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ مِنْ اَيْنَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ ؟ قَالَ اَهْدَا هُمَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِى فَلَبِسَهُمَا ـ

৩৬৩. হযরত আমির (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মোজা কোথা থেকে এসেছিলো ? তিনি বললেন, দেহ্‌ইয়া কালবী (রা) মোজা দু'টি তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তা ব্যবহারও করেছিলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ মোজা ব্যবহার করেছেন। এ হাদীস থেকে আরো যে বিষয়টি জানা যায়, তাহলো তিনি উপহার গ্রহণ করতেন। হযরত দেহ্‌ইয়া কালবী (রা) ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ) অধিকাংশ সময় দেহ্‌ইয়া কালবীর আকৃতিতে নবী ﷺ -এর খিদমতে তাশরীফ আনতেন।

٣٦٤. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِىَّ اَهْدَى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذِجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَمَسَحَ عَلَيْهَا ـ

৩৬৪. ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজাশী (হাবশার বাদশাহ্) নবী ﷺ-কে কালো রঙের দু'টি সাদামাঠা চামড়ার মোজা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। নবী ﷺ মোজা দু'টি পরেছেন এবং তার ওপর 'মাসেহ্' করেছেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ নাজাশী (হাবশার বাদশাহ্) কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রেরিত কালো রঙের দু'টি চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন। আরেকটি কথা জানা যায় যে, তিনি বাদশাহ্‌র উপহারও গ্রহণ করতেন। হাবশার আসহামা নামক এই বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, মোজার ওপর 'মাসেহ্' করা জায়েয। ওযূ করে চামড়ার মোজা পরার পর যদি ওযূ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ওযূ করার সময় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেই ওযূ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পা ধোয়া জরুরী নয়। কিন্তু মুকীম অর্থাৎ নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তি শুধু একদিন ও এক রাতের জন্য তা করতে পারবেন এবং মুসাফির পারবেন তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত। জানাবাত অর্থাৎ নাপাকি থেকে পবিত্রতার জন্য পায়ের মোজা খোলা জরুরী। নবী ﷺ যখনই চামড়ার মোজা পরে ওযূ করেছেন তখন চামড়ার মোজার ওপর 'মাসেহ্' করেছেন।

٣٦٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَهُ -

৩৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দ (রা) তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ذِكْرُ نَعْلِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর চপ্পলের বর্ণনা

٣٦٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَعْلَانِ لَهُمَا زِمَامَانِ -

৩৬৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফিতাওয়ালা এক জোড়া চপ্পল ছিলো।

٣٦٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَهُ قِبَالَانِ -

৩৬৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চপ্পলের দুটি ফিতা ছিলো।

٣٦٨. حَدَّثَنَا هَمَّامُ مِثْلَهُ -

৩৬৮. হাম্মাম (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**ফায়দা ঃ** এ সব হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর চপ্পল ছিলো দুই ফিতা বিশিষ্ট। তিনি এর একটি রাখতেন পায়ের বৃদ্ধাঙুলি ও তার পার্শ্ববর্তী আঙুলের মধ্যখানে এবং অপরটি রাখতেন পায়ের মধ্যমা আঙুল ও তার পার্শ্ববর্তী আঙুলের মধ্যখানে। আরব দেশে বর্তমানেও এধরনের ফিতা বিশিষ্ট চপ্পলের প্রচলন আছে। আলিমগণ এর বহুবিধ উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) লিখিত 'যাদুস সাঈ'দ' গ্রন্থ দেখুন।

٣٦٩. عَنِ التَّيْمِيْ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ اَبْصَرَ نَعْلَ النَّبِىْ ﷺ اَنَّ لَهُ قِبَالَيْنِ مُعَقَّبَيْنِ

৩৬৯. তায়েমী (র) বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন ব্যক্তি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যিনি নবী ﷺ-এর চপ্পল দেখেছেন যার দুটি ফিতা ছিলো এবং বাঁধার পর উক্ত ফিতার কিছুটা অবশিষ্ট থাকতো।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর চপ্পলে ফিতা লাগানো ছিলো। চপ্পল পরার পর তিনি ফিতা দু'টি ভালভাবে বাঁধতেন এবং তার পরেও তার কিছুটা অংশ অবশিষ্ট থাকতো।

٣٧٠. عَنْ اَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِي قَالَ أَقَمْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نِصْفَ شَهْرٍ فَرَأَيْتُ لِنَعْلِهِ قَبَالاَنِ وَرَأَيْتُهُمَا مُقَابِلَتَانِ -

৩৭০. হযরত আওস ইব্‌ন আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পনের দিন ছিলাম। আমি তাঁর চপ্পলে পাশাপাশি দু'টি ফিতা দেখেছি।

٣٧١. عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ -

৩৭১. আবূ ইসহাক (র) এমন এক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যিনি আম্‌র ইব্‌ন হুরাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্‌র ইব্‌ন হুরাইস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে এমন একজোড়া চপ্পল পায়ে সালাত পড়তে দেখেছি যাতে ডবল চামড়া লাগিয়ে সেলাই করা ছিলো।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ ডবল সেলাই বা তালি দেয়া চপ্পল ব্যবহার করেছেন। আরও জানা যায় যে, তিনি চপ্পল পরেই সালাত পড়েছেন। জুতা পরে সালাত পড়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী আলিমদের মতে জুতা যদি নাপাক না হয় তবে তা পরে সালাত পড়া বৈধ। তবে জুতা না পরে সালাত পড়াই উত্তম।

٣٧٢. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ الاَعْرَابِىَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ نَعْلاَنِ مِنْ بَقَرٍ -

৩৭২. হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (র) এক ব্যক্তির সূত্রে এক বেদুঈন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গরুর চামড়ার চপ্পল পায়ে দিয়ে সালাত পড়তে দেখেছি।

٣٧٣. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ مِنْ جُلُوْدِ الْبَقَرِ -

৩৭৩. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গরুর চামড়ার তৈরি ডবল সেলাই যুক্ত চপ্পল পরে সালাত পড়তে দেখেছি।

٣٧٤. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ -

৩৭৪. মুতার্‌রিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ডবল সেলাই বা তালিযুক্ত চপ্পল পরে নামায পড়তে দেখেছি।

٣٧٥. عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ قَالَ رَأَيْتُ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ مَخْصُرَةٌ مُلَسَّنَةٌ لَهَا عَقِبٌ خَارِجٌ -

৩৭৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি নবী ﷺ-এর চপ্পল, তলার দিকে মধ্যখানে পাতলা ও জিহবার পার্শ্বদেশের মত সরু ছিল এবং গোড়ালির পেছনের দিকের অংশ কিছুটা বেরিয়ে থাকতো।

٣٧٦. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ الَّتِى لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ اَلْبَسَهَا -

৩৭৬. উবাইদ ইব্‌ন জুরাইয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললেন, আমি আপনাকে লোমবিহীন পাকা চামড়ার চপ্পল পরতে দেখি ( এর কারণ কি )? তিনি বললেন, আমি অধিকাংশ সময় নবী ﷺ -কে লোমহীন পাকা চামড়ার চপ্পল পরতে দেখেছি। ঐ ধরনের চপ্পল পরে তিনি ওযূও করতেন। তাই আমি এটি পরা পছন্দ করি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ পাকা চামড়ার চপ্পলও পরেছিলেন। তাঁর অনুসরণে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও অনুরূপ চপ্পল পরতেন। সে সময় আরব দেশ তত উন্নত ছিলো না। লোকজন সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। তাই প্রধানত লোমসহ চামড়ার চপ্পল তৈরি করে নিতো। এ কারণে উবাইদ ইব্‌ন জুরাইয (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করেছেন। এ হাদীসে চপ্পল পরে ওযূ করার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। চপ্পল পরিহিত অবস্থায় ওযূ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। চপ্পলের মুখ বন্ধ করা থাকতো না। নিচে শুধু তলা এবং ফিতা থাকতো। সুতরাং এ ধরনের খোলা চপ্পল পরে ওযূ এবং পা ধোয়া ভালভাবেই হতে পারে। তাই বৈধতা প্রকাশ করার জন্য নবী ﷺ কখনো কখনো এভাবে ওযূ করেছেন।

٣٧٧. عَنْ عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا قِبَالاَنِ ، قَالَ فَحَدَّثَنِى ثَابِتُ بَعْدُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৭. ঈসা ইব্ন তাহমান (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) দুটি ফিতা বিশিষ্ট দুখানা চপ্পল এনে আমাদের দেখালেন যার চামড়ার ওপর কোন পশম ছিলো না। বর্ণনাকারী বলেন, পরে হযরত সাবিত (রা) আমাকে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আনাস (রা) বলেন, ঐ দু'টি ছিলো নবী ﷺ -এর চপ্পল মুবারক।

٣٧٨. عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَبَالَيْنَ (قَبَالاَنِ) وَكَانَ لِنَعْلِ ابنِ عُمَرَ قَبَالَيْنِ -

৩৭৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর চপ্পলের দু'টি ফিতা ছিলো এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর চপ্পলেরও দু'টি ফিতা ছিলো।

٣٧٩. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ نَعْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَيَنْزِعُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى -

৩৭৯. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সব সময় ডান পায়ে আগে চপ্পল পরতেন এবং খোলার সময় বাঁ পায়ের চপ্পল আগে খুলতেন।

٣٨٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ بَدَأَ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا خَلَعَ خَلَعَ الْيُسْرَى -

৩৮০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চপ্পল পরার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডান পা থেকে শুরু করতেন এবং খোলার সময় বাঁ পা থেকে শুরু করতেন।

**ফায়দা ঃ** এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, চপ্পল বা জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ে ও পরে বাঁ পায়ে এবং খোলার সময় প্রথমে বাঁ পা থেকে এবং পরে ডান পা থেকে খুলতে হবে। প্রতিটি ভাল কাজে ডান দিকটাকে আগে রাখতে হবে। এটা ইসলামী আচার ও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। তাই জামা, পায়জামা ও আচকান প্রতিটি পোশাক পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং খোলার সময় প্রথমে বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে শেষ করা কর্তব্য। কোন ভাল জায়গায় গেলেও প্রথমে ডান পা এবং পরে বাঁ পা বাড়ানো উচিত। আর বের হওয়ার সময় এর বিপরীত করা উচিত। পক্ষান্তরে পায়খানা-পেসাবখানায় প্রবেশ করার সময় বাঁ পাকে ডান পায়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং বের হওয়ার সময় ডান পাকে অগ্রধিকার দেয়া উচিত।

একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চুল চিরুনি করা, জুতা বা চপ্পল পরা এবং ওযূ করার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ডান দিককে অগ্রাধিকার দিতেন। (শামাইলে তিরমিযী)

٣٨١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً ، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ -

৩৮১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে খালি পায়ে এবং জুতা পায়ে উভয় অবস্থায়ই সালাত পড়তে এবং সালাত শেষে ডান ও বাম উভয় দিকে ফিরে বসতে দেখেছি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ কখনো জুতা পায়ে এবং কখনো খালি পায়ে সালাত পড়েছেন। চপ্পল বা জুতা পায়ে সালাত পড়েছেন তার বৈধতা অবগত করানোর জন্য। এ হাদীস থেকে আরো একটি বিষয় জানা যায়। তা হচ্ছে, সালাত শেষে ডান বা বাম যে কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা যায়। এক্ষেত্রে কোনো দিক নির্দিষ্ট নেই।

٣٧٢. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِى حَافِيًا وَ نَاعِلاً ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَيَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَ يُفْطِرُ -

৩৮২. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খালি পায়ে ও জুতা পায়ে পথ চলতেন, দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় অবস্থায় পান করতেন, (নামায) শেষে ডান বা বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং সফরে কখনো রোযা রাখতেন এবং কখনো আবার রাখতেন না।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ কোন কোন সময় খালি পায়ে এবং কোন কোন সময় জুতা পরে হাঁটতেন। দু'ভাবে চলারই প্রমাণ আছে। অনুরূপ পানি পান করার ব্যাপারেও দু'ধরনের কথারই প্রমাণ আছে। তবে বসে পানি পান করা উত্তম। বাধ্য হয়ে কোন কোন সময় তিনি দাঁড়িয়েও পানি পান করেছেন।

٣٨٣. عَنْ أَبِىْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِى النَّعْلَيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ -

৩৮৩. আবূ মাসলামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুতা পরে সালাত পড়া সম্পর্কে আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ ও চপ্পল পরে সালাত পড়তেন।

٣٨٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مُتَنَعِّلاً وَ اِنِّىْ أُصَلِّىْ مُتَنَعِّلاً كَمَا رَأَيْتُهُ -

৩৮৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে **চপ্পল** পরে সালাত পড়তে দেখেছি। তাই আমিও তাঁর মত চপ্পল পরে সালাত পড়ি।

٣٨٥. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مُتَنَعِّلاً وَحَافِيًا ـ

৩৮৫. হযরত বারাআ (ইব্‌ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে কা'বার পাশে জুতা পরে এবং জুতা ছাড়া সালাত পড়েছেন।

٣٨٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَافِيًا وَمُتَنَعِّلاً ـ

৩৮৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুতা পায়ে এবং জুতা ছাড়াও সালাত পড়েছেন।

٣٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِيْ نَعْلَيْهِ ـ

৩৮৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতা পরেই সালাত পড়তেন।

## ذِكْرُ قَوْسِهِ ﷺ

## রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ধনুকের বর্ণনা

٣٨٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ قَائِمًا ـ

৩৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে জুমু'আর দিনে ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন।

٣٨٩. عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْعِيْدِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى قَوْسٍ، أَوْ عَصًا ـ

৩৮৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন বারআ তার পিতা বারাআ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ একটি ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে ঈদের দিন তাদের সামনে খুত্‌বা দিতেন।

**ফায়দা :** এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন জিনিসে ভর দিয়ে খুত্‌বা দেয়া সুন্নত। যুদ্ধের সময়ে হলে যে সব জিনিসে ইসলামের শান-শওকত ও গৌরব প্রকাশ পায় সেসব জিনিস হাতে নিয়ে খুত্‌বা দেয়া উচিত। যেমন তরবারি, ধনুক, রাইফেল, বন্দুক ইত্যাদি। আর যুদ্ধের সময় না হলে লাঠি ইত্যাদির ওপর ভর দিয়ে খুতবা দেয়া সুন্নত।

## ذِكْرُ رُمْحِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর বর্শার বর্ণনা

٣٩٠. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رُمْحٌ أَوْ عَصًا يُرْكَزُ لَهُ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا -

৩৯০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি বর্শা অথবা লাঠি ছিলো। সেটি মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো এবং তিনি সেদিকে মুখ করে সালাত পড়তেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন উন্মুক্ত স্থানে সালাত পড়ে সেখানে মানুষ যাতায়াত করে তাহলে সেক্ষেত্রে মুসল্লি ব্যক্তির কর্তব্য সুত্রা বা আড়াল হিসেবে ব্যবহারের জন্য অন্তত একহাত লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ড, বর্শা বা অন্য কোন জিনিস গেড়ে দেওয়া।

## ذِكْرُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ

## নবী ﷺ-এর তরবারির বর্ণনা

٣٩١. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اسْمُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذُوْ الفِقَارِ -

৩৯১. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারির নাম ছিল যুলফিকার।

**ফায়দা ঃ** মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নয়টি তরবারি ছিলো এবং প্রতিটি তরবারির নামও ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। ঐ সব তরবারির একটির নাম ছিলো যুলফিকার। মক্কা বিজয়ের দিন উক্ত তরবারিরটি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলো। নয়টি তরবারির নাম হচ্ছে ঃ মা'সুর, আসাব, যুলফিকার, কালাঈ, বাত্তার, হাতফ, রুসূব, মিখযম এবং কাযীব। পরবর্তী সময়ে তিনি এই যুলফিকার নামক তরবারিটি হযরত আলী (রা)-কে দিয়েছিলেন।

٣٩٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ -

৩৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর যুলফিকার নামক তলোয়ারটি বদর যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল থেকে লাভ করেছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধের দিন ঐ তলোয়ার সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছিলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ যুলফিকার নামক এই তলোয়ারটি বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল হিসেবে লাভ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তার এই তলোয়ার ভোঁতা হয়ে গেছে। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন এভাবে যে, এ যুদ্ধে তাঁর নিজ পরিবারের কেউ শাহাদত লাভ করবে। তাঁর চাচা 'সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা' হযরত হামযা (রা) এ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন।

٣٩٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَيْفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ حَنَفِيًا وَكَانَ قَبِيْعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ -

৩৯৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারি ছিলো হানফিয়া গোত্রের তৈরি এবং তার বাঁট ছিল রৌপ্যের।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ-এর কাছে হানফিয়া গোত্রের তৈরি একটি তরবারি ছিলো। হানফিয়া গোত্র উত্তম তরবারি তৈরি করার জন্য তৎকালে বিখ্যাত ছিলো। এই তরবারির বাঁটের কান দু'টি ছিলো রৌপ্যের তৈরি।

٣٩٤. عَنْ هُوْدُ الْعَصَرِىْ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ اَنَّ النَّبِىُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبُ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً -

৩৯৪. হূদ আল-আসরী তার দাদা মাযীদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর তরবারিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিলো। হাদীস বর্ণনাকারী তালিব বলেন, আমি হূদকে রৌপ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর তরবারির বাঁটের কান দু'টি ছিলো রৌপ্যের।

**ফায়দা ঃ** তরবারি ইত্যাদিতে রৌপ্যের ব্যবহার জায়েয। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে স্বর্ণের ব্যবহার জায়েয নয়। এ হাদীসটিতে স্বর্ণ ব্যবহারের কথা উল্লেখিত হওয়ায় তা থেকে স্বর্ণ ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো ঠিক নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সনদকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন।

٣٩٥. عَنْ مَرْزُوْقٍ قَالَ صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاالْفَقَارِ قَبِيْعَتُهُ مِن فِضَّةٍ ، وَفِى وَسْطِهِ بَكْرَةَ أَوْ بَكَرَاتُ فِضَّةٍ ، وَفِى قَيْدِهِ حَلَقُ فِضَّةٍ -

৩৯৫. হযরত মারযূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুলফিকার নামক তরবারি শান দিয়েছি। এর বাঁটের কান দু'টি, মাঝের রিং এবং বেল্টের দুই প্রান্তের রিং ছিলো রৌপ্যের।

**ফায়দা ঃ** নবী ﷺ-এর তরবারির তিনটি জিনিস ছিলো রৌপ্যের । বাঁটের কান, খাপের মাঝের রিং (এর সাথে বেল্ট লাগানো হতো) এবং বেল্টের দুই প্রান্তের রিং।

٣٩٦. عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ كَانَ سَيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذُو الْفِقَارِ لِأَبِى الْعَاصِ بْنِ مُنَبِّه فَقَتَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ-

৩৯৬. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারি যুলফিকার মূলত আবুল আস ইব্‌ন মুনাব্বিহের ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেন।

**ফায়দা ঃ** আবুল আস ইব্‌ন মুনাব্বিহকে সম্ভবত তার পিতা মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজের তলোয়ারকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক হাদীসে এই কাফিরের নাম আসী ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ নামকেই নির্ভুল বলা হয়েছে। সঠিক তথ্য হলো, আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়েছিলো ।

٣٩٧. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِضَّةً-

৩৯৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারির বাঁটের কান দু'টি ছিলো রৌপ্যের তৈরি।

٣٩٨. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ حِلْيَةَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ كُلُّهَا فِضَّةً قَائِمَهُ وَ حَلَقُهُ وَقَبِيعَتُهُ مِن فِضَّةٍ-

৩৯৮. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতা মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর তরবারির সমস্ত অলঙ্কার ছিলো রৌপ্যের। অর্থাৎ তার খাপ , বাঁট এবং বাঁটের কান ও রিং সবই ছিলো রৌপ্যের তৈরি।

٣٩٩. عَنْ خُصَيْفٍ مُجَاهِدُ وَ زِيَادُ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالاَ كَانَ سَيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَنِيفًا قَائِمُهُ مِنْ قَرْنٍ-

৩৯৯. খাসীফ (র) মুজাহিদ ও যিয়াদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারি হানীফিয়া গোত্রের তৈরি ছিলো এবং তার খাপ ছিল শিঙের তৈরি।

٤٠٠. عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَقْبِيْعَتُهُ وَالْحَلْقَتَانِ اللَّتَانِ فِيْهِمَا الْحَمَائِلُ فِضَّةٌ ، قَالَ فَسَلَلْتُهُ فَاِذَا هُوَقَدْ نَحَلَ، كَانَ سَيْفًا لِمُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ السَّهْمِي اِتَّخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ يَوْمَ بَدْرٍ-

৪০০. হযরত. আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারি বের করে আমাদের কাছে আনলে আমরা দেখলাম তার খাপ ও বাঁটের পাশের দু'টি কান এবং ঝুলানোর রিং রৌপ্যের তৈরি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি খাপ থেকে বের করলে দেখলাম তা হাল্কা হয়ে গেছে। তরবারিটি ছিলো মুনাব্বিহ ইব্ন হাজ্জাজ সাহ্মীর। বদর যুদ্ধে নবী ﷺ এ তরবারি নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

## ذِكْرُ دِرْعِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর লৌহ বর্মের বর্ণনা

٤٠١. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اِسْمُ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ الْفُضُوْلِ-

৪০১. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর বর্মের নাম ছিলো 'যাতুল ফুযূল'।

**ফায়দা ঃ** এখানে নবী ﷺ-এর বর্মের বর্ণনা দেয়াই গ্রন্থকারের হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্য। ' درع ' বলা হয় এমন পোশাককে যা লোহার শিকল দ্বারা তৈরি করা হয় এবং যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, যাতে তরবারির আঘাত ক্ষতি করতে না পারে। নবী ﷺ-এর এ ধরনের যে বর্ম ছিলো তার নাম ছিল 'যাতুল ফুযূল'। বর্মটি কিছুটা লম্বা ছিলো তাই এর নাম দেয়া হয়েছিলো 'যাতুল ফুযূল'।

٤٠٢. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ وَبَغْلَةٌ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلْ وَحِمَارٌ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ وَسَيْفُهُ ذُو الْفِقَارُ وَدِرْعُهُ ذَاتُ الْفُضُوْلِ وَنَاقَتُهُ الْقَصْوَاءُ-

৪০২. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ঘোড়ার নাম ছিলো 'মুরতাজিয', খচ্চরের নাম ছিলো 'দুলদুল', গাধার নাম ছিলো 'আফীর', তরবারির নাম ছিলো 'যুলফিকার', বর্মের নাম ছিলো 'যাতুল ফুযূল' এবং উট্নীর নাম ছিলো 'আল-কাস্ওয়া'।

**ফায়দা ঃ** এখানেও গ্রন্থকার কর্তৃক হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নবী ﷺ -এর বর্মের বর্ণনা দেয়া। আনুষঙ্গিকভাবে এখানে আরো কিছু জিনিসের বর্ণনাও এসেছে যেগুলো সম্পর্কে পরে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

٤٠٣. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ـ

৪০৩. সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ দু'টি বর্মে সজ্জিত হয়েছিলেন।

٤٠٤. عَنْ عَامِرٍ قَالَ اَخْرَجَ لَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ دِرْعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هِىَ يَمَانِيَّةٌ رَقِيْقَةٌ ذَاتُ نِدَاقَيْنِ فَاِذَا عُلِّقَتْ بِزِرَافَيْهَا شَمَّرَتْ وَاِذَا اُرْسِلَتْ مَسَّتِ الْاَرْضَ ـ

৪০৪. আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (রা) আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি বর্ম বের করে আনলেন। সেটি ছিলো ইয়ামানে তৈরি হাল্কা শিকলের বর্ম। তা শিকলে লটকিয়ে দেয়া হলে সংকুচিত হতো এবং স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিলে মাটি স্পর্শ করতো।

٤٠٥. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ فِى دِرْعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَلْقَتَانِ مِن فِضَّةٍ عِنْدَ مَوْضَعِ الثُّنٰى وَفِىْ ظَهْرِهِ حَلْقَتَانِ اَيْضًا وَ قَالَ لَبِسْتُهَا فَخَطَّتِ الْاَرْضَ ـ

৪০৫. জাফর ইব্ন মুহাম্মদ তার পিতা মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্মের বুকের ওপর এবং পিঠের ওপর দু'টি করে রৌপ্যের রিং ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বর্মটি পরিধান করলে তা মাটি স্পর্শ করে দাগের সৃষ্টি করলো।

## ذِكْرُ مِغْفَرِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর শিরস্ত্রাণের বর্ণনা

٤٠٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلٰى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيْدٍ

৪০৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিলো।

**ফায়দা ঃ** লৌহ নির্মিত টুপিকে লৌহ শিরস্ত্রাণ বলে। এটি যুদ্ধের সময় মাথা রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

# ذِكْرُ لِوَائِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর পতাকার বর্ণনা

٤٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَايَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ-

৪০৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বড় পতাকা ছিলো কালো রংঙের এবং ছোট পতাকা ছিলো সাদা রঙের।

٤٠٨. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৪০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**ফায়দা ঃ** নবী ﷺ-এর যুদ্ধ পতাকা দুই রকম ছিলো, একটি বড় এবং আরেকটি ছোট। বড় পতাকাকে ' رَايَة '(রায়াহ) বলা হতো এবং ছোট পতাকাকে ' لِوَاء " (লেওয়াহ)। 'লেওয়াহ' হতো সেনাবাহিনীর একটি অংশ বা গোত্রভিত্তিক অংশের জন্য। এটি প্রত্যেকটি অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হতো। সেনাবাহিনীর ঐ অংশের অধিপতি যেদিকে যেতেন ঐ পতাকাও সেদিকে যেতো। এভাবে উক্ত পতাকা পরিচিত হতো। 'লেওয়াহ' 'রায়াহ'-এর চেয়ে আকারেও ছোট হতো।

٤٠٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضُ وَكَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءُ مِنْ مِرْطٍ لِعَائِشَةَ مُرَحَّلٍ-

৪০৯. হযরত আয়েশা (রা ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ছোট পতাকা ছিলো সাদা এবং বড় পতাকা ছিলো কালো। সেটি হযরত আয়েশা (রা)-এর চাদর দিয়ে তৈরি ছিলো এবং তার ওপর উটের পালান বা খাটনির নক্শা ছিলো।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, জীবজন্তু ছাড়া অন্যান্য জিনিসের নক্শা অংকন ও তার ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই।

٤١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَقَدَ لِوَاءً عَقَدَهُ اَبْيَضَ وَكَانَ لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ-

৪১০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছোট পতাকা বাঁধার সময় তা সাদা রঙের বাঁধতেন। এবং তাঁর নিজের ছোট পতাকাও ছিলো সাদা রঙের।

٤١١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ

৪১১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছোট পতাকা ছিলো সাদা এবং বড় পতাকা ছিলো কালো।

## ذِكْرُ رَايَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর বড় পতাকার বর্ণনা

٤١٢. عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَسْاَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَتْ ؟ قَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ۔

৪১২. মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিমের আযাদকৃত দাস ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম (র) আমাকে বারাআ ইব্ন আযিব (রা)-এর কাছে পাঠালেন যেন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পতাকা কিসের ছিলো ? বারাআ ইব্ন আযিব (রা) বললেন, তাঁর বড় পতাকা ছিলো বর্গাকৃতির এবং কালো রঙের ডোরাবিশিষ্ট।

٤١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ اَبْيَضَ مَكْتُوْبٌ فِيْهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

৪১৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বড় পতাকা ছিলো কালো রঙের এবং ছোট পতাকা ছিলো সাদা রঙের। এতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ লেখা ছিলো।

٤١٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

৪১৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١٥. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ كَانَ لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ وَكَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ مِنْ مِرْطٍ لِعَائِشَةَ مُرَحَّلٍ۔

৪১৫. আম্‌রা বিন্ত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছোট পতাকা ছিলো সাদা রঙের এবং বড় পতাকা ছিলো কালো রঙের সেটি আয়েশা (রা)-এর চাদর দিয়ে তৈরি ছিলো এবং তার ওপর উটের পালানের নক্শা ছিলো।

٤١٦. عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تُسَمَّى الْعُقَابُ۔

৪১৬. হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বড় পতাকার নাম ছিলো 'উকাব'।

٤١٧. عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ اٰخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَاَيْتُ رَايَةَ النَّبِيِّ ﷺ صَفْرَاءَ۔

৪১৭. সিমাক ইব্ন হারব (র) তার কাওমের এক ব্যক্তির সূত্রে অপর এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত ব্যক্তি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর পতাকা দেখেছি। তার রঙ ছিলো হলুদ।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসটির সনদে একজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী আছেন এবং অন্যান্য হাদীসের বর্ণনার পরিপন্থীও বটে, তাই এটি নির্ভরযোগ্য নয়। হয় তো কোন এক সময় তিনি এ ধরনের হলুদ রঙের পতাকা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়নি।

٤١٨ عَنِ ابْنِ اَبِيْ جَرِيْرٍ اَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ قِطْعَةً مِنْ مِرْطٍ كَانَ لِعَائِشَةَ۔

৪১৮. ইব্ন আবূ জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর বড় পতাকা আয়েশা (রা)-এর চাদরের একটি অংশ দিয়ে তৈরি ছিলো।

٤١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ صَاحِبُ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا اَنَّ صَاحِبُ رَايَةِ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَصَاحِبُ رَايَةِ الْاَنْصَارِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ۔

৪১৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পতাকাবাহী। সর্বক্ষেত্রেই মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন আলী (রা) এবং আনসারদের পতাকাবাহী ছিলেন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)।

## ذِكْرُ حَرْبَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর বল্লমের বর্ণনা

٤٢٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ۔

৪২০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, সফরকালীন সময়ে নবী ﷺ -এর জন্য তাঁর ঠিক সামনে সুতরা বা আড়াল হিসেবে বল্লম পুঁতে দেয়া হতো। তিনি সে দিকে সালাত পড়তেন এবং লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়াতো। (পরবর্তীতে) এ ব্যবস্থা দেখে আমীর-ওমরা ও নেতারা বল্লম রাখতে শুরু করেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে একটি ফিকহী মাসয়ালা জানা যায়। অর্থাৎ সফরকালে মানুষ যদি এমন কোন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে সুতরা নেই তাহলে ইমাম তাঁর সামনে বল্লম বা লাঠি ইত্যাদি পুঁতে নিলেই তা সুতরার প্রয়োজন পূরণ করবে। এবং শুধু ইমাম সুতরা দাঁড় করলেই তা সমস্ত মুসল্লীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। সুতরা দাঁড় করানোর নিয়ম হলো, ইমাম তার সামনে তার একটি চোখ বরাবর সেটি খাড়া করবেন।

٤٢١. حَدَّثَنَا الصُّدَىُّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِى نَجْدَةُ الْحَرُوْرِىُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ هَلْ سِيْرَ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَرْبَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَرِ -

৪২১. সুদাই ইব্ন যায়িদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদাতুল হারূরী আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সফরের সময় বল্লম সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হতো কিনা ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি যখন খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তাঁর কাছে বল্লম ছিলো।

## ذِكْرُ قَضِيْبِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর ছড়ির বর্ণনা

٤٢٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْعَرَاجِيْنَ وَلاَ يَزَالُ فِى يَدِهِ مِنْهَا شَىْءٌ فَدَخَلَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَفِىْ يَدِهِ الْعُرْجُوْنُ فَرَاَى نَخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُوْنَ -

৪২২. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছের ডাল পছন্দ করতেন। তাঁর হাতে সব সময় গাছের কোনো না কোনো ডাল থাকতো। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেই সময় তাঁর হাতে একটি ডাল ছিল। তিনি মসজিদে কিব্‌লার দিকে শিকনি পড়ে থাকতে দেখে ঐ ডাল দ্বারা ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ছড়ি বা গাছের ডাল ইত্যাদি হাতে রাখা সুন্নত। এর দ্বারা অনেক উপকারও লাভ করা যায়। আরো একটি কথা জানা যায় যে, মসজিদকে নোংরা করে ফেলা অনুচিত। কেউ তা করে ফেললে সাথে সাথে তা পরিষ্কার করা কর্তব্য।

٤٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ

৪২৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, খুতবা দানের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে একখানা ছড়ি থাকতো।

٤٢٤. عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَعَدَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ لَهُ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا -

৪২৪. হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ বাকউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী) নামক স্থানে ছিলেন। তাঁর হাতে একখানা ছড়ি ছিলো। তিনি বসে পড়লেন এবং ঝুঁকে পড়ে তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুহাদ্দিসগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম সত্যিই কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত সংরক্ষক ও ধারক ছিলেন। কোন বিষয় বা কথা যত ক্ষুদ্রই হোক তারা তা বাদ না দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আরও নবী ﷺ -এর প্রতিটি গতিবিধি লিখে হুবহু সংরক্ষণ করেছেন। আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ঘটনা থেকেই অনুমান করুন। তিনি বাকীউল গারকাদে বসে ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়েছিলেন–যা সাধারণত মাটিতে উপবেশনকারী মাত্রই করে থাকেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর জন্য জীবন কুরবানকারী এবং তাঁর সুন্নতের অনুসারী ও সংরক্ষণকারী সাহাবীগণ এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর কোন কাজ অলিখিত নেই। এটা তাঁর মুজিযা। দুনিয়াতে আর কারো জীবন কথা ও ইতিহাস এভাবে সংরক্ষিত হয়নি। 'জান্নাতুল বাকী' মদীনা শরীফের কবরস্থানের নাম।

## ذِكْرُ كُرْسِيِّهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর কুরসীর বর্ণনা

٤٢٥. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ اِنْتَهَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ ثُمَّ نَزَلَ ثُمَّ اُتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

৪২৫. হুমায়দ ইব্ন হিলাল (র) আবূ রিফাআ আল-আদবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি তখন খুত্বা দান করছিলেন। পরে তিনি নিচে নামলেন। তখন তাঁর জন্য একটি আসন (কুরসী) আনা হলো। আমার ধারণা, তার পাগুলো লৌহ নির্মিত ছিলো।

٤٢٦. عَنْ اَبِىْ رِفَاعَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلٰى كُرْسِىٍّ خِيْلَ اِلَىَّ اَنَّ قَوَائِمَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

৪২৬. আবূ রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। সে সময় তিনি একটি কুরসীতে বসে খুত্বা দান করছিলেন। আমার ধারণা, ঐ কুরসীর পাগুলো ছিলো লৌহ নির্মিত।

٤٢٧. عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدِ الْعَدَوِىِّ اَنَّ اَبَا رِفَاعَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى كُرْسِىٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

৪২৭. ইসহাক ইব্ন সুওয়ায়দ আদাবী (র) আবূ রিফাআা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে একটি আসনে (কুরসী) উপবিষ্ট দেখলাম। আমার ধারণা, ঐ আসনের পাগুলো ছিল লৌহ নির্মিত।

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চেয়ারে (কুরসীতে) বসেছেন। তবে সাধারণত তিনি চেয়ার ব্যবহার করতেন না। শুধু খুত্বা দানের প্রয়োজনে তিনি চেয়ার ব্যবহার করেছেন। তাই প্রয়োজনে মিম্বারের পরিবর্তে চেয়ার ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সাধারণত বসার জন্য চেয়ার ব্যবহারের নিয়ম সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

## ذِكْرُ قُبَّتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর তাঁবুর বর্ণনা

٤٢٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فِى نَحْوٍ مِنْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً -

৪২৮. আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি একটি চর্ম নির্মিত তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর সাথে প্রায় চল্লিশজন লোক ছিলো।

٤٢٩. حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ يَعْلٰى بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا هُوَ فِى قُبَّةٍ فَاَدْخَلْتُ رَأْسِىَ الْقُبَّةَ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ وَهُوَ يَغِطُّ -

৪২৯. সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (র) তার পিতা ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁবুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেখলাম নবী ﷺ-এর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে এবং তাঁর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, ওহী নাযিলের সময় নবী ﷺ-এর ওপর একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতো। তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হতো। কোন কোন হাদীসে আছে ওহী নাযিলের সময় তাঁর পবিত্র শরীরে কষ্ট ও অস্বস্তির মত অবস্থা সৃষ্টি হতো এবং তাঁর পবিত্র চেহারার রঙ বদলে যেতো।

٤٣٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَسْنَدَ ظَهْرَهُ اِلَى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ-

৪৩০. আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দান করলেন। সেই সময় তিনি চামড়ার তৈরি তাঁবুর সাথে পিঠ মুবারক লাগিয়ে বসেছিলেন।

٤٣١. عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ-

৪৩১. আউন ইব্ন আবূ জুহায়ফা তাঁর পিতা আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুর মধ্যে দেখেছি।

٤٣٢. عَنْ عَوْنٍ مِثْلَهُ-

৪৩২ আউন ইব্ন আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٣٣. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ-

৪৩৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ পশমী তাঁবু খাটাতে আদেশ দিলে নামিরা পাহাড়ের ওপর তা খাটিয়ে দেয়া হলো।

## ذِكْرُ خَيْلِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর ঘোড়ার বর্ণনা

٤٣٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ-

৪৩৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে নারীদের পরেই ঘোড়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কিছুই ছিলো না।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ -এর কাছে দু'টি জিনিস অধিক প্রিয় ছিলো। তাঁর প্রিয় পবিত্র স্ত্রীগণ এবং ঘোড়া। মানুষ যেহেতু জাহেলী যুগে মেয়েদেরকে লজ্জা ও অপমানের কারণ বলে মনে করতো। তারা কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত কবর দিতো এবং সমাজে মেয়েরা ছিল অতীব অবহেলিত ও ঘৃণিত। ইসলাম ঐ সব অন্যায় ও জুলুমমূলক ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেছে। স্বামীর কাছে স্ত্রীর, পিতামাতার কাছে তাদের কন্যার এবং ভাইয়ের কাছে তার বোনের অধিকারসমূহ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত রয়েছে—বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। একটি হাদীসে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

سَاَلَهُ رَجُل مَا حَقُّ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ، وتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ -

"এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার কী ? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খেতে দিবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরতে দিবে। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ কথা বলে সম্বোধন করবে না এবং নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কোন গৃহে তাকে একা পরিত্যাগ করবে না।

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ "لاَ تَضْرِبُ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَ اَمَتِكَ" তোমার স্ত্রীকে দাসী-বাঁদীর মত মারপিট করো না।

নবী ﷺ -এর কাছে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে সাহস যোগাতেন, ওদের মন জয় করতেন এবং মর্যাদা দিতেন। তিনি তাঁদের প্রতি ঘৃণা বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না, বরং তাদেরকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ اِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ —"গোটা দুনিয়াই জীবন যাপনের একটি উপকরণ। এর সর্বোত্তম জীবনোপকরণ হচ্ছে সৎ স্ত্রী।" অনুরূপ তিনি ঘোড়া অধিক পছন্দ করতেন। ঘোড়া যুদ্ধের সর্বোত্তম উপকরণ এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমের সর্বোত্তম মাধ্যম। তাছাড়া জিহাদের ময়দানে ঘোড়াই সবচাইতে বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত। একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ ঘোড়ার কপালের কেশরে কল্যাণ নিহিত।

٤٣٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الْخَيْلِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلاَشْقَرُ الاَرْثَمُ الاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ فِى شِقِّ الاَيْمَنِ -

৪৩৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ঘোড়ার পেছনের অংশ এবং লেজ লাল-হলুদে মিশ্রিত রঙের এবং কপালের ডান পাশ সাদা এটি নবী ﷺ-এর কাছে সব চাইতে প্রিয় ছিলো।

٤٣٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الْخَيْلِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الاَشْقَرُ الاَغَرُّ الاَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ فِى الشِّقِّ الاَيْمَنِ۔

৪৩৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লেজ ও পশ্চাত ভাগ লাল-হলুদ মিশ্রিত রঙের এবং কপাল ও ডান দিকের পা সাদা এরূপ ঘোড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

٤٣٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ۔

৪৩৭ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি ঘোড়া ছিলো। তার নাম ছিল মুরতাজিয (সুকণ্ঠি)।

٤٣٨. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِثْلِهِ۔

৪৩৮. হযরত আলী (রা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٤٣٩. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اِسْمُ فَرَسِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُرْتَجِزُ وَاِسْمُ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ الدُّلْدُلُ۔

৪৩৯. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ঘোড়ার নাম ছিলো মুরতাজিয এবং তাঁর সাদা খচ্চরটির নাম ছিলো 'দুলদুল'।

٤٤٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مِائَةَ نَاضِحٍ وَكَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ يَرْكَبُ اَحَدَهُمَا الْمِقْدَادُ ابْنُ الاَسْوَدِ وَيَرْتَدِفُ الاٰخَرَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَسَهْلُ ابْنُ حُنَيْفٍ ، وَكَانَ اَصْحَابُهُ يَعْتَقِبُوْنَ فِى الطَّرِيْقِ النَّوَاضِحَ۔ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَرْثَدُ بْنُ اَبِىْ مَرْثَدٍ حَلِيْفُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَعْتَقِبُوْنَ نَاضِحًا۔

৪৪০. (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একশ' উট ও দু'টি ঘোড়া ছিলো। দু'টি ঘোড়ার একটিতে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) এবং অন্যটিতে মুসআব ইব্‌ন উমায়র ও সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) সওয়ার

হতেন। নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ রাস্তায় পালাক্রমে উটগুলির পিঠে আরোহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মারছাদ নিজে এবং আলী (রা) ও হযরত হামযা (রা)-এর মিত্র মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ (রা) পালাক্রমে একই উটের পিঠে আরোহণ করতেন।

## ذِكْرُ سَرْجِهِ ﷺ
## নবী ﷺ-এর ঘোড়ার জিনের বর্ণনা

٤٤١. عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَقَالَ يَابِلَالُ أَسْرِجْ لِيْ فَرَسِيْ ، فَأَخْرَجَ سَرْجًا رَقِيْقًا مِنْ لِبْدٍ لَيْسَ فِيْهَا أَشَرٌ وَلَا بَطَرٌ -

৪৪১. আবূ আবদুর রহমান আলী-ফাহরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড এক গরমের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে বেলাল! আমার ঘোড়ার জিন প্রস্তুত করে দাও। বেলাল (রা) পশমবিহীন একটি পাতলা জিন বের করে আনলেন। তা গর্ব বা অহংকার করার মত ছিলো না।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ-এর ঘোড়ার জিন হতো অত্যন্ত মামুলি ধরনের। তাতে কোন কৃত্রিমতা বা সাজ-সজ্জা থাকতো না। তিনি সব কিছুতেই সরলতা পছন্দ করতেন। তাঁর মধ্যে কখনো বাদশাহী ঠাঁট দেখা যেতো না।

## ذِكْرُ بَغْلَتِهِ ﷺ
## নবী ﷺ-এর খচ্চরের বর্ণনা

٤٤٢. عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُ إِلاَّ أَنَا وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نَفَاثَةَ -

৪৪২. কাসীর ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব সূত্রে তাঁর পিতা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হুনায়েন যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তাঁর কাছে আমি এবং আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন

হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলো না। আমরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। সেই সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে সওয়ার ছিলেন। ফারওয়া ইব্‌ন নাফাসা তাঁকে এ খচ্চরটি উপহার দিয়েছিলেন।

٤٤٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ قَالَ وَنَزَلَ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ۔

৪৪৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের ডাকলেন। হে আনসারগণ! তারা জবাব দিলেন লাব্বায়ক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা উপস্থিত, আমরা আপনার সাথে আছি। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, সে সময় তিনি সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। পরে মুশরিকরা পরাজিত হলো।

٤٤٤. عَنِ الْاَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ قَالَ لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ اَهْلَ النَّهْرَوَانِ رَكِبَ بَغْلَةَ النَّبِيِّ ﷺ الشَّهْبَاءَ۔

৪৪৪. আসবাগ ইব্‌ন নাবাতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যখন নাহ্‌রেওয়ানের অধিবাসীদের হত্যা করেন, তখন তিনি নবী ﷺ-এর শাহবা নামক খচ্চরটির ওপর সওয়ার ছিলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ -এর একটি খচ্চরের নাম ছিল 'শাহবা'।

٤٤٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَى النَّجَاشِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةً وَكَانَ يَرْكَبُهَا ، وَبَعَثَ اِلَيْهِ بِقَدْحٍ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيْهِ۔

৪৪৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হাবশার বাদশাহ্) নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য একটি খচ্চর উপহার পাঠিয়েছিলেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং একটি পেয়ালা পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি পানি পান করতেন।

## ذِكْرُ حِمَارِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর গাধার বর্ণনা

٤٤٦. عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ

৪৪৬. হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পেছনে তাঁর 'আফীর' নামক গাধার পিঠে সওয়ার হয়েছিলাম।

٤٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ الْيَعْفُوْرُ -

৪৪৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়া'ফুর নামক একটি গাধার পিঠে চড়ে বের হয়েছিলেন।

**ফায়দা ঃ** এ সব হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর একটি গাধার নাম ছিলো ইয়া'ফুর। এটি ফারওয়া ইব্‌ন আমর আল-জুযামী তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

٤٤٨. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اِسْمُ حِمَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عُفَيْرًا -

৪৪৮. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গাধার নাম ছিলো 'আফীর'।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ-এর আরেকটি গাধার নাম ছিলো আফীর। 'আসাহ্‌হুস্‌ সিয়ার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবী ﷺ-এর তিনটি গাধা ছিলো। একটির নাম ছিলো আফীর। (মিসরের বাদশাহ) মুকাউকিস এটি উপহার পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টির নাম ছিলো ইয়াফূর। এটি ফারওয়া আল-জুযামী উপহার পাঠিয়েছিলেন। তৃতীয়টি উপহার দিয়েছিলেন হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)।

٤٤٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِخَيْبَرَ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيْهِ اُكَافُ لِيْفٍ وَخِطَامُ لِيْفٍ -

৪৪৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খায়বারে একটি গাধার ওপর সওয়ার দেখেছি। ঐ গাধার পিঠের ওপর খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরি পালান ছিলো। এবং তার লাগামও ছিলো খেজুর ছালের তৈরি।

## ذِكْرُ نَاقَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর উট্‌নীর বর্ণনা

٤٥٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَبَقَ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ

مَالَكُمْ فَقَالُوْا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ اِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ ﷺ عَزَّ وَجَلَّ اَلاَّ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ۔

৪৫০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি উট ছিল আযবা নামীয়। কোনো উটই একে পেছনে ফেলে আগে যেতে পারতো না। একদিন এক বেদুঈন একটি জওয়ান উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসলো এবং সেটিকে পেছনে ফেলে আগে চলে গেলো। ব্যাপারটি মুসলিমদের মনে পীড়া দিলো। নবী ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বললেন, আপনার উট্নী আযবা পিছনে পড়ে রইলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র নিয়ম হলো, পৃথিবীর যে জিনিসকেই তিনি সমুন্নত করেন সেটিকে আবার অবনমিতও করেন।

**ফায়দা ঃ** নবী ﷺ -এর তিনটি উট ছিলো। একটি 'আযবা' দ্বিতীয়টি 'কাসওয়া' এবং তৃতীয়টি 'জাদ্আ'। কেউ কেউ এর অধিক সংখ্যার কথাও বর্ণনা করেছেন।

٤٥١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ۔

৪৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর 'কাস্ওয়া' নাম্নী উট্নীতে সওয়ার হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

**ফায়দা ঃ** নবী ﷺ -এর আরেকটি উট্নীর নাম ছিলো 'কাস্ওয়া'। এটির পিঠে সওয়ার হয়েই তিনি হিজরত করেছিলেন এবং এ উট্নী সম্পর্কেই তিনি বলেছিলেন যে, সেটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। আল্লাহ্ যেখানে আমার অবস্থান মঞ্জুর করবেন এটি আপনা থেকেই সেখানে বসে পড়বে। মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি এই উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

٤٥٢. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى جَمَلٍ اَحْمَرَ۔

৪৫২. হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি লাল উটের পিঠে নবী ﷺ-এর পেছনে সওয়ার হয়েছিলাম।

٤٥٣. عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حِمَارٍ اَخْبَرَنِى الْهَرْمَاسُ ابْنُ زِيَادِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ اَبْصَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنًى۔

৪৫৩. ইকরিমা ইব্ন হিমার (র) হারমাস ইব্ন যিয়াদ বাহেলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর 'আযবা' নাম্নী উট্নীর পিঠে সওয়ার হয়ে খুতবা দিতে দেখেছি।

٤٥٤. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَدْرٍ وَخَلَّفَ عُثْمَانَ عَلٰى اِبْنَتِهٖ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً وَخَلَّفَ اُسَامَةَ فَبَيْنَاهُمْ اِذْ سَمِعُوْا ضَجَّةَ التَّكْبِيْرِ فَجَاءَ زَيْدُ بْنِ حَارِثَةَ عَلٰى نَاقَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَدْعَاءَ وَهُوَ يَقُوْلُ قُتِلَ فُلَانٌ وَاُسِرَ فُلَانٌ فَجَاءَ فَاَخْبَرَ عُثْمَانَ -

৪৫৪. উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখা-শোনার জন্য উসমান (রা)-কে রেখে গেলেন এবং উসামা ইব্ন যায়িদকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেলন। এক সময় তাঁরা তাকবীর বলা শুনলেন এবং দেখলেন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) নবী ﷺ-এর জাদআ নাম্নী উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে এসে সুসংবাদ দিলেন যে, অমুক (মুশরিক) নিহত হয়েছে, অমুক বন্দী হয়েছে ইত্যাদি। অতপর তিনি উসমান (রা)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁকেও সুসংবাদ শোনালেন।

## ذِكْرُ شِعَارِهٖ فِىْ حُرُوْبِهٖ ﷺ

## যুদ্ধে নবী ﷺ-এর ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের বর্ণনা

٤٥٥. عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ كَانَ شِعَارُ النَّبِىِّ ﷺ اَمِتْ اَمِتْ -

৪৫৫. ইয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) আমাকে বলেন যে, যুদ্ধের সময় নবী ﷺ -এর পরিচিতি জ্ঞাপক সাংকেতিক শব্দ ছিলো 'আমিত' 'আমিত'।

**ফায়দা ঃ** যুদ্ধের সময় সৈনিকরা সাধারণত গোপনে কথাবার্তার জন্য কোড ওয়ার্ড ও বিশেষ বাক্য ঠিক করে নেয় এবং তার সাহায্যেই নিজেদের কথাবার্তা সম্পন্ন করে যাতে শত্রুরা তা বুঝতে না পারে। নবী ﷺ -ও অনুরূপ যুদ্ধের সময় বিভিন্ন নির্দিষ্ট বাক্য ঠিক করে নিয়েছিলেন। ঐগুলো যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হতো। উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আমিত, 'আমিত' শব্দটিও ছিল তাঁর সাংকেতিক পরিচয় বা কোড ওয়ার্ড। এর মর্মার্থ হচ্ছে, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং ভীরুতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন করো না।

٤٥٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ شِعَارُ النَّبِىِّ ﷺ يَا مَنْصُوْرُ اَمِتْ -

৪৫৬. যায়দ ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধে নবী ﷺ -এর সাংকেতিক পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ ছিলো 'ইয়া মানসুরু আমিত'।

٤٥٧. عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ قَوْمًا يَقُوْلُوْنَ فِىْ شِعَارِهِمْ يَاحَرَامُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَاحَلَالُ ـ

৪৫৭. আবু ইসহাক (র) মুযায়না অথবা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধের সময় নবী ﷺ শুনতে পেলেন, কিছু লোক তাদের পরিচয় জ্ঞাপক সাংকেতিক শব্দ হিসেবে 'ইয়া হারামু' ব্যবহার করছে। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, 'ইয়া হালালু'।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরিচয় জ্ঞাপক সাংকেতিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে হলেও সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এ কারণে 'ইয়া হারামু' শব্দের পরিবর্তে তিনি 'ইয়া হালালু' সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করলেন।

٤٥٨. عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِىْ عَشَرَةٍ فِيْهِمْ طَلْحَةُ فَقَالَ شِعَارُكُمْ يَا عَشَرَةَ ـ

৪৫৮. আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট্ট সেনাদলকে যাদের মধ্যে তালহা (রা)ও ছিলেন—অভিযানে পাঠানোর সময় বললেন ঃ তোমাদের পরিচয় জ্ঞাপক সাংকেতিক নাম হবে 'ইয়া আশরাহ'।

٤٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ شِعَارُ النَّبِىِّ ﷺ يَاكُلَّ خَيْرٍ ـ

৪৫৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় নবী ﷺ -এর পরিচয় জ্ঞাপক সাংকেতিক শব্দ হতো 'ইয়া কুল্লা খায়র'।

٤٦٠. عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ صَفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ بَلَغَكُمُ الْعَدُوُّ فَاِنَّ شِعَارَكُمْ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ ـ

৪৬০. মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সাফরাহ (র) একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যিনি নিজে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, শত্রু যদি তোমাদের কাছে এসে পড়ে তাহলে তোমাদের পরিচয় জ্ঞাপক সাংকেতিক শব্দ হবে 'হামীম লা য়ুনসারূন।'

## ذِكْرُ فِرَاشِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর বিছানার বর্ণনা

٤٦١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ مِنْ اَدَمٍ مَحْشُوًّا لِيفًا -

৪৬১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিলো চামড়ার তৈরি এবং তার মধ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিলো।

٤٦٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ -

৪৬২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরি। তার ভেতরে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিলো।

٤٦٣. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

৪৬৩. উরওয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ফায়দা ঃ এই দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন।

٤٦٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاَتْ فِرَاشَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنِيَّةً فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ اِلَيَّ بِفِرَاشٍ فِيْهِ صُوْفٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ فَقُلْتُ ! اِنَّ فُلَانَةَ الْاَنْصَارِيَّةَ دَخَلَتْ فَرَاَتْ فِرَاشَكَ فَبَعَثَتْ اِلَيَّ بِهٰذَا - فَقَالَ رُدِّيهِ قَالَتْ فَلَمْ اَرُدَّهُ وَاَعْجَبَنِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ بَيْتِي حَتّٰى ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ رُدِّيْهِ يَا عَائِشَةُ فَوَاللّٰهِ لَوْشِئْتُ لَاَجْرَى اللّٰهُ عَلَيَّ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ - قَالَتْ فَرَدَدْتُهَا -

৪৬৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক আনসারী মহিলা আমার কাছে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছেঁড়াফাটা কাপড়ের জড়ানো বিছানা দেখতে পেলো। সে ফিরে গেলো এবং পশমের তৈরি একটি তোষক পাঠিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, অমুক আনসারী মহিলা এসেছিলো। সে আপনার বিছানা দেখে এই বিছানা পাঠিয়ে দিয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এটা ফেরত

পাঠিয়ে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা ফেরত পাঠালাম না এবং তা আমার ঘরে রেখে দেয়াই ভাল মনে করলাম। এমনকি তিনি আমাকে তিনবার বললেন আয়েশা, তুমি এটা ফেরত পাঠিয়ে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি চাইলে আল্লাহ্ আমার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় তৈরি করে দেবেন। যা আমার সাথে সাথে চলবে। আয়েশা (রা) বললেন, এরপর আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর দরিদ্রতা ও কৃচ্ছ্রতা ছিলো ইচ্ছাকৃত।

٤٦٥. عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ اٰلِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَمَا يُوْضَعُ لِلاِنْسَانِ فِىْ قَبْرِهٖ كَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهٖ ـ

৪৬৫. আবূ কিলাবা (র) উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কবরে একজন মানুষের জন্য যতটুকু জায়গা রাখা হয় নবী ﷺ-এর বিছানা ততটুকু চওড়া ছিলো। এবং তাঁর মাথার কাছেই তাঁর সালাতের স্থান ছিলো।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর বিছানা ছিলো অত্যন্ত সাধারণ এবং প্রয়োজন মাফিক। কারণ এর মাধ্যমে তাঁর প্রাচুর্য প্রদর্শনী কিংবা আয়েশে গা-ভাসিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং নিতান্ত প্রয়োজনীয় আরামই উদ্দেশ্য ছিলো। তাছাড়া মাথার কাছেই ছিলো তাঁর রাতের সালাত পড়ার জায়গা। যাতে যখনই নিদ্রা ভঙ্গ হবে তখনই উঠে যেন তিনি সালাত পড়তে পারেন। এ জন্য উঠে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন যেন না পড়ে।

٤٦٦. عَنِ الرُّبَيْعِ بْنِ زِيَادِ الْحَارِثِىِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ وَفْدِ الْعِرَاقِ فَاَمَرَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا بِعَبَاءٍ عَبَاءٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَتْ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَاكَ الْبَابُ الْعِرَاقِ وَوُجُوْهُ النَّاسِ ، فَاَحْسِنْ كَرَامَتَهُمْ فَقَالَ مَااَزِيْدُهُمْ عَلَى الْعَبَاءِ ـ يَاحَفْصَةُ اَخْبِرْنِى بِاَلَيْنِ فِرَاشٍ فَرَشَتِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَطْيَبَ طَعَامٍ اَكَلَهُ عِنْدَكِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ لَنَا كَسَاءُ مِنْ هٰذِهِ الْمُلَبَّدَةِ اَصَبْنَاهُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنْتُ اَفْرِشُهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَنَامُ عَلَيْهِ وَاِنِّىْ رَبَّعْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّااَصْبَحَ قَالَ يَا حَفْصَةُ ، مَا كَانَ فِرَاشِىْ الْبَارِحَةَ ؟ قُلْتُ فِرَاشُكَ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلاَّ اَنِّى رَبَّعْتُهُ اللَّيْلَةَ ، قَالَ يَا حَفْصَةُ اَعِيْدِيَهِ لِمَرَّتِهِ الاُوْلٰى فَاِنَّهُ مَنَعَتْنِى وَطَاَتُهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَتْ وَكَانَ لَنَاصَاعَ مِنْ سُلْتٍ وَاِنِّى نَخَلْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَطَحَنْتُهُ

لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْ سَمَنٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَبَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاكُلُ اِذْ دَخَلَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اِنِّيْ اَرَى سَمْنَكُمْ قَلِيْلاً وَعِنْدَنَا قَعْبٌ مِّنْ سَمْنٍ فَاَرْسَلَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَاَكَلاَ فَقَالَ حَفْصَةُ فَهٰذَا اَلْيَنُ فِرَاشٍ فَرَشْتُهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا اَطْيَبُ طَعَامٍ اَكَلَهُ فَاَرْسَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَيْنَيْهِ بِالْبُكَاءِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُهُمْ عَلَى الْعَبَاءِ شَيْئًا، وَهٰذَا طَعَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا فِرَاشُهُ ـ

৪৬৬. রাবী ইব্‌ন যিয়াদ আল হারিসী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইরাকের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর দরবারে আসলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেকের সম্মানার্থে একটি করে আবা (ঢিলা জামা বিশেষ) উপহার দিতে আদেশ করলেন। (তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন) হযরত হাফ্‌সা (রা) তাঁকে বলে পাঠালেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইরাকের জ্ঞানীগুণী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আপনার কাছে এসেছেন। আপনি তাদেরকে ভালভাবে সম্মান করুন। উমর (রা) বললেন, হাফসা আমি তাদেরকে একটি করে আবা-এর অধিক আর কিছু দিতে পারিনি। তুমি আমাকে বলো তোমার ঘরে নবী ﷺ-এর জীবনে সবচাইতে নরম ও আরামদায়ক বিছানা কি ছিলো এবং সবচাইতে উত্তম খাদ্যই বা তিনি কি খেয়েছিলেন ? হাফসা (রা) বললেন, আমাদের কাছে শুধু পশমী মাদুর ছিলো। খায়বার যুদ্ধের গনীমতের অংশ হিসেবে আমরা তা লাভ করেছিলাম। আমি সেই পশমী মাদুরটি বিছানা বানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি প্রতি রাতে সেটাই নবী ﷺ-এর জন্য বিছিয়ে দিতাম এবং তিনি সেটার ওপরেই আরাম করতেন (যাতে তা অধিক আরামদায়ক হয় সেজন্য)। এক রাতে আমি সেটাকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। সকালে উঠে তিনি আমাকে বললেন, হাফসা গত রাতে তুমি আমাকে কী বিছানা দিয়েছিলে ? আমি বললাম. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতিদিন আপনাকে যে বিছানা পেতে দেই আজকেও সেটিই দিয়েছিলাম। তবে চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে হাফসা! তা পূর্বের মতই থাকতে দাও। কারণ, এর কোমলতা আজকে আমার (ইবাদতে) প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলো। হাফসা (রা) বলেন, খাদ্য হিসেবে আমাদের কাছে এক সা' যব ছিলো। একদিন তা চালুনিতে চেলে নবী ﷺ-এর জন্য যাঁতায় পিষে আনলাম। আমাদের কাছে এক কৌটা ঘি ছিলো। সেই ঘির কিছুটা আটায় মিশালাম এবং রুটি প্রস্তুত করলাম। নবী ﷺ তা খেতে শুরু করেছেন। এমন সময় আবূ দারদা (রা) এসে হাযির হলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপনাদের কাছে ঘি খুব কমই আছে। আমার কাছে একটা ঘি ভর্তি বড় কৌটা রয়েছে। এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে গেলেন এবং উক্ত ঘি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ঐ আটার মধ্যে এই ঘিও

মিশিয়ে নিলেন এবং দু'জনে একসাথে খানা খেলেন। হাফসা (রা) বলেন, আমার জীবনে আমি নবী ﷺ-এর জন্য এটাই সবচাইতে কোমল বিছানা পেতেছিলাম। আর এটা ছিলো তাঁর খাওয়ার সবচাইতে উত্তম খাদ্য। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) কাঁদতে থাকলেন এবং তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ এই খাদ্য খেয়েছেন এবং এই ছিলো তাঁর বিছানা, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাদের প্রত্যেককে একটি আবা-এর বেশি আর কিছুই দেবো না।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে অনুমান করুন যে, হযরত হাফ্সা (রা) ঘি মিশ্রিত আটার রুটিকে যা একটি সাধারণ খাদ্য—নবী ﷺ -এর খাওয়ার সব চাইতে উত্তম খাদ্য বলে আখ্যায়িত করছেন। প্রকাশ থাকে যে, কোন বাধ্যবাধকতা বা দারিদ্রের কারণে তিনি এ ধরনের খাদ্য পছন্দ করেননি বরং তাঁর উম্মত যাতে তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আখিরাতের নিয়ামতসমূহকে দুনিয়ার নিয়ামতের ওপরে অগ্রাধিকার দিতে শিখে সে জন্য তা পছন্দ করেছিলেন। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন যে, তিনি চাইলে নবুওয়াতের সাথে বাদশাহী কিংবা বন্দেগী যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি নবুওয়াতের সাথে বন্দেগী গ্রহণ করেছেন।

(২) একদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে পাহাড়ের অধিকর্তা ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি চাইলে মক্কার পাহাড়গুলোকে সোনা ও রূপায় পরিণত করে দেয়া হবে এবং সেগুলো তাঁর সাথে চলতে থাকবে। কিন্তু তিনি ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের এই প্রদর্শনী অপছন্দ করলেন এবং বললেন, আমি একদিন ক্ষুধার্ত থেকে সবর করা এবং একদিন পেটপুরে পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা পছন্দ করি।

(৩) একবার নিদ্রাবস্থায় তাঁর কাছে এক ফিরিশ্তা তাঁর পবিত্র হাতে গোটা পৃথিবীর সম্পদ ও ধন ভাণ্ডারের চাবি তুলে দেন। অনুরূপ একটি হাদীসে ইতোপূর্বে একথাও জেনেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেছেন, আমি চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে সোনা-রূপার পাহাড় পরিচালিত করে দিতেন।

এ সব হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় সহজ-সরল জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা সত্য যে, পার্থিব সমস্ত নিয়ামত অস্থায়ী ও নশ্বর এবং আখিরাতের নিয়ামতসমূহ স্থায়ী। তাছাড়া দুনিয়ার অঢেল নিয়ামত আখিরাত থেকে গাফেল হওয়ার ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, সত্যিকার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সেই যে দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং দুনিয়ার এসব অস্থায়ী নিয়ামত অর্জনকে জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেন না।

# ذِكْرُ لِحَافِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর লেপের বর্ণনা

٤٦٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ لِحَافٍ ـ

৪৬৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং নবী একই লেপের মধ্যে ঘুমাতাম।

٤٦٨. عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَعَلَيْهِ طَرَفُ اللِّحَافِ وَعَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا طَرَفُهُ ثُمَّ يُصَلِّيْ

৪৬৮. আইযার ইব্‌ন হুরাইস (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন (শীতের রাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাহাজ্জুদ) সালাত পড়তেন লেপের এক প্রান্ত তাঁর গায়ের ওপর থাকতো এবং আরেক প্রান্ত আয়েশা (রা)-এর গায়ের ওপর থাকতো।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি মাত্র লেপ ছিলো। শীতের রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার সময় তিনি নিজে ঐ লেপের একটি অংশ দিয়ে শরীর ঢাকতেন এবং আরেকটি অংশ হযরত আয়েশা (রা) শরীরের উপর থাকতো। তিনি যে সরল-সহজ জীবন যাপন করতেন এবং যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন ততটুকুকেই যথেষ্ট মনে করতেন এ ঘটনা তারই প্রমাণ। জাতি যদি এই অনুপম আদর্শ অনুসরণ করতো তাহলে ধ্বংসাত্মক অপব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতো।

٤٦٩. عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فِيْ يَوْمٍ بَارِدٍ فَجِئْتُ وَمَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ فِيْ لِحَافٍ فَاَدْخَلَنِيْ فِيْ لِحَافِهِ ـ

৪৬৯. যুবায়র (ইব্‌নুল আওয়াম) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখলাম (শীতের কারণে) তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের সাথে লেপ গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকেও তাঁর লেপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিলেন।

**ফায়দা ঃ** হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এর ফুফাতো ভাই এবং এটা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তখনও হিজাব ও পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি। তাই হিজাবের আয়াত ঃ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ "তোমরা উম্মুল

মু'মিনীনদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও' নাযিল হওয়ার পর উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ আর সামনে আসেননি এবং মুহাররাম (নিকট-আত্মীয় হওয়ার কারণে যাদের সাথে বিবাহ চিরদিনের জন্য হারাম) ছাড়া অন্য কেউ তাঁদেরকে নিকাবহীন অবস্থায় দেখেনি।

٤٧٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ تَدُوْرُ بَيْنَ نِسَائِهِ -

৪৭০. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি হলুদ রঙের লেপ ছিলো। তাঁর স্ত্রীগণ পালাক্রমে সেটি ব্যবহার করতেন।

**ফায়দা :** এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ-এর কাছে শুধু একান্ত প্রয়োজন পূরণের মত কাপড় ছিলো।

٤٧١. عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوْغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ -

৪৭১. ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে দুইখানা জাফরানী রঙের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। কাপড় দুইখানার একখানা ছিলো চাদর এবং অন্যখানা পাগড়ি।

**ফায়দা :** এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটির বর্ণনা বাহ্যত অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, নবী ﷺ ঐ চাদরখানাই রাতের বেলা গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন।

٤٧٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَضَيَّفْتُ مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتِيْ وَهِيَ حِيْنَئِذٍ لَا تُصَلِّي فَجَاءَتْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ طَرَحَتْهُ وَفَرَشَتَهُ لِلنَّبِيِّ ثُمَّ جَاءَتْ بِنُمْرِقَةٍ فَطَرَحَتْهَا عِنْدَ رَأْسِ الْفِرَاشِ ثُمَّ جَاءَتْ بِكِسَاءٍ اَحْمَرَ فَطَرَحَتْهُ عِنْدَ رَأْسِ الْفِرَاشِ ثُمَّ اَضْطَجَعَتْ وَمَدَّتِ الْكِسَاءَ عَلَيْهَا وَبَسَطَتْ لِي بِسَاطًا اِلٰى جَنْبِهَا وَتَوَسَّدْتُ مَعَهَا عَلٰى وِسَادَتِهَا ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاَخِيْرَةَ فَانْتَهٰى اِلَى الْفِرَاشِ فَاَخَذَ خِرْقَةً عِنْدَ رَأْسِ الْفِرَاشِ وَاتَّزَرَ بِهَا وَخَلَعَ ثَوْبَيْهِ فَعَلَّقَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ مَعَهَا فِيْ لِحَافِهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى سِقَاءٍ مُعَلَّقٍ فَحَرَّكَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ

مِنْهُ فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ فَاَصُبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ كَرِهْتُ اَنْ يَّرَى اَنِّىْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظاً فَجَاءَ اِلَى الْفِرَاشِ فَاَخَذَ ثَوْبَيْهِ وَخَلَعَ الْخِرْقَةَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ وَتَوَضَّاْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَتَنَاوَلَنِى بِيَدِهٖ مِنْ وَّرَائِهٖ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَصَلَّى وَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً - ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْتُ اِلَى جَنْبِهٖ فَاَصْغَى بِخَدِّهٖ اِلَى خَدِّىْ حَتَّى سَمِعْتُ نَفَسَ النَّائِمِ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاَخَذَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَاَخَذَ بِلَالٌ فِى الْاِقَامَةِ -

৪৭২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর ঘরে মেহমান হলাম। সেই সময় তিনি (ঋতুমতী হওয়ার কারণে) সালাত পড়তেন না। রাতে তিনি একটি কম্বল এনে নবী ﷺ-এর বিছানা হিসেবে মাটিতে বিছিয়ে নিলেন। অতপর বালিশ এনে বিছানার মাথার দিকে রাখলেন এবং লাল রঙের একখানা পশমী চাদর এনে সেটিও বিছানার মাথার দিকে রাখলেন। তারপর নিজে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর পাশেই আমার জন্য একটা বিছানা পাতলেন। এরপর নবী ﷺ এশার সালাত শেষে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর বিছানার মাথার দিক থেকে একখানা কাপড় নিয়ে লুঙ্গির মত করে পরিধান করলেন, নিজের কামিজ ও ইযার খুলে খুঁটির মাথায় লটকিয়ে রাখলেন এবং মায়মূনা (রা)-এর লেপের মধ্যেই শুয়ে পড়লেন। তারপর শেষ রাতে উঠলেন এবং লটকিয়ে রাখা পানির মশ্‌ক নিয়ে ঝাঁকুনি দিলেন আর পানি দিয়ে ওযূ করতে শুরু করলেন। আমার মন চাচ্ছিল আমি উঠে গিয়ে পানি ঢেলে তাঁকে ওযূ করিয়ে দেই। কিন্তু আমি এতক্ষণ জেগে ছিলাম তা তিনি জেনে ফেলবেন সে কারণে আমার ওঠা পছন্দ হলো না। ওযূ শেষে তিনি বিছানায় ফিরে আসলেন, লুঙ্গি খুলে নিজের কাপড় পরিধান করলেন এবং জায়নামাযে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ পড়তে শুরু করলেন। তখন আমিও উঠে ওযূ করে তাঁর বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমাকে ধরে পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং সালাত পড়তে থাকলেন। আমিও তাঁর সাথে তের রাকআত সালাত পড়লাম। এরপর তিনি বসে পড়লে আমিও তাঁর পাশে বসে পড়লাম। (ঘুমের প্রভাবে) তিনি আমার মুখের দিকে মুখ করে এতটা ঝুঁকে

পড়লেন যে, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির শব্দের মত শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে হযরত বিলাল (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত প্রস্তুত। তখন তিনি উঠে মসজিদে গেলেন। মসজিদে প্রবেশ করেই তিনি দুই রাকআত (সুন্নত) পড়তে শুরু করলেন। হযরত বিলাল (রা) তখন ফজর সালাতের ইকামাত শুরু করলেন।

**ফায়দা ঃ** উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা) ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর খালা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর পিতা হযরত আব্বাসের ইংগিতে খালার ঘরে একটি রাত কাটানোর জন্য গেলেন। যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের আমলসমূহ দেখতে এবং তিনি রাতে কখন জেগে ওঠেন এবং কি পরিমাণ সালাত পড়েন তা জানতে পারেন। এ হাদীসে যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিছানার বর্ণনা আছে তাই গ্রন্থকার হাদীসটি এখানে বর্ণনা করেছেন।

٤٧٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ انْسَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِرْطِىْ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِرْطُنَا مِنْ خَزٍّ وَلاَ قَزٍّ وَلاَ كُرْسُفٍ وَلاَ كَتَانٍ قُلْنَا يَا سُبْحَانَ اللّٰهِ ! فَمِنْ اَيِّ شَىْءٍ كَانَ ؟ قَالَتْ كَانَ سَدَاهُ الشَّعْرُ وَكَانَتْ لَحْمَتُهُ مِنْ وَبَرِ الاِبِلِ-

৪৭৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাবানের পনের তারিখের রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতি সন্তর্পণে আমার চাদরের ভেতর থেকে উঠে গিয়েছিলেন। এর পরে আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের চাদর রেশম, তুলা বা কাতানের ছিলো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! তাহলে তা কিসের তৈরি ছিলো ? তিনি বললেন, তার সুতা বকরীর পশমের এবং বুনন ছিলো উটের পশমের।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিলো একেবারে সাদামাঠা। বক্‌রী ও উটের পশম বেশ শক্ত এবং মেষ ও দুম্বার পশম কিছুটা নরম হয়ে থাকে। নবী ﷺ-এর বাসগৃহে রেশম দূরের কথা মূল্যবান সুতী বস্ত্রও ব্যবহৃত হতো না।

## ذِكْرُ قَطِيفَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর মখমলের চাদরের বর্ণনা

٤٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دُفِنَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وُضِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّحْدِ قَطِيفَةٌ بَيْضَاءُ بَعْلَبَكِيَّةٌ -

৪৭৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে দাফনকালে তাঁর ও কবরের মাঝখানে বালাবাক্কা এলাকা তৈরি একটি সাদা মখমলের চাদর রাখা হয়।

٤٧٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَجَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَ قَطِيفَةٍ لاَ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ -

৪৭৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একটি পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ জিনের উপর হজ্জের সফর করেন যাতে বিছানো চাদরের মূল্য চার দিরহামও ছিলো না।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর জীবনযাত্রা ছিলো কত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি কখনও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন পছন্দ করতেন না। এমনকি তিনি যখন হজ্জের সফরে যাত্রা করলেন তখনও বাহনের জিন হিসাবে বিছানো ছিলো একটি পুরাতন জীর্ণশীর্ণ চাদর।

٤٧٦. عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّهَا قَالَتْ كُنْتُ مُضْطَجِعَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْخَمِيلَةِ -

৪৭৬. হযরত যায়নাব (রা) তাঁর মা উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে একই চাদরে ঘুমাতাম।

## ذِكْرُ وِسَادَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর বালিশের বর্ণনা

٤٧٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ -

৪৭৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তাঁর মাথার নিচে ছিলো খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ।

٤٧٨. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ مَشْرُبَةً لَهُ وَعَلَى البَابِ وَصِيْفٌ لَهُ فَقُلْتُ اِسْتَاْذِنْ لِيْ فَاسْتَاْذَنَ لِي فَاِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ اَثَّرَ فِي جَنْبِهٖ وَاِذَا تَحْتَ رَأْسِهٖ مِرْفَقَةٌ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ ـ

৪৭৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর গৃহের উপরিতলে তাশরিফ আনলেন। ঘরের দরজায় ছিলো তাঁর এক খাদেম। আমি বললাম, আমার জন্য (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি প্রার্থনা কর। সে আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। আমি প্রবেশ করে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এবং চাটাইয়ের দাগ তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে বসে গিয়েছিলো। আর তাঁর মাথার নিচে ছিলো খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি ক্ষুদ্র চামড়ার বালিশ।

ফায়দা ঃ সম্ভবত এ একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ যা হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ-এর বিবিগণ তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের অর্থ-সম্পদে সচ্ছলতা দান করেছেন তখন আমাদের খোরপোশের ব্যাপারে আরো প্রশস্ততা চাই। এ শুনে নবী ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে গৃহের উপর তলায় এক মাসের জন্য নির্জনতা গ্রহণ করলেন। সেই উপর তলায় হযরত উমর ফারুক (রা) নবী ﷺ-কে এমন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাঁর শরীর মুবারকের নিচে বিছানো চাটাইয়ের দাগ প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তাঁর মাথার নিচে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ ছিলো। এ হাদীস নবী ﷺ-এর পবিত্র জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনার একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে।

٤٧٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ ﷺ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ ـ

৪৭৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর হেলান দেওয়ার বস্তু বলতে ছিল খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি ক্ষুদ্র চামড়ার বালিশ।

ফায়দা ঃ এ সব হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর বালিশের কভার ছিল চামড়ার তৈরি যার মধ্যে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো।

## ذِكْرُ سَرِيْرِهٖ ﷺ
## নবী ﷺ-এর খাটের বর্ণনা

٤٨٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سَرِيْرٍ شَرِيْطٍ لَيْسَ بَيْنَ جَنْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الشَّرِيْطِ شَيْءٌ وَكَانَ اَرَقُّ النَّاسِ بَشَرَةً

فَانحَرَفَ اِنْحِرَافَةً وَقَدْ اَثَّرَ الشَّرِيْطُ بِبَطْنِ جِلْدِهٖ اَوْ بِجَنْبِهٖ فَبَكٰى عُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْكَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ مَا اَبْكِيْ اِلاَّ اَكُوْنَ اَعْلَمُ اَنَّكَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَيْصَرَ وَكِسْرٰى اِنَّهُمَا يَعِيْشَانِ فِيْمَا يَعِيْشَانِ فِيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَكَانِ الَّذِىْ اَرٰى فَقَالَ يَا عُمَرُ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الاٰخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قَالَ فَاِنَّهُ كَذَالِكَ ـ

৪৮০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)ও তাঁর নিকট হাযির ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন রশির তৈরি খাটের উপর শায়িত ছিলেন এবং খাটের বুননও তাঁর দেহের মধ্যখানে কিছু (বিছানো) ছিলো না। তাঁর দেহ মোবারক ছিলো অত্যন্ত কোমল। তিনি পার্শ্ববদল করলে তাঁর চামড়ায় বা পার্শ্বদেশে রশির বুননের দাগ পরিলক্ষিত হলো। এই অবস্থা দেখে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কেবল এ জন্য কাঁদছি যে, আমি জানি, আপনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট (রোম সম্রাট) কায়সার ও (পারস্য সম্রাট) কিস্‌রার তুলনায় অনেক বেশি সম্মানিত। এই দুইজন বাদশাহ এই পার্থিব জগতে পর্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল, অথচ আমি আপনাকে এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। নবী ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তুমি কি একথা শুনে সন্তুষ্ট হবে যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের জীবন এবং তাদের (দুনিয়াদারদের) জন্য রয়েছে পার্থিব জীবন! তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বলেন, ব্যাপারটি হলো এই।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীসমূহ থেকে অনুমান করা যায় যে, মহা নবী ﷺ -এর কৃচ্ছ্রসাধনা এবং পার্থিব মোহশূন্যতা কত পূর্ণাংগ ছিলো, যা দেখে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মত পার্থিব মোহশূন্য ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিও অবলীলায় কাঁদতে লাগলেন এবং নবী ﷺ তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, এই চলার পথে পথিক তার বোঝা যত হাল্‌কা রাখবে ততই উত্তম। পার্থিব জীবন ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের জন্য নয়, বরং আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য। পার্থিব জীবন স্বয়ং উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য লাভের প্রস্তুতির জন্য অবকাশ বিশেষ। তাই যারা পার্থিব জলুসে প্রতারিত হয়ে আখিরাতের স্থায়ী সুযোগ-সুবিধার কথা ভুলে আছে তাদের জন্য করুণা হয়।

হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, নবী-রাসূলগণের বিশেষত মহা নবী ﷺ -এর মানবিক গুণাবলি এত উচ্চ ও উন্নত ছিলো যে, কখনও উমর (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বও সতর্ক করার পরই তা অনুধাবন করতে পারেন। অথচ তাঁর সম্পর্কে মহা নবী ﷺ বলেছেন, 'اِنَّ اللّٰه

جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ' "আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে উমরের মুখে ও অন্তরে স্থাপন করেছেন।" ইমাম বুসীরী (র) কত সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

فَمَبْلَغُ فِيْهِ اَنَّهُ بَشَرٌ + وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ

"আমরা নবী ﷺ সম্পর্কে এতটুকুই জানতে পারি যে, তিনি মানুষ এবং আল্লাহ্র সমস্ত মাখ্লুক থেকে উত্তম।"

٤٨١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرٍ مِرْمَلٍ بِالشَّرِيْطِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৪৮১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি খেজুর পাতার দ্বারা তৈরি রশি দ্বারা বানানো একটি খাটের উপর আরাম করছিলেন। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

٤٨٢. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ كَانَ مَتَاعُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ فِيْ بَيْتٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَانَ رُبَّمَا اِجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشُ فَاَدْخَلَهُمْ فِى ذٰلِكَ البَيْتِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذٰلِكَ المَتَاعَ فَيَقُوْلُ هٰذَا مِيْرَاثُ مَنْ اَكْرَمَكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَاَعَزَّكُمُ اللّٰهُ بِهِ قَالَ وَكَانَ سَرِيْرًا مَرْمُوْلاً بِشَرِيْطٍ وَمِرْفَقَةٌ مِنْ اُدُمٍ مَحْشُوَّةٌ بِلِيْفٍ وَجَفْنَةٌ وَقَدَحٌ وَقَطِيفَةٌ صُوْفٍ كَاَنَّهَا جُرْمُقَانِيَةٌ قَالَ وَرَحٰى وَكِنَانَةٌ فِيْهَا اَسْهُمٌ وَكَانَ فِىْ القَطِيْفَةِ اَثَرُ وَسَخِ رَأْسِهٖ فَاُصِيْبَ رَجُلٌ فَطَلَبُوا اَنْ يَغْسِلُوا بَعْضَ ذٰلِكَ الوَسَخِ فَيُسْعَطُ بِهٖ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَسُعِطَ فَبَرأَ -

৪৮২. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাজির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছু পরিত্যক্ত মালপত্র উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট একটি ঘরে রক্ষিত ছিলো। তিনি প্রত্যহ তা দর্শন করতেন। রাবী বলেন, কুরাইশগণ কখনও তাঁর নিকট সমবেত হলে তিনি তাদেরকে সেই ঘরে প্রবেশ করাতেন এবং ঐ মালপত্র তাদের পরিদর্শন করাতেন এবং বলতেন, যে মহান ব্যক্তিত্বের বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন তাঁর সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো এই । রাবী বলেন, তাঁর বরকতময় জিনিসের মধ্যে ছিলো দড়ি দ্বারা বানানো একটি খাটিয়া, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার ক্ষুদ্র বালিশ, একটি বড় পেয়ালা, একটি ছোট পেয়ালা, সিরিয়ার জারমাকানীগণ কর্তৃক তৈরি

উলের একটি চাদর, একটি চাকতি এবং কয়েকটি তীর ভর্তি একটি তূনীর। তাঁর উলের চাদরে তাঁর মাথার ময়লা সদৃশ কিছু লেগে ছিলো। এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে লোকেরা পরামর্শ দিলো যে, উক্ত চাদরের দাগযুক্ত অংশ ধৌত করে ঐ পানির ফোঁটা রোগীর নাকে প্রবেশ করানো হোক। বিষয়টি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনিও তা সমর্থন করেছেন। অতএব পরামর্শ মোতাবেক কাজ করা হলে রোগী আরোগ্য লাভ করলো।

**ফায়দা ঃ** এই হাদীস থেকে দু'টি বিষয় অবগত হওয়া যায়। এক. নবী-রাসূলগণের এবং বুযুর্গ ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংরক্ষণ করা এবং তা দর্শন করা রহমত ও বরকত লাভের উপায়। দুই. প্রিয় নবী ﷺ-এর এসব জিনিস রোগ নিরাময়ের উপায়ও হতে পারে।

## ذِكْرُ حَصِيْرِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর মাদুরের বর্ণনা

٤٨٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نُضِحَ لَهُ طَرْفُ حَصِيْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ -

৪৮৩. হযরত আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ -এর জন্য একটি মাদুরের অংশবিশেষ পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হলে তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করেন।

٤٨٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيْرٍ -

৪৮৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাদুরের উপর সালাত আদায় করেছেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ মাদুর বা চাটাই-এর উপর সালাত পড়েছেন। যেমন আজকাল আমরা মাদুর, চাটাই, হোগলা, জায়নামায ইত্যাদির উপর সালাত আদায় করে থাকি।

٤٨٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ اُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّى عَلَيْهَا -

৪৮৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সুলায়ম (রা)-এর বাড়িতে যেতেন। তাঁর জন্য চাটাই বিছিয়ে দেওয়া হতো এবং তিনি তাতে সালাত পড়তেন।

**ফায়দা ঃ** হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এই তিনটি হাদীস একই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। আনাস (রা)-এর মা উম্মে সুলায়ম (রা)-এর আবেদনক্রমে নবী ﷺ তাঁর বাড়িতে যান। তাছাড়া তিনি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পানাহার করেছেন এবং বরকতের জন্য তাঁর ঘরে সালাত পড়েছেন। যে চাটাই বা মাদুরের উপর তিনি সালাত পড়েছেন তা পুরাতন হলে তাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিলো এবং উত্তাপে শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাতে পানি ছিটিয়ে তা নরম ও পরিষ্কার করা হয়।

٤٨٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا حَصِيْرٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَ نَحْتَجِرُهَا عَلَيْنَا بِاللَّيْلِ

৪৮৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট একটি চাটাই ছিলো। দিনের বেলা তা বসার জন্য বিছাতাম এবং রাতের বেলা তা দাঁড় করিয়ে নিজেদের জন্য কোঠার মত বানিয়ে নিতাম।

**ফায়দা ঃ** নরম গদি ও আরাম কেদারায় উপবেশন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুসরণকারী ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা দাবিদারগণের জন্য তাঁর এই অতি সাধারণ ও অকৃত্রিম জীবনযাত্রা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

٤٨٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِرُ حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى اِلَيْهِ نَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيهِ النَّاسُ -

৪৮৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা একটি চাটাই ভাঁজ করে তাতে সালাত পড়তেন। দিনের বেলা আমরা তা খুলে ফেলতাম এবং (আগন্তুক) লোকেরা তাতে বসতো।

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর একটি বড় মাদুর বা চাটাই ছিল। তা বিছিয়ে দিনের বেলা তিনি আরাম করতেন এবং আগত মেহমানগণ তাতে বসতেন এবং তিনি রাতের বেলা তাতে সালাত পড়তেন।

٤٨٨. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ -

৪৮৮. হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চাটাই এবং পশমযুক্ত পাকা চামড়ার উপর (বাড়িতে) সালাত পড়তেন।

٤٨٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَصِيْرٍ فَاَثَّرَ فِىْ جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَذِنْتَنَا فَنَبْسُطُ تَحْتَكَ اَلْيَنَ مِنْهُ فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ سَارَ فِىْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ـ

৪৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মাদুরের উপর ঘুমালেন। মাদুরের দাগ তাঁর দেহে বসে গেলো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদের অনুমতি দিবেন না যে, আমরা আপনার জন্য নরম বিছানা পেতে দেই ? তিনি বলেন, আমারও এই পৃথিবীর (বিলাস ব্যসনের) সাথে কি সম্পর্ক আছে ? আমার ও পৃথিবীর দৃষ্টান্ত তো একজন পথিকের মতো, যে গ্রীষ্মের মৌসুমে সফর করছে এবং দুপুরের সময় একটি ছায়াদার গাছের নিচে কিছুক্ষণ আরাম করছে তারপর সেই ছায়াদার বৃক্ষ ত্যাগ করে পুনরায় গন্তব্যের পানে এগিয়ে যাচ্ছে।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসে নবী ﷺ মানব জীবনের একটি অকৃত্রিম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে চিরকাল অবস্থান করার জন্য আসেনি। এতো একটি মুসাফিরখানা এবং সামান্যকাল অবস্থানের স্থান। আখিরাতের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন এবং চিরস্থায়ী জীবন। সফরকালে মানুষ সুখভোগ ও বিলাসিতাকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পরিণত করে না। শান্তিতে হোক বা কষ্টে হোক সফর তার নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবেই। কেউ চাইলে এই সফর রত অবস্থায় ভোগবিলাসের সামগ্রী স্তূপ করতে পারে এবং চাইলে ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ পাথেয় নিয়ে সহজে সফর শেষ করতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি খুব ভালো করেই জানে যে, মালপত্র যত কম হবে সফর তত সহজে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। এই সম্পর্কে মহা নবী ﷺ-এর জীবনযাত্রার বাস্তব উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর জীবনাদর্শের আলোকেই আমাদের জীবনকে গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। আর এটাই শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ।

## ذِكْرُ قَوْلِهِ عِنْدَ نَوْمِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর ঘুমের সময়কার আমল

٤٩٠. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ نَفَثَ فِىْ كَفَّيْهِ وَعَوَّذَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَلٰى جَسَدِهِ يَقْرَاُ بِالْمُعَوِّذَاتِ ـ

৪৯০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতেন তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে দম ফেলতেন, তারপর দুই হাত গোটা দেহে মুছতেন এবং উক্ত সূরা দু'টি পড়তে থাকতেন।

**ফায়দা** ঃ শোয়ার পূর্বে উক্ত সূরা দুটি পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের আক্রমণ থেকে, রোগ-ব্যাধি ও নানারূপ ক্ষতিকর বস্তু থেকে নিরাপদ রাখেন। এর একটি পন্থা এই যে, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করে দুই হাতে ফুঁ দিবে, অতপর তা দ্বারা গোটা শরীর মাসেহ করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ আমল করতেন। এই হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, কুরআন পাকের দ্বারা নিরাময় লাভের চেষ্টা করা সুন্নত। স্বয়ং কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ' "আমি নাযিল করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)।

٤٩١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِىَ عَلِيًّا فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا عَلِىُّ عِنْدَ مَنَامِكَ قَالَ اَقُوْلُ كَمَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْبَدِيْعُ الدَّائِمُ الْقَائِمُ غَيْرَ الْغَافِلِ خَلَقْتَ كُلَّ شَىْءٍ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَعَلِمْتَ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيْمٍ اِغْفِرْ لِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَنِى هَاشِمٍ تَعَلَّمُوا دُعَاءَ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ ـ

৪৯১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! শোয়ার সময় তুমি কী পড়ো ? আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা পড়েন আমিও তাই পড়ি। তিনি পুনরায় বলেন, সেই দু'আটি কী ? আলী (রা) বলেন, আমি বলি ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি স্রষ্টা, তুমি চিরস্থায়ী, তুমি অমনোযোগী নও, তুমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছো। তোমার কোন শরীক নেই, কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীতই তুমি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত; আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ব্যতীত গুনাহ্ মাফকারী আর কেউ নেই।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে হাশিম গোত্রের লোকেরা! তোমরা আলী ইব্ন আবূ তালিবের দু'আ শিখে নাও।

٤٩٢. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اَحْيَى وَبِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاِذَا اَصْبَحَ اَوْ قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

৪৯২. হযরত বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! তোমার নাম নিয়েই জীবন লাভ করি এবং মৃত্যুবরণ করি।" ভোরে ঘুম থেকে জেগে অথবা বিছানা ত্যাগকালে তিনি বলতেন ঃ " সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেছেন এবং তাঁর নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

**ফায়দা ঃ** এই হাদীসগুলোতে উল্লেখিত দু'আ নিয়মিত পাঠ করলে তা প্রভূত কল্যাণ ও প্রাচুর্য লাভের কারণ হবে। বান্দা ঘুমানোর সময় তার মনিব ও মাওলার নাম স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাকে এক নতুন জীবন দান করেছেন, এটাই হলো ইবাদত। নিদ্রা মৃত্যুর প্রতীক, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই নিদ্রাকে মৃত্যুর ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। দু'আ শব্দগুলোর মধ্যে এই দিকে ইংগিত রয়েছে ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নাম স্মরণ করেই জীবিত হচ্ছি অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠছি এবং তোমার নাম স্মরণ করেই মরছি অর্থাৎ ঘুমাচ্ছি। আমার শয়ন, জাগরণ, জীবন, মৃত্যু সবই তোমার জন্য নিবেদিত। তাই ঘুম থেকে উঠে যে দু'আ পাঠ করা হয় তার বক্তব্য হলো ঃ সেই মহান সত্তার জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ' "বল ঃ আমার সালাত, আমার ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য" (সূরা আনআম ঃ ১৬২)।

٤٩٣. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ عِنْدَ مَنَامِهِ تَحْتَ خَدِّهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

৪৯৩. হযরত বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমানোর সময় তাঁর হাত তাঁর গালের নিচে রেখে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! যে দিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান করবে সে দিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো"।

٤٩٤. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيٰى وَاَمُوْتُ فَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

৪৯৪. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিছানাগত হতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামে জীবন লাভ করি এবং মৃত্যুবরণ করি।" তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন ঃ "সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেছেন এবং তাঁর নিকটেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

٤٩٥. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

৪৯৫. হযরত আরাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমানোর উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় তাশরীফ আনতেন তখন তাঁর হাত তাঁর গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন ঃ 'হে প্রভু! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান করবে সেদিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।"

٤٩٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اضْطَجَعَ لِيَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

৪৯৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমানোর উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় যেতেন তখন তাঁর ডান হাত ডান গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের একত্র করবে সেদিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।"

٤٩٧. عَنْ اَبِىْ زُهَيْرٍ الْاَنْمَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذَنْبِى وَاَخْسَاْ شَيْطَانِى وَفُكَّ رِهَانِى وَثَقِّلْ مِيْزَانِى وَاجْعَلْنِى فِى النَّدِىِّ الْاَعْلٰى ـ

৪৯৭. আবূ যুহায়র আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানাগত হয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও, আমার শয়তানকে অপমানিত করো, আমার বন্ধক (গুনাহ্) ছাড়িয়ে দাও, আমার আমলের পাল্লা ভারি করে দাও (সৎকাজ দ্বারা) এবং আমাকে উচ্চতর জগতের সম্মানিতদের দলভুক্ত করো।

٤٩٨. عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِن شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاثَمَ اَللّٰهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ـ

৪৯৮. হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিছানাগত হওয়াকালে এই দু'আ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার সম্মানিত সত্তার এবং তোমার পূর্ণাঙ্গ বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রতিটি জিনিসের ক্ষতি থেকে যা তোমার আয়ত্তাধীন রয়েছে। হে আল্লাহ্! ঋণের দায় থেকে উদ্ধারকারী তুমিই, গুনাহ্ থেকে রক্ষাকারীও তুমি। হে আল্লাহ্! তোমার সৈন্যবাহিনীকে কখনও পরাস্ত করা সম্ভব নয়, তোমার প্রতিশ্রুতির কখনও বিপরীত হতে পারে না এবং কোন ধনবান ব্যক্তিকে তার ধন-সম্পদ তোমার শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে না। তুমি অতি পবিত্র এবং তোমার যাবতীয় প্রশংসা সহকারে তুমি বিরাজমান।"

٤٩٩. عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَضْطَجِعُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ اَنْ تَدْعُوَ عَلَىَّ رَحِمٌ قَطَعْتُهَا وَاَسْئَلُكَ غِنَى النَّفْسِ وَالْمَوَالِى ثُمَّ يَقُوْلُ وَضَعْتُ جَنْبِى لِلّٰهِ وَاسْتَغْفَرْتُ اللّٰهَ لِذَنْبِىْ رَبِّ اِنْ قَبَضْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَاِنْ كَفَفْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاسْتُرْهَا سُبْحَانَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى الْقُبُوْرِ قَضَاءُهُ سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى جَهَنَّمَ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِىْ الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُبْحَانَكَ لاَ مَلْجَاَمِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

৪৯৯. খারিজা ইব্ন যায়িদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, ঘুমানোর উদ্দেশ্যে শোয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'আ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি তার অভিশাপ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট আমার ও আমার আত্মীয়-স্বজনের ঐশ্বর্যের জন্য আবেদন করছি। অতপর তিনি বলতেন ঃ আমি আমার পার্শ্বদেশ আল্লাহ্র জন্য রেখে দিলাম এবং আল্লাহ্র নিকট আমার গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চাই। হে প্রভু! তুমি যদি আমার প্রাণ হরণ করো তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও, তার প্রতি অনুগ্রহ করো। আর যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিও এবং তার (অপরাধ) গোপন রাখিও। মহাপবিত্র সেই সত্তা যাঁর আরশ আকাশে অবস্থিত। পবিত্র সেই মহান সত্তা যাঁর সিদ্ধান্ত কবরসমূহেও বাস্তবায়িত হয়। পবিত্র সেই মহান সত্তা যাঁর রাজত্ব জাহান্নামেও পরিব্যাপ্ত। পবিত্র সেই মহান সত্তা যাঁর রহমত জান্নাতে পরিব্যাপ্ত। তুমিই পবিত্র, তুমি ছাড়া তোমার থেকে বেঁচে থাকার কোন আশ্রয়স্থল নাই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।

## ذِكْرُ اِكْتِحَالِهٖ عِنْدَ نَوْمِهٖ ﷺ

## ঘুমানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চোখে সুরমা লাগানোর বর্ণনা

٥٠٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِثْمِدُ يَكْتَحِلُ بِهٖ عِنْدَ مَنَامِهٖ فِىْ كُلِّ عَيْنٍ ثَلٰثًا ـ

৫০০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট 'ইসমিদ' নামক সুরমা ছিলো। তিনি ঘুমানোর পূর্বে তা প্রত্যেক চোখে তিনবার করে লাগাতেন।

**ফায়দা ঃ** ঘুমানোর পূর্বে চোখে সুরমা লাগানো উত্তম এবং সুন্নত। অতএব সুরমা লাগানোর সময় পুণ্য লাভের নিয়ত করা উচিত। তাতে পুণ্যও অর্জিত হবে এবং দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারীও হবে। বিশেষত 'ইসমিদ' নামক সুরমার বহুবিধ উপকারিতার কথা জানা যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সুরমার মধ্যে ইসমিদ সুরমা সর্বোত্তম, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ করে এবং চোখের পাতা উপ্ত করে। সুরমা ব্যবহারের নিয়ম হাদীস থেকে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেজোড় সংখ্যায় সুরমা লাগাতেন, প্রত্যেক চোখে তিনবার অথবা এক চোখে তিনবার এবং অপর চোখে দুইবার। এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্নরূপ বর্ণনা এসেছে।

٥٠١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلٰثًا فِىْ كُلِّ عَيْنٍ ـ

৫০১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি সুরমাদানি ছিলো। তিনি ঘুমানোর পূর্বে তা থেকে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

٥٠٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ فِىْ كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا ـ

৫০২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি সুরমাদানি ছিলো। তিনি ঘুমানোর সময় তা থেকে তিনবার করে প্রত্যেক চোখে সুরমা লাগাতেন।

٥٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اكْتَحَلَ جَعَلَ فِىْ كُلِّ عَيْنٍ اِثْنَتَيْنِ وَ وَاحِدَةً بَيْنَهُمَا ـ

৫০৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক চোখে দুইবার করে সুরমা লাগাতেন, তারপর পরবর্তী কাঠি উভয় চোখে একবার লাগাতেন।

٥٠٤ . عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُحَلُ فِى هٰذَا الْعَيْنِ ثَلاَثًا وَفِىْ هٰذَا الْعَيْنِ ثَلاَثًا -

৫০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কালো সুরমা ছিলো। তিনি ঘুমানোর জন্য বিছানায় গিয়ে এই চোখে তিনবার এবং ঐ চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন।

٥٠٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ فِى عَيْنِهِ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَفِىْ الْيُسْرٰى ثَلاَثًا بِالْاِثْمِدِ -

৫০৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার 'ইস্মিদ' নামক সুরমা লাগাতেন।

## ذِكْرُ مِرْاٰتِهِ وَمُشْطِهِ وَتَدْهِيْنِهِ رَاسِهِ ﷺ

## রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আয়না দেখা, চুলে চিরুনি করা এবং মাথায় তৈল মাখার বর্ণনা

٥٠٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَظَرَ فِى الْمِرْاٰةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِى -

৫০৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়নায় (চেহারা মুবারক) দর্শনকালে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার দৈহিক গঠন যেমন সুন্দর করেছো তেমনি আমার চরিত্রকে সুন্দর করো।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ আয়না ব্যবহার করতেন।

٥٠٧. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ طَهُوْرَهُ وَسِوَاكَهُ مُشْطَهُ فَاِذَا اَهَبَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ اللَّيْلِ وَسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَامْتَشَطَ -

৫০৭. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়ে তাঁর ওযূর পানি, মিস্ওয়াক ও চিরুনি এক পাশে রেখে দিতেন। তারপর মহান আল্লাহ্ যখন তাঁকে রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগাতেন তখন তিনি মিস্ওয়াক করতেন, ওযু করতেন এবং মাথায় চিরুনি করতেন।

**ফায়দা ঃ** চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রাখা সুন্নত। এর দ্বারা মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য অটুট থাকে। অপরিচ্ছন্নতা ও বৈরাগ্যতা ইসলামে পছন্দনীয় নয়। ইসলামে উত্তম চরিত্র যেমন বাঞ্ছিত গুণ হিসাবে স্বীকৃত, তেমনি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধও কাম্য। সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারা ও চরিত্র দু'টি জিনিসই পূর্ণাংগ মানবতার প্রতিচ্ছবি। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ اِيْمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لَيُعْجِبُنِى اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبِى غَسِيْلاً وَرَأْسِى دَهِيْنًا وَشِرَاكُ نَعْلِى جَدِيْدًا وَذَكَرَ اَشْيَاءَ حَتّٰى ذَكَرَ عِلاَقَةَ سَوْطِهِ اَفَمِنَ الكِبْرِ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ ذٰلِكَ الجَمَالُ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجِمَالَ وَلٰكِنَّ الكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الحَقَّ وَاَزْدَرِىَ النَّاسِ-

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে এটা তো খুবই পছন্দনীয় যে, আমার কাপড় বা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক, আমার মাথার চুল তেল দ্বারা পরিপাটি থাক, আমার জুতার ফিতা নতুন হোক.... সে আরও কতগুলো বিষয়ের উল্লেখ করলো। অবশেষে তার চাবুকের সম্পর্কেও উল্লেখ করলো। এবং বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলোও কি অহংকার ও গর্বের অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বলেন, এতো সৌন্দর্যের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্যময়, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। কিন্তু যে মানুষ সত্যকে ভুলে যায় এবং লোকজনকে তুচ্ছজ্ঞান করে তার এই আচরণই হলো অহংকার। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে আলুথালু বেশে দেখে বলেন, তার কাছে কি মাথার চুলগুলো ঠিকঠাক করে রাখার মতও কিছু নেই ? তিনি এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড়-চোপড় দেখে বলেন, তার নিকট কি পোশাক পরিষ্কার করার মতও কিছু নেই ? (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৭)।

٥٠٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضِعَ لَهُ سَوَاكُهُ وَطَهُوْرَهُ وَمُشْطُهُ فَاِذَا اَهَبَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَامْتَشَطَ قَالَ وَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ-

৫০৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গেলে তাঁর জন্য তাঁর মিস্‌ওয়াক, ওযূর পানি ও চিরুনি এক পাশে রেখে দেওয়া হতো। তারপর মহান আল্লাহ্ যখন রাতের বেলা তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন তখন তিনি মিস্‌ওয়াক করতেন, ওযূ করতেন এবং চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাতির দাঁতের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে দেখেছি।

٥٠٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُزَوِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَغْزَاةٍ لَهُ أُزَوِّدُهُ دُهْنًا وَمُشْطًا وَمِرْآةً وَمِقَصَّيْنِ وَمَكْحَلَةً وَسِوَاكًا ـ

৫০৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন যুদ্ধে যেতেন আমি তাঁর সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতাম। আমি তাঁর সাথে যেসব জিনিস দিতাম তার অন্তর্ভুক্ত থাকত তেল, চিরুনি, আয়না, কাঁচি, সুরমাদানি ও মিস্ওয়াক।

**ফায়দা ঃ** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উল্লেখিত জিনিসগুলো সাথে নিয়ে সফরে যেতেন। কারণ এগুলো মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং এর দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যায়।

٥١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَظَرَ فِى الْمِرْآةِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَسَّنَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ وَزَانَ مِنِّىْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِىْ ـ

৫১০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়না দেখার সময় বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমার দেহসৌষ্ঠব ও উত্তম চরিত্র দান করেছেন এবং আমাকে সেই সৌন্দর্য দান করেছেন যা ত্রুটিপূর্ণ দেহের লোকদের দান করা হয়নি।"

٥١١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَظَرَ فِى الْمِرْآةِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ فَعَدَلَهُ وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِىْ وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৫১১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আয়নার উপর দৃষ্টিপাত করতেন তখন বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমায় পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন, আমার মুখমণ্ডলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এবং আমাদের মুসলিম বানিয়েছেন।"

٥١٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْظُرُ فِى الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

৫১২. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইহ্রাম অবস্থায় আয়নায় (চেহারা মুবারক) দর্শন করতেন।

٥١٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ ـ

৫১৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মাখতেন।

٥١٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكْثِرُ تَسْرِيْمَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَتَقَنَّعُ كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبَ زَيَّاتٍ -

৫১৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাথার চুল ও দাড়ি পানি দ্বারা বারবার পরিপাটি করতেন। অতপর তিনি মাথার (তেল শোষণের জন্য) এক টুক্‌রা কাপড় জড়াতেন। তা একেবারে তেল চিটচিটে হয়ে যেত।

٥١٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَكَانَ اِذَا مَشَطَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَاَدْهَنَ يُرِيْنَ -

৫১৫. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার সামনের এবং দাড়ির সামনের দিকের কয়েকটি চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি মাথার সামনের দিকের চুলে চিরুনি করলে এবং তেল লাগালে উক্ত চুল আর দৃষ্টিগোচর হতো না।

٥١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ -

৫১৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় তেল ব্যবহার ও চিরুনি করার পর মদীনায় রওয়ানা হয়ে যান।

٥١٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِدَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ -

৫১৭. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে ঘ্রাণহীন তেল মাখতে দেখেছি।

٥١٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَيَدَّهِنُ بِالْكَاذِى -

৫১৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা মাথা ধৌত করতেন এবং তাতে ঘ্রাণ যুক্ত তেল মাখতেন।

**ফায়দা ঃ** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করতেন এবং কখনও ঘ্রাণহীন তেল মাখতেন। হাদীসের রাবীগণ যখন তাঁকে যে ধরনের তেল মাখতে দেখেছেন, সেই ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। অতএব, উভয়বিধ বর্ণনাই যথার্থ, এবং উভয় প্রকার তেল ব্যবহারই জায়েয।

## ذِكْرُ فِعْلِهِ فِىْ لَيْلَتِهِ وَفِىْ فِرَاشِهِ وَعِنْدَ انْتِبَاهِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَعِنْدَ قِيَامِهِ ﷺ

## রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে, ঘুমের সময়, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এবং বিছানা ত্যাগের সময় যে আমল করতেন

٥١٩. عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ سَفَرِهِ فَقُلْتُ لَاَرْقُمَنَّ اللَّيْلَةَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى الْعِشَاءَ وَهِىَ الَّتِى تُدْعَى الْعَتَمَةَ اضْطَجَعَ فَنَامَ هَوِيًا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِىْ السَّمَاءِ فَقَالَ : رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِن اَنْصَارٍ ـ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى لِلاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ قَالَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَهْوَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قِرَابِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ اصْطَبَّ مِنْ اِدَاوَتِهِ مَاءً فِى قَدْحٍ لَهُ فَسْتَنَّ ثُمَّ صَبَّ فِى يَدِهِ مَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ـ قَالَ الرَّجُلُ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْرَمَا نَامَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الْمَرَّةِ الاُوْلٰى ثُمَّ نَظَرَ فِى السَّمَاءِ وَتِلاَوَتُهُ مَا تَلاَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِسْتِنَانُهُ وَوُضُوْءُهُ وَصَلاَتُهُ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِىْ النَّوْمِ حَتّٰى قَضٰى صَلاَتَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ

৫১৯. নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে কিভাবে সালাত পড়েন, তা আজ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করবো। এরপর নবী ﷺ এশার সালাত পড়ে শুয়ে পড়লেন। রাতের কিছু অংশ নিদ্রা যাওয়ার পর তিনি ঘুম থেকে জাগলেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে (এই আয়াত) পড়লেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই দাও। হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে তুমি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করলে এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা

এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি 'তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো'। অতএব আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করো এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দিও। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। তুমি প্রতিশ্রুতির খিলাফ করো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৯২-১৯৪)। সাহাবী বলেন, অতপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুবারক তাঁর থলের দিকে বাড়ালেন এবং তা থেকে মিস্ওয়াক বের করলেন, অতপর মশ্ক থেকে ওযূর পাত্রে পানি ঢাললেন, অতপর হাতে পানি ঢাললেন, অতপর ওযূ করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং সালাত পড়লেন। সাহাবী বলেন, এমনকি আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন ঠিক ততক্ষণ নামায পড়লেন। অতপর সালাম ফিরালেন তারপর শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমি বলছিলাম, নবী ﷺ যতক্ষণ সালাত পড়েছেন ততক্ষণ ঘুমিয়েছেন। তিনি পুনরায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রথমবারের মত আমল করলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকালেন। এবারও তাঁর কুরআন তিলাওয়াত, মিস্ওয়াক এবং সালাত আদায় প্রথমবারের অনুরূপ ছিলো। ঘুমানোর ক্ষেত্রেও তিনি পূর্বের অনুরূপ করলেন, সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি জাগলেন এবং প্রথমবাবের অনুরূপ আমল করলেন। তিনি তিনবার এইরূপ আমল করছেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসে নবী ﷺ-এর রাতের আমল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় তিনি রাতের কিছু অংশে আরাম করতেন আবার কিছু অংশে আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। তিনি প্রতিটি কাজে ভারসাম্য রক্ষা করতেন। তিনি কখনও সমস্ত রাত ঘুমে কাটিয়ে দিতেন না এবং সারা রাত ইবাদতও করতেন না। কারণ তাতে দেহের কষ্ট হতো। তাছাড়া বান্দার উপর যেমন অন্য জিনিসের অধিকার রয়েছে, এমনি দেহেরও অধিকার রয়েছে। আর তা হলো, দেহকে অযথা কষ্ট দেওয়া যাবে না। নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اُخْبِرْتُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَعَمْ قَالَ فَصُمْ وَافْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ اَيَّامٍ الخ -

"আম্র ইবনুল আস (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি রাতভর দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত পড়ো এবং দিনভর (নফল) সাওম রাখো। রাবী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি সাওম রাখো এবং (কিছু দিন) সাওম থেকে

বিরত থাকো; সালাতও পড়ো এবং নিদ্রাও যাও। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের একটি অধিকার আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর একটা অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীদেরও একটা অধিকার আছে। তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি প্রতি মাসে তিনদিন সাওম রাখবে (ফাতুহর রাব্বানী, শরহে মুসনাদে আহ্মাদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০)।

অতএব সমস্ত রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, বরং রাতের একটি অংশ আল্লাহ্র যিকিরে অতিবাহিত করা উচিত।

٥٢٠. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لاَنْظُرَنَّ اِلَى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى السَّفَرِ قَالَ فَهَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَنَظَرَ اِلٰى اُفُقِ السَّمَاءِ فَقَالَ : رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ حَتّٰى بَلَغَ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ ثُمَّ اَهْوٰى بِيَدِهِ اِلَى الرَّحْلِ وَاَخَذَ السِّوَاكَ وَاسْتَنَّ بِهٖ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ اِضْطَجَعَ ثُمَّ نَامَ فَفَعَلَ كَفِعْلِهٖ ـ

৫২০. হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (র) থেকে বর্ণিত যে, একজন সাহাবী বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে থাকা অবস্থায় আমি তাঁর নামায পড়া পর্যবেক্ষণ করবো। তিনি বলেন, তিনি রাতের প্রথমভাগে ঘুমিয়ে গেলেন, অতপর ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তিনি মাথা উত্তোলন করে আকাশ পানে তাকালেন এবং আয়াত পড়লেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, অতএব আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কোন ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি অবশ্যই অপদস্থ করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' অতএব আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করো এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দান করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৯২-১৯৪)।

তারপর তিনি সফরের পাথেয়র দিকে হাত বাড়িয়ে মিস্ওয়াক নিলেন এবং দাঁত মাজলেন, আর ওযূ করলেন, এরপর দাঁড়ালেন এবং সালাত পড়লেন। তিনি পুনরায় দাঁড়ালেন এবং সালাত পড়লেন, তারপর শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। আবার তিনি পূর্বের ন্যায় আমল করলেন।

٥٢١. عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَاذَرٍّ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِاٰيَةٍ حَتّٰى اَصْبَحَ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

৫২১. জাসারা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার নবী ﷺ রাতের সালাতে কুরআনের একটি আয়াত পড়তে পড়তে ভোরে উপনীত হলেন। আয়তটি হলো ঃ "(হে আল্লাহ্!) আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা আপনারই বান্দা; আর যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও সর্বজ্ঞ" (সূরা মাইদা ঃ ১১৮)।

٥٢٢. عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ مَعَهٗ حَتّٰى جَعَلْتُ اَضْرِبُ بِرَأْسِى الْجُدُرَاتِ مِنْ طُوْلِ صَلٰوتِهٖ۔

৫২২. হযরত আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একরাতে নবী ﷺ-এর সাথে সালাত পড়েছি। তিনি সালাতে দাঁড়ালে আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাঁর দীর্ঘ সালাতের কারণে (ঘুম বা ক্লান্তির প্রাবল্যের কারণে) আমি আমার মাথা দেওয়ালের সাথে ঠুকতে লাগলাম।

**ফায়দা ঃ** হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর তাহাজ্জুদের সালাত খুব দীর্ঘ হতো।

٥٢٣. عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدِّثِيْنِي بِاَعْجَبَ مَا رَاَيْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَبَكَتْ ثُمَّ قَالَتْ كُلُّ اَمْرِهٖ كَانَ عَجَبًا اَتَانِى فِى لَيْلَتِى حَتّٰى اِذَا دَخَلَ مَعِىَ فِى لِحَافِى وَأَلزَقَ جِلْدَهٗ بِجِلْدِى قَالَ يَا عَائِشَةُ اَئْذَنِى لِى اَتَعَبَّدُ لِرَبِّى فَقُلْتُ اِنِّى لَاُحِبُّ قُرْبَكَ وَهَوَاكَ قَالَتْ فَقَامَ اِلَى قِرْبَةٍ فِى الْبَيْتِ فَمَا اَكْثَرَ صَبَّ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ قَالَتْ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى رَاَيْتُ اَنَّ دُمُوْعَهُ بَلَغَتْ حِجْرَهٗ ثُمَّ اتَّكَأَ عَلٰى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى رَاَيْتُ اَنَّ دُمُوْعَهُ قَدْ بَلَغَتِ الْاَرْضَ قَالَتْ فَجَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهٗ بِصَلٰوةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَاٰهُ يَبْكِى قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَبْكِى وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا وَقَالَ اَلَا اَبْكِى وَقَدْ اَنْزَلَ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ۔ الَّذِيْنَ

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - وَيلٌ لِّمَنْ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا -

৫২৩. আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমাইর (রা) একযোগে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। ইব্ন উমর (রা) তাঁকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সর্বাধিক বিস্ময়কর যে ঘটনা লক্ষ্য করেছেন তা আমাকে বলুন। রাবী বলেন, আয়েশা (রা)-এর কান্না পেল। অতপর বললেন, তাঁর প্রত্যেকটি কাজই ছিল বিস্ময়কর। এক রাতে, যখন আমার সাথে থাকার পালা ছিল, তিনি এলেন এবং আমার সাথে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি এত নিকটবর্তী হলেন যে, তাঁর দেহ আমার দেহের সাথে লেগে গেল। তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাকে অনুমতি দাও, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করি। আমি বললাম, আমি আপনার নৈকট্য ও অনুরাগ পছন্দ করি। অতপর তিনি উঠে ঘরে রক্ষিত একটি মশ্‌কের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ওযূ করলেন, অতপর দাঁড়িয়ে কুরআন পড়লেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর তিনি কাঁদলেন, এমনকি তাঁর চোখের পানি তাঁর ক্রোড় পর্যন্ত গড়িয়ে আসতে দেখলাম। তারপর তিনি তাঁর ডান পার্শ্বদেশে ভর দিয়ে কাত হলেন এবং নিজের ডান হাত ডান ঘাড়ের নিচে স্থাপন করে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি আমি তাঁর চোখের অশ্রু মাটিতে গড়িয়ে পড়তে দেখলাম। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফজরের সালাত পড়ার কথা বললেন। তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কাঁদছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, অমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ? তিনি আরও বললেন, অমি কাঁদব না ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আজ রাতে আমার উপর (নিম্নোক্ত আয়াত) নাযিল করেছেন ঃ "আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আল ইমরান ১৯০, ১৯১)

ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে এই আয়াত তিলাওয়াত করে অথচ তার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না।

٥٢٤. عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ اٰيَاتِ الْخَوَاتِيْمِ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ
اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْئَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ
مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِى فَاَخَذَ
بِاُذُنِى الْيُمْنٰى فَقَلَّبَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ
اضْطَجَعَ حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

৫২৪. কুরায়ব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, তিনি এক রাতে নবী ﷺ-এর স্ত্রী এবং তাঁর খালা হযরত মায়মূনা (রা)-এর কাছে অবস্থান করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়েছিলাম। মহা নবী ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি হয়ে শুয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের অর্ধেক বা তার কিছু বেশি বা কম অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ জাগ্রত হলেন। তিনি মুখমণ্ডলে হাত মলে ঘুমের রেশ দূর করলেন, তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লটকানো মশ্‌ক নামিয়ে তার পানি দিয়ে উত্তমরূপে ওযূ করলেন। তারপর সালাত পড়তে দাঁড়ালেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি ঘুম থেকে উঠে নবী ﷺ-এর অনুসরণ করলাম। তারপর তাঁর পাশে গিয়ে সালাতে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর স্থাপন করলেন এবং ডান কান ধরে আমাকে তাঁর অপরপাশে দাঁড় করালেন। তারপর দুই রাকআত সালাত পড়লেন, তারপর দুই রাকআত, তারপর দুই রাকআত, তারপর দুই রাকআত পড়লেন। তারপর বেতের পড়লেন, এরপর শুয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর নিকট মুয়াযযিন এলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাকআত (ফজরের সুন্নত) সালাত পড়লেন। তারপর (হুজ্‌রা থেকে) বের হয়ে (মসজিদে গিয়ে) ফজরের (ফরয) সালাত পড়লেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আট রাকআত তাহাজ্জুদের সালাত পড়েছেন, তারপর বেতেরের সালাত পড়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং মুয়াযযিন এসে তাঁকে অবহিত করলে উঠে ফজরের দু'রাকআত সুন্নত আদায় করেন। অতপর মসজিদে গিয়ে ফরয আদায় করেন। সাধারণত তিনি আট রাকআত তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন, তারপর তিন রাকআত বেতের পড়তেন। তিনি কখনো বেতেরসহ নয় রাকআত সালাত পড়তেন এবং কখনও বেতেরের পর দুই রাকআত নফল সালাত পড়তেন।

৫২৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِى اٰخِرَهُ ـ

৫২৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন।

**ফায়দা ঃ** বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ সাধারণত রাতের প্রথমাংশে বিশ্রাম করতেন এবং শেষ রাতে উঠে ইবাদতে মগ্ন হতেন। তবে তিনি কখনও কখনও রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন। কিছুক্ষণ ঘুমাতেন, আবার জেগে ইবাদতে রত হতেন, আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন।

٥٢٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ جَالِسًا وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِىٍّ شَهْوَةً وَاِنَّ شَهْوَتِى فِىْ قِيَامِ هٰذَا اللَّيْلِ۔

৫২৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসাছিলেন। তিনি বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীর জন্য কোন না কোন জিনিস আকর্ষণীয় করেছেন। আমার নিকট আকর্ষণীয় হলো রাতের বেলা দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা।

٥٢٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ لَهَا اَنَّ نَاسًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ فِى لَيْلَةٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَتْ اُوْلٰئِكَ قَرَءُوا وَلَمْ يَقْرَءُوا كُنْتُ اَقُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ وَكَانَ يَقْرَءُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فَلَا يَمُرُّ بِاٰيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ اِلَّا دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَهُ وَلَا يَمُرُّ بِاٰيَةٍ اِسْتِبْشَارٍ اِلَّا دَعَا اللّٰهُ وَرَغِبَ اِلَيْهِ۔

৫২৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, কিছু লোক এক রাতের মধ্যেই গোটা কুরআন মজীদ একবার অথবা দুইবার পাঠ করে থাকে। আয়েশা (রা) বলেন, তারা কুরআন পড়েছে আবার পড়েওনি। আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করতাম। তিনি সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা নিসা পাঠ করতেন। তিনি কোন ভীতিপ্রদর্শনমূলক আয়াতে পৌছে সেখানে থেমে মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ না করা পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না। অনুরূপভাবে কোন সুসংবাদ সম্বলিত আয়াতে পৌছে আল্লাহ্র নিকট দু'আ না করে সামনে অগ্রসর হতেন না।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত ধীরে-সুস্থে, এবং থেমে থেমে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। যেসব আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে বা শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, পাপাচারী ও কাফিরদের করুণ পরিণতির কথা বলা আছে, দোযখের শাস্তি ও আখিরাতের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব

আয়াত পাঠ শেষে আল্লাহ্র কাছে দোযখের শাস্তি ও আখিরাতের করুণ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করতেন। আবার যেসব আয়াতে আল্লাহ্র পরাক্রমশীলতা ও উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব আয়াত পাঠ শেষে তিনি বিনয়, নম্রতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতেন। আবার যেসব আয়াতে জান্নাতের নিয়ামতরাজির, জান্নাতবাসীদের সফলতা ও আল্লাহ্র রহমতের বর্ণনা রয়েছে, সেসব আয়াত পাঠ শেষে তিনি আল্লাহ্র রহমত কামনা করতেন। মোটকথা তিনি প্রতিটি আয়াতের বিষয়বস্তুর দাবি পূরণ করে সামনে অগ্রসর হতেন। সুবহানাল্লাহ্। কত উচ্চতর পর্যায়ের সালাত তিনি পড়তেন। আমাদের সকলের এভাবেই কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত এবং প্রাসঙ্গিক আয়াত তিলাওয়াত শেষে আল্লাহ্র নিকট প্রাসঙ্গিক মুনাজাত করা উচিত।

٥٢٨. عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ سَئَلَ عَائِشَةَ عَنْ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يُوْضَعُ لَهُ وَضُوْءُهُ وَسِوَاكُهُ ثُمَّ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ فَلَمَّا اَسَنَّ كَانَ يَرْكَعُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا مَرِضَ وَلَمْ يَقُمْ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ النَّهَارِ وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً دَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فِى لَيْلَةٍ وَلَم يَقُمْ حَتَّى الصَّبَاحَ وَلَم يَصُمْ شَهْرًا تَامًا غَيْرَ رَمَضَانَ -

৫২৮. সাদ ইব্ন হিশাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট নবী ﷺ -এর রাতের সালাত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তাঁর ওযূর পানি ও মিস্ওয়াক (তাঁর নিকটেই) রেখে দেওয়া হতো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন চাইতেন তাঁকে রাতের কোন অংশে জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে দাঁত মাজতেন এবং ওযূ করতেন। তারপর দাঁড়িয়ে নয় রাকআত, তারপর দুই রাকআত সালাত পড়তেন। তারপর বয়স ভারী হয়ে গেলে তিনি বসে নয় রাকআত ও দুই রাকআত সালাত পড়তেন। রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে যখন তিনি রাতের বেলা সালাত পড়তে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, তখন দিনের বেলা বার রাকআত সালাত পড়ে নিতেন। তিনি কোন আমল শুরু করলে অব্যাহত রাখতেন। তিনি কখনও এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন নি। তিনি কখনও সারা রাত সালাত পড়েন নি এবং রমযান মাস ব্যতীত সম্পূর্ণ মাস সাওম রাখেন নি।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন কারণে রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেলে (যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েন তাদের) দিনের বেলা তা পড়ে নেয়া উচিত। যাতে বিরতির কারণে বরকত থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, নবী ﷺ ভেবে-চিন্তে কোন কাজ বা আমল শুরু করতেন যাতে তা অব্যাহত রাখা যায়, এবং কখনও বর্জিত না হয়। কারণ যে কাজ নিয়মিত করা সম্ভব তা পরিমাণে অল্প

হলেও উত্তম। নবী ﷺ উক্তরূপ আমলের জন্য উৎসাহও দিয়েছেন এবং নির্দেশও প্রদান করেছেন। অতএব আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে নবী ﷺ বলেন ঃ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ "যে কাজ নিয়মিত করা হয় সেই কাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়, তা পরিমাণে কম হলেও।" (জামে সাগীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫)

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, দীর্ঘ রাত ধরে নফল ইবাদত করে এবং দিনের পর দিন নফল সাওম রেখে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক নয়। কারণ তাতে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং ফরয ইবাদত ও পার্থিব কর্তব্য পালনে ব্যাঘাত অথবা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতে পারে।

٥٢٩. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

৫২৯. হযরত আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট জানতে চাইলাম—রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে নফল সালাত পড়তে দাঁড়ালে প্রথমে কি পাঠ করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে তাকবীরে (আল্লাহু আকবার) তাহ্রীমা বলতেন, তারপর নিম্নোক্ত দু'আ দ্বারা সালাত শুরু করতেন—

"হে আল্লাহ্! জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে তুমি সেই বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করবে। যে সত্যকে নিয়ে তারা মতভেদ করছে আমাকে তুমি সেই সত্যের দিকে পথ দেখাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের সন্ধান দান কর।"

٥٣٠. عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَامَ فِيْ صَلٰوتِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ وَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ قَدْرَ مَا رَكَعَ وَكَانَ يَقُوْلُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَانَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُوْدِهِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ فَصَلّٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ۔

৫৩০. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, যখন তিনি তাঁর রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাতে দাঁড়ালেন, তিনি শুরু করে বললেন ঃ "আল্লাহু আকবার যুল মালাকূতি ওয়াল-জাবারূতি ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-আযমাহ্।" তারপর তিনি (সূরা ফাতিহাসহ) সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলেন, এরপর রুকূ করলেন। তিনি দাঁড়ানোর প্রায় সমপরিমাণ সময় রুকূতে থাকলেন। তিনি রুকূতে পড়তেন, "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।" তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে রুকূতে অবস্থানের সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন ঃ "আমার প্রভুর জন্য সমস্ত প্রশংসা।" অতঃপর তিনি সিজ্‌দা করতেন এবং সিজ্‌দায়ও তাঁর দাঁড়ানোর প্রায় সমপরিমাণ সময় অবস্থান করতেন। তিনি সিজ্‌দারত অবস্থায় বলতেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা"। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলতেন। তিনি দুই সিজ্‌দার মাঝখানে সিজ্‌দার প্রায় সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত করতেন এবং বলতেন ঃ "রাব্বিগফিরলী"। এভাবে তিনি চার রাকআত সালাত পড়লেন এবং তাতে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়িদা তিলাওয়াত করলেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা, ভীতি-বিহ্বলতা, ভারসাম্য ও প্রশান্তি সহকারে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন এবং কিরাআত, রুকূ ও সিজ্‌দাও দীর্ঘায়িত করতেন। রাতের নীরবতার মধ্যে তিনি রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করতেন। রাতের এই ইবাদতের দ্বারা যে নূর, বরকত ও স্বাদ অর্জন করা যায় তার কিছু খবর কেবল সেসব লোকই জানেন যাঁরা রাত্রিজাগরণের মাধ্যমে তা লাভ করতে পেরেছেন। শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র) এক কবিতায় এর কিছু বর্ণনা প্রদান করেছেন ঃ

زانگه که یَا فتم خبر از ملك نیم شب + من ملك نیمروز بیك جونمی خرم

আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন রাতের নির্জনতায় তাহাজ্জুদ সালাত, প্রার্থনা, যিকির আযকার ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্ভব। বলতে গেলে এগুলো তাহাজ্জুদের সালাত-এর পূর্বশর্ত। মহান আল্লাহ্ কোন লোককে কিছু দিতে চাইলে তাকে এই সালাত পড়ারও তৌফীক দান করেন।

আল্লামা ইকবাল (র) বলেন ঃ

عطار هو رومی هو رازی هو که غزالی + کچه هاته نهیں اتابے أه سَحرگاهی

"চাহে তুমি আত্তার হও, রূমী ও রাযী হও কিংবা গাযালী হও কিন্তু শেষ রাতের ক্রন্দন ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।"

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাহাজ্জুদের সালাতের তাওফীক দান করুন।

৫৩১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطَّلِعُ مِنْ مُصَلَّاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِى اللَّيْلَةِ اِلَى السَّمَاءِ يَقْتَرِئُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِاُوْلِى الاَلْبَابِ ...اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيْعَادِ -

৫৩১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ পড়াকালে) তাঁর জায়নামায থেকে আকাশ পানে তিনবার তাকাতেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন ঃ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানগণের জন্য রয়েছে নিদর্শন......নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকারের বরখেলাপ কর না" পর্যন্ত।

৫৩২. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَنِى الْعَبَّاسُ اَنْ اَبِيْتَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ العِشَاءَ الاٰخِرَةَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا حَتّٰى لَمْ يَبْقَ فِى الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاُتِيَتْ بِوِسَادَةٍ مِنْ مِسْرَحٍ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الاٰيَةَ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ....... اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَنَّ بِسِوَاكِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ مُصَلَّاهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا بِطَوِيْلَتَيْنِ وَلاَ قَصِيْرَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَاسْتَوٰى عَلٰى فِرَاشِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِى الْمَرَّتَيْنِ حَتّٰى صَلّٰى رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ بَصَرِى نُوْرًا اِلٰى قَوْلِهِ وَاَعْظِمْ لِى نُوْرًا -

৫৩২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আব্বাস (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাড়িতে একরাত অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। (আমি গেলাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাত পড়লেন, তারপর অনেকক্ষণ নফল সালাত-রত থাকলেন যে, মসজিদে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। তারপর তিনি গৃহে ফিরে এলেন। তারপর তাঁর জন্য উলের মোটা কাপড়ের একটি বালিশ আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর তিনি ঘুম থেকে জেগে বিছানার উপর বসলেন। তারপর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে তিনবার বললেন, "সুবহানাল মালিকিল কু'দূস"। এরপর (নিম্নোক্ত আয়াত) পড়লেন ঃ অর্থ "নিশ্চয় আসমান যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত দিনের আবর্তনে ........" শেষ পর্যন্ত। তারপর উঠে গিয়ে

পেশাব করলেন, অতঃপর ফিরে এসে তাঁর মিস্‌ওয়াক দ্বারা দাঁতন করলেন, তারপর ওযু করলেন, অতঃপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, যা অতি দীর্ঘও ছিল না এবং সংক্ষিপ্তও ছিল না। এরপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি পুনরায় ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপর বসলেন, অতঃপর পূর্বের দুই বারের অনুরূপ করলেন। তারপর তিনি কয়েক রাকআত সালাত পড়লেন, এরপর বেতেরের সালাত পড়লেন। সালাত শেষে আমি তাঁকে এই দু'আ পড়তে শুনলাম ....... اللهم اجعل

**ফায়দা ঃ** হাদীসে দু'আর সূচনা ও সমাপ্তি উল্লেখ আছে, পূর্ণ দু'আ উল্লেখ নাই। দু'আটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّي نُوْرًا فِي قَلْبِي وَنُوْرًا فِي قَبْرِي وَنُوْرًا مِن بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِي وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِي وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِي وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِي وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِي وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ وَنُوْرًا فِي بَصَرِيْ وَنُوْرًا فِي شَعْرِي وَنُوْرًا فِي بَشَرِي وَنُوْرًا فِي لَحْمِيْ وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ اَللّٰهُمَّ اَعظِمْ لِّي نُوْرًا وَاَعْطِنِي نُوْراً وَاجْعَلْ لِّي نُوْراً وَّ زِدْنِي نُوْراً وَّ زِدْنِي نُوْراً وَّ زِدْنِي نُوْرًا -

"ইয়া আল্লাহ্! আমার অন্তর নূরালোকিত কর, আমার কবর নূরালোকিত কর। আমার সামনে নূর দাও, আমার পেছনে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, আমার বাঁয়ে নূর দাও। আমার উপরে নূর দাও, আমার নিম্নে নূর দাও। আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দাও, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দাও, আমার পশমে পশমে নূর দাও, আমার চামড়ায় নূর দাও, আমার দেহের গোশ্‌তে নূর দাও, আমার রক্তে নূর দাও, আমার হাড়ে নূর দাও। হে আল্লাহ্! আমার নূরকে আরও বর্ধিত করে দাও, আমাকে নূর দান কর, আমার জন্য নূরের ব্যবস্থা কর, আমার নূর বৃদ্ধি কর, আমার নূর বৃদ্ধি কর, আমার নূর বৃদ্ধি কর।"

## نَعْتُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ

## নবী ﷺ-এর কিরাআতের বর্ণনা

٥٣٣. يَعْلَى ابْنِ مُمَلَّكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ صَلٰوتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلٰوتَهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّى قَدْرَ نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ تَنْعَتُ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

৫৩৩. ইয়ালা ইব্‌ন মুমাল্লাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে নবী ﷺ -এর কিরাআত ও সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, তাঁর সালাতের সাথে তোমাদের কি তুলনা হয় ? তিনি (রাতে নফল) সালাত পড়তেন আবার সালাত পড়ার সমপরিমাণ সময় ঘুমাতেন, আবার ঘুমানোর সমপরিমাণ সময় সালাত পড়তেন। আবার সালাত পড়ার সমপরিমাণ সময় ঘুমাতেন এবং এভাবে ভোরে উপনীত হতেন। তারপর উম্মে সালামা (রা) আমাকে নবী ﷺ কিভাবে কিরাআত পড়তেন তা পড়ে শোনালেন। অতএব তিনি তাঁর কিরাআত পাঠ এভাবে শোনালেন যে, প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হতো।

**ফায়দা ঃ** "তাঁর নামাযের সাথে তোমাদের কি তুলনা হয়", হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর এ কথার তাৎপর্য হলো, সেরূপ সালাত আদায় তোমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যে সজাগ অন্তর নিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে সালাত আদায় করতেন— তোমরা তা কল্পনাও করতে পারো না। সালাতের মধ্যে তিনি মধুময় আনন্দ লাভ করতেন, তার ফলে রাতের বেলা বারবার উঠতেন আর সালাত পড়তেন। ঘুম আসলে একটু ঘুমিয়ে নিতেন। আবার জাগ্রত হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ভোর পর্যন্ত ইবাদত ও বিশ্রাম গ্রহণের এই ধারা অব্যাহত থাকতো। একবারে কিছুক্ষণ সালাত পড়ে নেয়া যতটা সহজ কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নবী ﷺ-এর উক্ত নিয়মে সালাত পড়া ততো সহজ নয়।

٥٣٤. عَنْ مَكْحَوْلٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَتْ قِرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ الزُّمْزَمَةَ ـ

৫৩৪. মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী ﷺ -এর কুরআন পাঠের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাঁর কিরাআত পাঠ ছিলো কিছুটা গুণগুণ শব্দে।

অর্থাৎ নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে কিছুটা গুনগুন শব্দে কুরআন পাঠ করতেন এবং অন্যরা তা শুনে বুঝতে পারতো যে, তিনি কোন্ সূরা বা আয়াত পাঠ করছেন।

٥٣٥. عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْرَ مَايَسْمَعُهُ مَنْ فِيْ الْحُجْرَةِ وَمَنْ فِيْ الْبَيْتِ ـ

৫৩৫. ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতটা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, কোঠার মধ্যে এবং ঘরে অবস্থানকারীগণ তা শুনতে পেতো।

٥٣٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا ـ

· ৫৩৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা কখনও উচ্চৈঃস্বরে আবার কখনও নিম্নস্বরে কুরআন পাঠ করতেন।

٥٣٧. عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلَى عَرِيْشِىْ -

৫৩৭. উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার কোঠার ছাদের উপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরআন পাঠ শুনতে পেতাম।

٥٣٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ اَيَجْهَرُ اَمْ يُسِرُّ قَالَتْ كُلُّ ذَاكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اَسَرَّ -

৫৩৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাতের কিরাআত পাঠের ধরন কিরূপ ছিলো। তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না নিচু আওয়াজে। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি উভয়রূপেই কিরাআত পড়তেন, কখনোও সশব্দে আবার কখনোও নিঃশব্দে।

٥٣٩. عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ حُجْرَتِهِ قِرَاءَةً لَوْشَاءَ حَافِظٌ اَنْ يَّحْفَظَهَا لَفَعَلَ -

৫৩৯. কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের কিরাআত পাঠের ধরন সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোঠার মধ্যে এমনভাবে কুরআন পাঠ করতেন যে, কোন মুখস্থকারী তা শুনে মুখস্থ করতে চাইলে তা করতে পারতো।

٥٤٠. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاْةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ يَمُدُّ صَوْتَهِ مَدًّا -

৫৪০. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাআত পাঠ কিরূপ ছিলো ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শব্দ করে ও ধীরেসুস্থে কুরআন পাঠ করতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও দ্রুতগতিতে কুরআন পড়তেন না। তিনি প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর যথারীতি সুস্পষ্ট আওয়াযে আস্তে ধীরে পড়তেন। শ্রোতারা সহজেই তাঁর পাঠ অনুসরণ করতে পারতো।

## ذِكْرُ شِدَّةِ اِجْتِهَادِهِ وَعِبَادَتِهِ وَتَضَرُّعِهِ وَطُوْلِ قِيَامِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর মুজাহাদা (সাধনা), ইবাদত, বিনয় ও দীর্ঘ কিয়াম করার বর্ণনা

٥٤١. عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ نَاسًا يَقْرَأُ اَحَدُهُمُ الْقُرْاٰنَ فِىْ لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَتْ اُوْلٰئِكَ قَرَءُوا وَلَمْ يَقْرَءُوا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ اللَّيْلَةَ التَّامَّةَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا اِسْتِبْشَارٌ اِلاَّ دَعَا ـ

৫৪১. মুসলিম ইব্‌ন মুখারিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এমন কিছু লোক আছেন যারা এক রাতে দুই বা তিনবার পূর্ণ কুরআন খতম করেন। আয়েশা (রা) বলেন, তারা কুরআন তো খতম করে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কিছুই পড়ে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও গোটা রাত ধরে কুরআন পড়লে কেবল সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা পর্যন্তই পড়তে পারতেন এবং সুসংবাদ সম্বলিত আয়াত আসলে সেখানে থেমে দু'আ করতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, কুরআন মজীদ অত্যন্ত ধীরেসুস্থে, গভীর মনোযোগ সহকারে, অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ংগম করে পাঠ করা উচিত। তাতে প্রচুর কল্যাণ, বরকত ও সাওয়াব লাভ করা যাবে এবং তিলাওয়াতের স্বাদও পাওয়া যাবে।

٥٤٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ وَجَعٍ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَدَّ عَلَيْكَ الْوَجَعُ وَاِنَّا نَرَى اَثَرَ الْوَجْعِ عَلَيْكَ قَالَ اَمَّا مَا تَرَوْنَ فَقَدْ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ السَّبْعَ الطِّوَلَ ـ

৫৪২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুটা ব্যথার কষ্ট অনুভব করলেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কষ্ট বেড়ে গেছে, যার আলামত আমরা আপনাতে লক্ষ করছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যা লক্ষ করছো আমি সেই ব্যথাসহ গত রাতে সাতটি দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করেছি।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে নবী ﷺ -এর পর্যাপ্ত ইবাদতের কথা অনুভব করা যায়। ব্যথার কষ্ট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর রাতের নিয়মিত ইবাদত ত্যাগ করেননি। তিনি তাহাজ্জুদের সালাত পড়েছেন এবং দীর্ঘ সাতটি সূরাও তিলাওয়াত করেছেন। বাকারা থেকে আনফাল পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'সাবউত্ তিওয়াল' বলা হয়।

٥٤٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ دَمًا قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

৫৪৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফেটে যেতো এবং রক্ত নির্গত হতো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এরূপ কষ্ট করছেন অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সব ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যত অধিক নিয়ামত ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন তার ততো বেশি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যেমনটি আমরা নবী ﷺ-এর কার্যক্রমের মধ্যে লক্ষ করছি। এ হাদীস থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, ইবাদত শুধু নির্দেশ পালনার্থেই নয়। ইবাদত শুধু গুনাহ্ মাফের জন্যই নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যও ইবাদত করা প্রয়োজন।

٥٤٤. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَتّٰى انْتَفَخَتْ مِنْهُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا

৫৪৪. মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে গিয়েছিলো। তাঁকে বলা হলো, আপনি এত (দীর্ঘ ইবাদত) করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত ভুলত্রুটি মাফ করে দেওয়া হয়েছে ? তিনি ﷺ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

٥٤٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ تَعَبَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَارَ كَالشَّنِّ البَالِى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَايَحْمِلُكَ عَلٰى هٰذَا اَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

৫৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত অধিক ইবাদত করেছেন যে, তিনি একটি পুরাতন মশ্কের ন্যায় (দুর্বল) হয়ে যান। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে এরূপ করতে কিসে বাধ্য করল ? আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার পূর্বাপর সমস্ত ভুলত্রুটি মাফ করে দেননি ? তিনি ﷺ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

٥٤٦. عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ عُبَيْدُبْنُ عُمَيْرٍ حَدِّثْنَا بِاَعْجَبِ شَىْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتْ فَقَالَتْ قَامَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى فَقَالَ يَاعَائِشَةُ

ذَرِيْنِي اَتَعَبَّدُ لِرَبِّي قَالَتْ قُلْتُ وَاللّٰهِ اِنِّي لَاُحِبُّ قُرْبَكَ وَاُحِبُّ مَا يَسُرُّكَ قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتّٰى بَلَّ حِجْرَهُ ثُمَّ بَكٰى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتّٰى بَلَّ الْاَرْضَ وَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَلَمَّا رَاٰهُ يَبْكِيْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ اٰيَاتٍ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَاَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا : اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..... اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

৫৪৬. আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও উবাইদ ইব্ন উমাইর আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। উবাইদ ইব্ন উমাইর (রা) বললেন, আপনি আমাদের নিকট আপনার দেখা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করুন। একথায় তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, কোন এক রাতে নবী ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন ঃ হে আয়েশা! আমাকে কিছুক্ষণ আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে দাও। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং যে বিষয় আপনাকে আনন্দিত করবে তাও পছন্দ করি। অতএব তিনি ﷺ উঠে গিয়ে ওযূ করলেন। অতপর সালাতে রত হলেন। তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকলেন, এমনকি অশ্রুতে তাঁর কোল ভিজে গেলো। তিনি আরও কাঁদলেন এবং অশ্রুতে মাটি ভিজে গেলো। এরপর বিলাল (রা) তাঁকে (ফজরের) সালাত সম্পর্কে অবহিত করতে এলেন। বিলাল (রা) তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সমস্ত ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ﷺ বললেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যে ব্যক্তি সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে চিন্তাভাবনা করলো না তার জন্য দুঃখ হয়। (তা হলো) ঃ

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ............. لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী ﷺ আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ালে কতটা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়তেন, বিনয় ও নম্রতার ভাবধারা কতটা জাগরূক থাকতো। আল্লাহ্র ভয়ে তিনি এতটা কাঁদতেন যে, অশ্রুতে কোল ভিজে যেতো, এমনকি মাটি পর্যন্ত ভিজে যেতো।

٥٤٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجْتُ فَاِذَا بِهٖ سَاجِدٌ كَالثَّوْبِ الطَّرِيْحِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَجَدَلَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِي رَبِّ هٰذِهٖ يَدِي وَمَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ يَا عَظِيْمًا يُرْجٰى لِكُلِّ عَظِيْمٍ اِغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ ثُمَّ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ

اَلسَّلَامُ اَتَانِى فَاَمَرَنِى اَنْ اَقُوْلَ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِى سَمِعْتِ فَقُوْلِيْهِنَّ فِى سُجُوْدِكِ فَاِنَّ مَنْ قَالَهَا لَمْ يَرْفَعْ رَاْسَهٗ حَتّٰى يُغْفَرَ لَهٗ ـ

৫৪৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমার এখানে কাটানোর পালা ছিলো। অতএব আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হয়ে দেখলাম, তিনি ﷺ একটি কাপড়ের স্তূপের মতো সিজ্‌দায় লুটিয়ে আছেন। আমি তাঁকে বলতে শোনলাম ঃ "আমার দেহ ও খেয়াল আপনাকে সিজ্‌দা করেছে, আমার অন্তর আপনার উপর ঈমান এনেছে। প্রভু! এই আমার হাত এবং সে আমার জানের উপর যা কিছু অন্যায় করেছে তা আপনার সামনে উপস্থিত। হে মহীয়ান গরীয়ান সত্তা! যাঁর কাছে বিরাট কিছু আশা করা যায়, আমার বিরাট গুনাহ্ মাফ করে দিন। তারপর তিনি ﷺ বললেন, জিব্‌রীল (আ) আমার নিকট এসেছেন এবং আমাকে উক্ত কথাগুলো বলার নির্দেশ দিয়েছেন যা তুমি শোনলে। তুমিও তোমার সিজ্‌দার মধ্যে উক্ত কথাগুলো বলো। কারণ যে ব্যক্তি তা বলবে তার মাথা (সিজ্‌দা থেকে) উত্তোলনের পূর্বেই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

٥٤٨ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى وَلِصَدْرِهٖ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ ـ

৫৪৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে সালাত রত অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর বুক থেকে (কুরআন তিলাওয়াতের) এমন আওয়াজ বের হচ্ছিল যেমন চুলার আগুনে তপ্ত হাঁড়ি থেকে (বাষ্পের) আওয়াজ নির্গত হয়।

٥٤٩. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا فِيْنَا قَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَيَبْكِى حَتّٰى اَصْبَحَ ـ

৫৪৯. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বদরের যুদ্ধকালে) দেখলাম যে, আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত আর কেউ (উক্ত রাতে) সালাত পড়ছেন না। তিনি একটি গাছের তলায় সালাত পড়ছেন এবং কাঁদছেন—এভাবে ভোর হয়ে যায়।

٥٥٠. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اَصْبَحَ بِبَدْرٍ مِنَ الْغَدِ قَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا يُصَلِّى حَتّٰى اَصْبَحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ـ

৫৫০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর যুদ্ধের গোটা রাত (তাহাজ্জুদ) সালাতে কাটিয়ে দিলেন এবং এই অবস্থায় ভোর হয়ে যায়। অথচ সেই ভোরেই তাঁর সফর শুরু করার কথা।

٥٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُ لِصَدْرِهِ اَزِيْزًا كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ ـ

৫৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু শিখ্খীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর পেছনে সালাত পড়লাম এবং তাঁর বুক থেকে আগুনে তাপিত হাঁড়ির আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ বের হচ্ছিল।

٥٥٢. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَاِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْلِىْ فَقَالَ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَتَكَلَّفْتَ بِالْاِجَابَةِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَشْهَدُ اَنَّكَ فَرْدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَائَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ

৫৫২. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন : "আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে (তখন বলো) আমি তো নিকটই আছি। আবেদনকারী যখন আমার নিকট আবেদন করে আমি তার আবেদনে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার আবেদনে সাড়া দেয়" (সূরা বাকারা : ১৮৬)। নবী বললেন, "হে আল্লাহ্! আপনি আবেদন (দু'আ) করার আদেশ দিয়েছেন এবং নিজেকে আবেদন কবুল করার যিম্মাদার বানিয়েছেন। আমি উপস্থিত আছি, হে আল্লাহ্! আমি হাযির হয়েছি, আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত হয়েছি, যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত আপনার এবং রাজত্বও। আপনার কোন শরীক নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি এক ও একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। আপনি কাউকে জন্ম দেননি এবং আপনাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং আপনার সমতুল্য কেউ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনার দরবারে উপস্থিত হতে হবে একথাও সত্য, জান্নাত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং তাতে কোনই সন্দেহ নেই, আপনি পুনরুত্থান দিবসে প্রত্যেককে কবর থেকে উঠাবেন।

٥٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فِىْ لَيْلَةٍ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَبَكَى حَتّٰى سَقَطَ فَقَرَأَهَا عِشْرِيْنَ مَرَّةً كُلُّ ذَالِكَ يَبْكِىْ حَتّٰى سَقَطَ ثُمَّ قَالَ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ لَقَدْ خَابَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْهُ الرَّحِيْمُ ـ

৫৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী ﷺ -এর সফর সঙ্গী ছিলাম। তিনি "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) তিলাওয়াত করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে (ভূমিতে) লুটিয়ে পড়লেন। তিনি বিশবার তা তিলাওয়াত করলেন এবং প্রত্যেকবারই কাঁদতে কাঁদতে (ভূমিতে) লুটিয়ে পড়লেন। অতপর তিনি বললেন, রাহমানুর রাহীম -দয়াময় পরম দয়ালু (আল্লাহ্) যাকে দয়া করেননি সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে।

**ফায়দা ঃ** "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" কুরআন মজীদের (সূরা নামল ঃ ৩০) একটি আয়াতাংশ। তা পাঠ করায় নবী ﷺ-এর উপর এমন ভাবধারা প্রভাবিত হয় যে, তিনি অনুনয় বিনয় করতে করতে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ পাকের গুণবাচক দুইটি নাম 'রাহ্‌মান' ও 'রাহীম' তাঁর উপর এত প্রভাবশীল হয় যে, তিনি বলেন যে, রাহ্‌মান ও রাহীম হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করে না এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় সে কতো দুর্ভাগা।

٥٥٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ شَدِيْدَ الاِنْصَابِ لِنَفْسِهِ فِىْ العِبَادَةِ حَتّٰى دَخَلَ فِىْ السِّنِّ وَثَقُلَ فَلَمْ يَمُتْ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ وَهُوَ قَائِدٌ -

৫৫৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত কষ্ট করে দাঁড়ানো অবস্থায় ইবাদত করতেন। তাঁর বয়স বেড়ে গেলে এবং দেহ ভারী হয়ে গেলে মৃত্যুর পূর্বে প্রায়ই বসে বসে (নফল) সালাত পড়তেন।

٥٥٥. عَنْ اَبِىْ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاٰيَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ يُكَرِّرُهَا عَلٰى نَفْسِهِ -

৫৫৫. হযরত আবুল মুতাওয়াক্কিল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাতে একটি আয়াত বারংবার তিলাওয়াত করতে থাকেন।

**ফায়দা ঃ** কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, তা ছিলো সূরা মাইদার ১১৮ নম্বর আয়াত, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

## صِفَةُ اَكْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شُرْبِهِ وَنِكَاحِهِ وَاٰدَابِهِ

## নবী ﷺ-এর পানাহার, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের শিষ্টাচার

٥٥٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِلاَّ تَرَكَهُ ـ

৫৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কোন খাদ্যদ্রব্যের দোষত্রুটি বর্ণনা করতেন না। (কোন খাদ্যে) রুচি হলে তিনি খেতেন অন্যথায় তা বর্জন করতেন।

٥٥٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ ـ

৫৫৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ বিষয়ে অন্য সনদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٨ . عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى مِثْلَهُ ـ

৫৫৮. হযরত আবূ ইয়াহ্ইয়া (রা) থেকে এ বিষয়ে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٩. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ هِنْدَ بْنَ اَبِىْ هَالَةَ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلاَ يَمْدَحُهُ ـ

৫৫৯. হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিন্দ ইব্ন আবূ হালা (রা)-এর নিকট নবী ﷺ-এর গুণাবলি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনও কোন খাদ্যের বদনামও করতেন না এবং প্রশংসাও করতেন না।

٥٦٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِذَا كَرِهَهُ تَرَكَهُ ـ

৫৬০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও কোন খাদ্যদ্রব্যের বদনাম করতেন না। তাঁর রুচি হলে তিনি তা খেতেন এবং কখনও অরুচি হলে তা বর্জন করতেন।

٥٦١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِطَعَامٍ اِنْ اشْتَهٰى اَكَلَ وَاِلاَّ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ـ

৫৬১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে কোনো খাদ্যদ্রব্য পেশ করা হলে তাঁর মনে চাইলে তিনি তা আহার করতেন, অন্যথায় কোন মন্তব্য করতেন না।

٥٦٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَائِبًا طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اَشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ -

৫৬২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কখনও কোন খাদ্যের ত্রুটি নির্দেশ করতে দেখিনি। কোন খাদ্যে তাঁর রুচি হলে তিনি তা আহার করতেন, আর রুচি না হলে বর্জন করতেন।

٥٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِلاَّ تَرَكَهُ -

৫৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও কোনো খাদ্যের ত্রুটি নির্দেশ করেননি, আগ্রহ হলে খেতেন অন্যথায় বর্জন করতেন।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, খাদ্যদ্রব্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়। সর্বপ্রকারের খাদ্য আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক। কারো কোন খাদ্যের প্রতি আকর্ষণবোধ করলে তা খাবে, অন্যথায় খাবে না। খাদ্যের ত্রুটি নির্দেশ করা বা তাতে দোষ খুঁজে বেড়ানো আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল। এরূপ আচরণ করা উচিত নহে।

٥٦٤. عَنْ اَلْاَعْمَشِ مِثْلَهُ -

৫৬৪. আ'মাশ (র) থেকে এ বিষয়ে অনুরূপ একখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٦٥. عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْثُوْ عَلٰى رُكْبَتِهِ وَكَانَ لاَ يَتَّكِئُ -

৫৬৫. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আহারের সময় হাঁটু উঁচু করে বসতেন এবং হেলান দিয়ে বসতেন না।

**ফায়দা ঃ** এই ছিলো নবী ﷺ -এর আহার করার বিনীত ও ভদ্র পন্থা। কিন্তু তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর আদর্শ অনুসরণের দাবিদার আমরা মুসলিমগণ একবার নিজেদের আচরণ ও কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ আমাদেরকে মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে, তা আমাদের জীবনাচারের অংশে পরিণত হয়েছে। বড় বড় ভোজসভায় টেবিলের চারদিকে জড়ো হয়ে চক্কর দিয়ে শুধু খাওয়া আর খাওয়া। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ — কিন্তু যারা কুফরী

করে, ভোগবিলাসে মগ্ন থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত উদর পূর্তি করে তাদের নিবাস জাহান্নাম (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১২)।

আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত বাণী ঐ সব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٥٦٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ الطَّعَامَ اَكَلَ مِمَّا يَلِيْهِ -

৫৬৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আহার করতেন তখন নিজের সামনের দিক থেকে খাবার খেতেন।

**ফায়দা ঃ** খাদ্যের পাত্র থেকে নিজের নিকটবর্তী খাবার গ্রহণ এবং অপরের নিকটবর্তী খাবার তার জন্য রাখা পানাহারের শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। অপরের সামনের খাবার নেওয়া খুবই আপত্তিকর। নবী ﷺ তাঁর বাস্তব কর্মের মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন।

٥٦٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَقْلُ -

৫৬৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় খাদ্য ছিলো শাকসব্জি ও তরিতরকারি।

٥٦٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ -

৫৬৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গোশ্তের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে পিঠের গোশ্ত।

٥٦٩. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ -

৫৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ বিষয়ে অনুরূপ বলেছেন।

٥٧٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأكُلُ مِنْ قَدِيْدٍ فِىْ طَبَقٍ فَقَامَ اِلَى فَخَارَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَشَرِبَ -

৫৭০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাইব ইব্ন খাব্বাব (রা) পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (খাব্বাব) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রোদে শুকানো গোশ্ত একটি পাত্রে নিয়ে আহার করতে দেখেছি। তারপর তিনি পানি ভর্তি একটি মাটির পাত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং পানি পান করলেন।

٥٧١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَكَلْنَا الْقَدِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫৭১. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সাথে রোদে শুকানো গোশ্‌ত খেয়েছি।

٥٧٢. عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ رَاٰنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَاَنَا غُلَامٌ وَاَنَا اٰكُلُ مِنْ هٰهُنَا وَمِنْ هٰهُنَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ لَمْ تَعْدُ يَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

৫৭২. আবদুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফর (রা) লক্ষ করলেন যে, আমি পাত্রের এখান সেখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে আহার গ্রহণ করছি। আমি তখন বালক ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ যখন আহার করতেন তখন তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতো না।

**ফায়দা ঃ** পানাহারের শিষ্টাচার এই যে, আহার গ্রহণকারী তার সামনের খাবার থেকে গ্রহণ করবে, অপরের সামনের খাবার তুলে নিবে না এবং পাত্রের মধ্যেও বিক্ষিপ্তভাবে হাত চালনা করবে না। কারণ তা অভদ্রতা এবং সুন্নতের পরিপন্থী, যা পছন্দনীয় হতে পারে না। তবে বিভিন্ন পাত্রে রকমারি খাদ্য থাকলে তা দূরে হলেও অগ্রসর হয়ে তা থেকে পরিমাণমত তুলে নেওয়ায় দোষ নেই।

٥٧٣. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِجَفْنَةٍ فَوُضِعَتْ فَكَفَّ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ وَكَفَفْنَا اَيْدِيَنَا وَكُنَّا لَا نَضَعُ اَيْدِيَنَا حَتّٰى يَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ يَشْتَدُّ كَاَنَّهُ يُطْرَدُ حَتّٰى اَهْوٰى اِلَى الْجَفْنَةِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَاَجْلَسَهُ وَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَاَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ تَضَعُ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَاَخَذَ النَّبِيُّ يَدَهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اِذَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَمَّا رَاٰنَا كَفَفْنَا اَيْدِيَنَا جَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهٖ ثُمَّ جَاءَ بِالْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا وَالَّذِيْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ يَدَهُ فِيْ يَدِيْ مَعَ يَدِهَا ـ

৫৭৩. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে একপাত্র খাদ্য এনে তাঁর সামনে রাখা হলো। কিন্তু আহার গ্রহণে তিনি তাঁর হাতকে বিরত রাখলেন দেখে আমরাও আমাদের হাত গুটিয়ে রাখলাম। কারণ আমরা কখনও রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর স্পর্শ করার আগে খাদ্যের পাত্রে হাত দিতাম না। এ সময় এক বেদুঈন দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাযির হলো যেনো তাকে

তাড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে। সে উপস্থিত হয়েই খাদ্যের পাত্রে হাত বাড়ালো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন এবং তাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর এক মেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে উপস্থিত হলো। যেন তাকেও হাঁকিয়ে বেড়ানো হচ্ছে। সেও খাদ্যের পাত্রে হাত দিতে উদ্যত হলো। নবী ﷺ তার হাতও ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, কোনো খাবার আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গ্রহণ না করা হলে তাতে শয়তান অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। শয়তান আমাদেরকে খাবারের পাত্রে হাত ঢুকাতে বিরত থাকতে দেখে খাদ্যে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে এক বেদুঈনকে ধরে নিয়ে এসেছে। (কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললে) সে খাদ্য গ্রহণের সুযোগ লাভের জন্য পুনরায় এই মেয়েকে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। এখন এই মেয়ের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার মুঠোর মধ্যে।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে পানাহার শুরু করা উচিত। অন্যথায় খাদ্যের বরকত কমে যায় এবং শয়তান পানাহারে শরীক হয়। পানাহারের পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা সুন্নত। 'বিসমিল্লাহ্' একটু শব্দ করে পড়া উত্তম যাতে অন্যরাও সচেতন হয়ে 'বিসমিল্লাহ্' পড়তে পারে। পানাহারের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলে যখন তা স্মরণ হবে তখন বলতে হবে–"বিসমিল্লাহি আওয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ" অর্থাৎ 'খাদ্যের প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম' নিয়ে খাচ্ছি।

٥٧٤. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا اِذَا اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا لَانَبْدَأُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَبْدَأُ -

৫৭৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একত্রে আহার করলে তিনি আহার শুরু না করা পর্যন্ত আমরা শুরু করতাম না।

**ফায়দা ঃ** বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর আগে কোন মজলিসে পানাহার শুরু করতেন না। পানাহার শুরু করার শিষ্টাচার এই যে, মজলিসে উপস্থিত সর্বাধিক সম্মানিত ও মুরব্বি ব্যক্তি খাদ্যে হাত না দেওয়া পর্যন্ত অন্যদের বিরত থাকা উচিত। আর দাওয়াতকারী মজলিসে উপস্থিত থাকলে তিনিই সর্বপ্রথম আহার শুরু করবেন অথবা অনুমতি দিবেন, যাতে অন্যরা নির্দ্বিধায় পানাহার করতে পারে।

٥٧٥. عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ صَنَعَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ طَعَامًا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنِ ائْتِنِى اَنْتَ وَمَنْ اَحْبَبْتَ مِنْ مَوَلِيْكَ قَالَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ اِنِّىْ لَسْتُ اَتَاَمَّرُ عَلٰى اَحَدٍ وَاِنَّمَا اَعُدُّكَ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ ائْتِنَا بِالثَّرِيْدِ فَاِنَّهُ كَانَ اَحَبَّ الطَّعَامِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ -

৫৭৫. হযরত ইকরামা (রা) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) খাদ্য তৈরি করালেন, তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এই বলে দাওয়াত পাঠালেন যে, আপনি আপনার পরিবারের যাকে খুশি সাথে করে নিয়ে আসুন। রাবী বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, কারো উপর হুকুম চালানো আমি পছন্দ করি না। অবশ্য আমি আপনাকে আমাদের পরিবারের লোকই মনে করি। তাই আমাদের জন্য 'সারীদ' (এক প্রকার খাদ্য) নিয়ে আসুন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রুটির সারীদই ছিলো সর্বাধিক পছন্দনীয়।

**ফায়দা ঃ** কারো সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকলে নিজের চাহিদা মতো খাবার পরিবেশনের হুকুম দেওয়া যায়। অন্যথায় তা সম্ভব নয়। তাতে দাওয়াতদানকারী বিরক্ত হতে পারে। কারণ কোনো খাদ্য দাবি করা হলে এবং তা দাওয়াত দানকারীর বাড়িতে না থাকলে সে লজ্জিত হতে পারে।

٥٧٦. عَنْ اَبِىْ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ اَكْلِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ اٰخِرُ طَعَامٍ اَكَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ طَعَامًا فِيْهِ بَصَلٌ۔

৫৭৬. হযরত আবূ যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট পিয়াজ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বশেষ যে খাদ্য গ্রহণ করেছেন তাতে পিয়াজ ছিলো।

٥٧٧. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ لَعِقَ اَصَابِعَهُ ۔

৫৭৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহারের পর তাঁর হাতের আঙুল চাটতেন।

٥٧٨. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَاْكُلُ طَعَامًا فَلَعِقَ اَصَابِعَهُ ۔

৫৭৮. হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আহারের পর আঙুল চাটতে দেখেছি।

٥٧٩. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ لَعِقَ اَصَابِعَهُ ۔

৫৭৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আহার করতেন তখন তাঁর আঙুল চাটতেন।

٥٨٠. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْكُلُ بِثَلَاثَةِ اَصَابِعٍ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا ۔

৫৮০. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তিন আঙুল দ্বারা আহার গ্রহণ করতেন এবং হাত না চাটা পর্যন্ত তা মুছতেন না।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, আহারের পর হাত ধৌত করার পূর্বে হাতে বা আঙুলে লেগে থাকা আহারের অংশ চেটে খাওয়া উত্তম। অপর এক হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা আহার শেষে আঙুলসমূহ চেটে নিবে। কারণ তোমাদের জানা নেই যে, খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত আছে।"

আজকাল এই কাজকে ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করা হচ্ছে ফিরিঙ্গি প্রভাবের কারণে। অথচ এটা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার মহান শিক্ষক মহানবী ﷺ-এর সুন্নত। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র) লিখেছেন, নবী ﷺ-এর কোন কার্যক্রমকে নীচতার সাথে সম্পৃক্ত করলে কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে ফিরিঙ্গি সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নবী ﷺ-এর যাবতীয় সুন্নত পালনের তাওফীক দান করুন।

٥٨١. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ الْاِبْهَامَ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا وَالْوَسْطٰى وَرَاَيْتُهُ لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلَاثِ قَبْلَ اَنْ يَّمْسَحُهَا لَعِقَ الْوَسْطٰى وَالَّتِى تَلِيْهَا -

৫৮১. হযরত কাব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর তিন আঙুল অর্থাৎ বৃদ্ধাঙুল, তর্জনি ও মধ্যমা আঙুলের সাহায্যে আহার করতে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তিনি আঙুলগুলো মোছার পূর্বে চেটেছেন। মধ্যমা ও তর্জনিও যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, আহারের শিষ্টাচার হলো, ব্যক্তি সহজভাবে ছোট লোকমা গ্রহণ করার জন্য তিন আঙুলে আহার করবে এবং যাতে সমস্ত হাতে লেগে না যায় তৎপ্রতি সতর্ক থাকবে। বড় বড় গ্রাস গ্রহণ করা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। প্রয়োজন ছাড়া চতুর্থ ও পঞ্চম আঙুলের ব্যবহার না করাই ভাল। অবশ্য প্রয়োজন হলে তাতে কোন দোষ নেই। মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, পাঁচ আঙুল দ্বারা আহার করা লোভী ব্যক্তির আলামত।

٥٨٢. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ -

৫৮২. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন আঙুলের সাহায্যে আহার করতেন।

**ফায়দা ঃ** তিন আঙুলেই আহার করা আহারের শিষ্টাচার ভুক্ত। তবে তিন আঙুলেই আহার করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মহানবী ﷺ রুটি, খেজুর অথবা শুকনা খাবার তিন আঙুলের সাহায্যে খেয়েছেন। আমাদের দেশীয় ঝোলযুক্ত খাবার খেতে পাঁচ আঙুলের ব্যবহারই জরুরী। অতএব তা সুন্নত বিরোধী নয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, গোটা হাতে যেন খাবার মেখে না যায়।

٥٨٣.  عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا -

৫৮৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, নবী ﷺ শান্তভাবে তিনবার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে পানি পান করতেন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় তিনি পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিতেন এবং নিঃশ্বাস গ্রহণের পর মুখে পাত্র লাগাতেন। এভাবে তিন নিঃশ্বাসে তিনি পানি পান করতেন। এবং কখনও পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। অপর এক হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন هُوَ اَهْنَأُ وَاَمْرَأُ وَاَبْرَأُ "এভাবে পান করলে অধিক তৃপ্ত হওয়া যায়, তা হজমশক্তির জন্য সহায়ক এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও সিহাহ্ সিত্তা)।

# ذِكْرُ تَوَاضُعِهِ فِى اَكْلِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর পানাহারে বিনয়ীভাব প্রকাশ করার বর্ণনা

٥٨٤.  عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا -

৫৮৪. হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কখনো হেলান দিয়ে পানাহার করি না।

**ফায়দা ঃ** বাস্তব ওজর ছাড়া হেলান দিয়ে আহার করা অহংকারের নিদর্শন এবং শিষ্টাচারের পরিপন্থী। এতে ক্ষুধার তুলনায় আহার বেশি করা হয়। এ হাদীসে নবী ﷺ মানুষকে তাঁর অনুসরণ করার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। আলিমগণ হেলান দেয়ার সম্ভাব্য চারটি নিয়মের সব নিয়মই নিষেধের আওতাভুক্ত বলেছেন। (১) ডান অথবা বাম বাহুকে হেলান, বালিশ অথবা অন্য কিছুর উপর হেলান দিয়ে আহার করা (২) হাতের দ্বারা যমীনের উপর ভর দিয়ে আহার করা (৩) চারজানু বসে আহার করা (৪) কোমরকে দেয়াল অথবা বালিশের উপর হেলান দিয়ে আহার করা। এই চারটি নিয়মের সবই বিভিন্ন অবস্থাভেদে হেলান দিয়ে আহার করার অন্তর্ভুক্ত।

٥٨٥.  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ -

৫৮৫. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তো (আল্লাহ্‌র) দাস। তাই আমি দাসের অনুরূপ আহার করি এবং দাসের মত বসি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে একথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পানাহারের সময়ও বান্দা তাঁর মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল হবে না। সে তাঁরই দাসানুদাস, তাঁর দেওয়া রিযিক আহার করছে। অতএব তার বসার মধ্যেও যেন বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ ঘটে এবং অহংকার প্রকাশ না পায়। দাসের পক্ষে অহংকার শোভা পায় না। মহানবী ﷺ-এর পানাহারে অনুসৃত নীতি আমরাও পানাহারের সময় অনুসরণ করলে আমাদের এই পানাহার ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। যদি এসব শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয় তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, পশুরাও পানাহার করে।

٥٨٦. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْاَرْضِ وَيَاكُلُ عَلَى الْاَرْضِ -

৫৮৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির উপর বসতেন এবং যমীনের উপর বসেই আহার করতেন।

**ফায়দা ঃ** পানাহারে বিনয় ও নম্রতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অবশ্য পাটি, পিঁড়ি বা চৌপায়ার উপর বসে পানাহার করায় কোন দোষ নেই। তবে টেবিল-চেয়ারে বসে পানাহার করার নিয়ম পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রবর্তিত, অতএব তা বর্জনীয়।

٥٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَارُئِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رِجْلَانِ -

৫৮৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কখনো হেলান দিয়ে পানাহার করতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পেছনে কারো পদক্ষেপ পড়েনি।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ কখনও গদিতে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে পানাহার করেননি। আরও জানা যায় যে, লোকেরা তাঁর পিছে পিছে চলতো না, যেমন আজকাল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পেছনে লোকেরা দল বেঁধে চলে। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে তাঁর আগে আগে চলতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ "আমার পিছে পিছে চলো না, পেছনের দিক্‌টা ফেরেশ্‌তাদের জন্য ছেড়ে দাও।" কখনও কখনও তিনি কিছু সংখ্যক লোককে তাঁর সামনে দিতেন এবং কিছু লোককে পেছনে দিতেন। তাদের মাঝখানে তিনি চলতেন।

٥٨٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيْ جِبَالُ الذَّهَبِ جَاءَنِيْ مَلَكٌ اِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِيَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَاِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظَرْتُ اِلَى جِبْرِيْلَ فَشَارَ اِلَيَّ اَنْ ضَعْ نَفْسَكَ فَقُلْتُ نَبِيًّا

عَبْدًا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يَاكُلُ مُتَّكِئًا يَقُوْلُ اٰكُلُ كَمَا يَاكُلُ الْعَبْدُ وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ -

৫৮৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে আয়েশা! আমি (আল্লাহ্‌র নিকট ধন-সম্পদ) চাইলে আমার সাথে সাথে স্বর্ণের পাহাড় চলতো। আমার নিকট একজন ফেরেশ্‌তা এসেছেন যাঁর কোমর কা'বা ঘরের সমতুল্য। ফেরেশ্‌তা বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ আপনি চাইলে দাস ও নবী হতে পারেন এবং চাইলে রাজা ও নবীও হতে পারেন। আমি জিব্‌রীল (আ)-এর প্রতি তাকালে তিনি আমাকে ইশারায় বললেন, আপনি নিজেকে নীচু রাখুন (দাস ও নবী হন)। আমি (ফেরেশ্‌তাকে) বললাম, আমি দাস ও নবী হতে চাই। আয়েশা (রা) বললেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও হেলান দিয়ে আহার করেননি। তিনি বলেন, আমি দাসের মতো আহার করবো এবং দাসের মতো বসবো।

৫৮৯. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اَرْسَلَ اِلٰى نَبِيِّهٖ ﷺ مَلَكً مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ الْمَلَكُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ اَنْ تَكُوْنَ عَبْدًا نَبِيًّا وَبَيْنَ اَنْ تَكُوْنَ مَلِكًا نَبِيًّا فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جِبْرِيْلَ كَالْمُسْتَشِيْرِ لَهٗ فَاَشَارَ جِبْرِيْلُ بِيَدِهٖ اَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ عَبْدًا نَبِيًّا فَمَا اَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا حَتّٰى لَحِقَ بِرَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ -

৫৮৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ্ কোন এক ফেরেশ্‌তাকে জিবরীল (আ) সহকারে মহানবী ﷺ এর নিকট প্রেরণ করেন। ফেরেশ্‌তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, মহান আল্লাহ্ আপনাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখ্‌তিয়ার দান করেছেন। আপনি দাস নবী হতে চান না রাজা নবী ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরামর্শের জন্য জিবরীল (আ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। জিব্‌রীল (আ) তাঁর হাতের ইশারায় বলেন, আপনি নিজেকে নীচু রাখুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বরং আমি দাস নবী হতে চাই। (রাবী বলেন) এরপর থেকে নবী ﷺ তাঁর মহান প্রভুর সাথে সাক্ষাতের (ইনতিকালের) পূর্ব পর্যন্ত কখনো হেলান দিয়ে আহার করেননি।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায় যে, দরিদ্রতা নবী ﷺ-এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এবং তিনি নিজেই বেছে নিয়েছেন অনুগত বান্দা হওয়ার জন্য। বিজয়াভিযান থেকে প্রচুর সম্পদ তাঁর নিকট এসে জড়ো হতো। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই তা দুস্থদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। মহান দাতা তাঁকে প্রচুর দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করে আবার অন্যদের মাঝে বণ্টন করেছেন। তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহ্

হলেন দাতা, আর আমি হলাম বণ্টনাকারী।" তাঁর সংসারে দিনের পর দিন চুলা জ্বলতো না। পরিবারের সদস্যগণ অভুক্ত অবস্থায় বহু রাত যাপন করেছেন। এমনকি নবী ﷺ ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। ঘরে আলো জ্বালানোর মত তেলও থাকতো না। তাই তো তিনি বললেন, "আমি বাদশাহ্ হয়ে নয়, বান্দা হয়ে থাকতে চাই।" আমাদের মতো গো-গ্রাসে গলাধঃকরণকারীদের জন্য কি এতে কোন উপদেশের খোরাক নেই ?

## ذِكْرُ مَائِدَتِهِ وَسُفْرَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর দস্তরখানের বর্ণনা

٥٩٠. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانِ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ فَرْقَدًا صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَكَلْتُ عَلَى مَائِدَتِهِ -

৫৯০. হাসান ইব্ন মিহ্রান আল-কিরমানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী ফারকাদ (রা)–কে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করেছি এবং তাঁর দস্তরখানে একত্রে বসে আহার করেছি।

٥٩١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَّلَا فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَّلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلٰى مَايَاْكُلُوْنَ قَالَ عَلٰى هٰذِهِ السُّفْرَةِ -

৫৯১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও টেবিলের উপর আহার করেননি, ছোট পেয়ালায়ও আহার করেননি, তাঁর জন্য কখনও চাপাতি বা রুটি বানানো হয়নি। রাবী উইনুস বলেন, আমি কাতাদা (রা)-কে বললাম, তারা কিসের উপর রেখে আহার করতেন। তিনি বলেন, ঐ চামড়ার দস্তরখানের উপর বসে আহার করতেন।

ফায়দা ঃ আরবী ভাষায় টেবিল বা অনুরূপ উঁচু আসনকে "খিওয়ান" বলে। কোন কোন আলেম চেয়ার-টেবিলে বসে পানাহার করা মুস্তাহাব পরিপন্থী বলেছেন এবং কতেক খৃস্টানদের অনুকরণ বা তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেছেন। মূলত মাটির উপর চাটাই বা পাটি বিছিয়ে তাতে বসে পানাহার করাই সুন্নত।

## ذِكْرُ صَحْفَتِهِ وَقَصْعَتِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর পানপাত্রের বর্ণনা

٥٩٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ -

৫৯২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি খাদ্যের বড় পাত্র ছিলো। তাকে 'গারবা' (সাদা পেয়ালা) বলা হতো তা বহন করতে চারজন লোকের প্রয়োজন হতো।

٥٩٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَفْنَةٌ لَهَا اَرْبَعُ حَلْقٍ-

৫৯৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি বড় বরতন ছিলো যা চারটি আংটা যুক্ত ছিলো।

**ফায়দা :** উল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ সর্বদা বড় বরতনে একত্রিতভাবে আহার করতেন। পৃথক পৃথকভাবে ছোট ছোট বরতনে আহার করতেন না। একত্রে মিলেমিশে আহার করার সবচেয়ে উপকার হচ্ছে পরস্পরে ভালবাসা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং এতে খাদ্যে বরকতও হয়। কোন কিছু বিনষ্ট হয় না।

## مَارُوِىَ فِىْ اَكْلِهِ ﷺ اللَّحْمَ

## নবী ﷺ-এর গোশ্ত খাওয়ার বর্ণনা

٥٩٤. عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَاُتِىَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى هَلُمَّ وَكُلْ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُه-

৫৯৪. যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন মুরগীর গোশ্ত হাযির করা হলো। আবূ মূসা (রা) বললেন, এগিয়ে আস এবং খাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুরগীর গোশ্ত খেতে দেখেছি।

٥٩٥. عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ وَهُوَ يَاْكُلُ الدِّجَاجَ فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجَ-

৫৯৫. যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আল আশআরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি মুরগীর গোশ্ত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এগিয়ে এসো এবং খাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুরগীর গোশ্ত খেতে দেখেছি।

**ফায়দা :** উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ মোরগের গোশ্ত আহার করেছেন। মোরগের গোশ্ত আহার করা জায়েয। তবে যে সব মোরগ সর্বদা মলমূত্র ও নাপাকী ভক্ষণ করে এবং তার গোশ্তে এ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় সেগুলো আহার করা মাকরূহ।

٥٩٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ وَجَعَلَ الْقَوْمُ يُلَقِّمُوْنَ
اللَّحْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ۔

৫৯৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খেদমতে গোশত হাযির করা হলে লোকেরা তা লোক্মা ধরে খেতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পিঠের গোশ্ত সর্বোত্তম।

٥٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُعْجِبُهُ فِىْ الشَّاةِ اِلاَّ
الْكَتِفَ۔

৫৯৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বক্রীর কাঁধের গোশ্তই সর্বাধিক পছন্দ করতেন।

٥٩٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ اللَّحْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْكَتِفَ۔

৫৯৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কাঁধের গোশ্তই অধিক পছন্দনীয় ছিলো।

٥٩٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ اللَّحْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الزِّرَاعَ۔

৫৯৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাতার গোশ্তই অধিক প্রিয় ছিলো।

٦٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَائِدَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الزِّرَاعُ وَكَانَ
اَحَبُّ اللَّحْمِ اِلَيْهِ فَانْتَهَسَ مِنْهُ نَهْسَةً اَوِ اثْنَتَيْنِ۔

৬০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট খাবারের খাঞ্চা উপস্থিত করা হলো। তাঁকে হাতার গোশ্ত এগিয়ে দেওয়া হলো যা ছিলো তাঁর অতি প্রিয়। অতএব তিনি সামনের দাঁত দ্বারা তা একবার কি দুইবার ছিঁড়ে তা আহার করলেন।

٦٠١. عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُوْلُوْنَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ
اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْمُ وَاَحَبُّ الشَّاةِ اِلَيْهِ الزِّرَاعُ۔

৬০১. মুহাম্মদ ইব্ন সাম্আন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাদের আলেমগণকে বলতে শুনেছি ঃ খাদ্যের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গোশ্তই এবং বক্রীর গোশ্তের মধ্যে তাঁর হাতাই ছিলো অধিক প্রিয়।

٦٠٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الْعُرَاقِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ذِرَاعُ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَاهُ سُمَّ فِي ذِرَاعِ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَى الْيَهُوْدُ هُمُ الَّذِيْنَ سَمُّوْهُ ـ

৬০২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট হাড়যুক্ত গোশতের মধ্যে বক্রীর সামনের হাতার গোশ্তই ছিলো অতি প্রিয়। তাই আমরা দেখেছি যে, বক্রীর সামনের হাতার উপরাংশে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে, ইয়াহূদীরাই তাঁকে বিষ খাইয়েছিলো।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, গোশ্তযুক্ত খাদ্যই নবী ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিলো। আবার গোশ্তের মধ্যে এক অংগের গোশ্ত অপর অংগের গোশ্তের চেয়ে তাঁর নিকট বেশি প্রিয় ছিলো। কোন বর্ণনায় এসেছে যে, পিঠের গোশ্ত তাঁর প্রিয় ছিলো এবং কোন বর্ণনায় এসেছে, ছাগলের গোশ্তের ক্ষেত্রে সামনের হাতার গোশ্ত তাঁর অত্যধিক প্রিয় ছিলো।

এই প্রসংগে ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে একটি ঘটনার প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, খায়বার বিজিত হলে নবী ﷺ-কে বিষ মিশ্রিত বক্রীর গোশ্ত হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র) ইব্ন ইসহাকের বরাতে 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, খায়বার এলাকা বিজয়ের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ইয়াহূদী সালাম ইব্ন মিশকামের স্ত্রী এবং হারিসের কন্যা যায়নাব নবী ﷺ-এর জন্য বিষ মিশ্রিত করে বক্রীর ভুনা গোশ্ত পাঠায়। সে পূর্বেই জেনে নিয়েছিল যে, নবী ﷺ বক্রীর সামনের বাহুর গোশ্ত অধিক পছন্দ করেন। তাই সে বাহুর গোশ্তেই বিষ মেখে নবী ﷺ-কে খেতে দিয়েছিল (ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৭)।

## صِفَةُ مُحَبَّتِهِ ﷺ لِلْحَلْوَةِ

## নবী ﷺ মিষ্টি দ্রব্য পছন্দ করতেন

٦٠٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ ـ

৬০৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধু ও মিষ্টি দ্রব্য খেতে পছন্দ করতেন।

৬০৭. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খেজুর গাছের মাথি খেতে দেখেছি।

٦٠٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَكَلَ جُمَّارَ النَّخْلِ۔

৬০৮. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর গাছের রস খেয়েছেন।

٦٠٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِتَمَرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفْتِشُهُ

৬০৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে পুরাতন খেজুর উপস্থিত করা হলে আমি দেখলাম তিনি তার মধ্য থেকে পোকামুক্ত পরিষ্কার খেজুর বেছে নিচ্ছেন।

## صِفَةُ اَكْلِهٖ ﷺ التَّمْرَ وَاِلْقَائِهِ النَّوٰى

## নবী ﷺ-এর খেজুর ভক্ষণ এবং তার আঁটি নিক্ষেপণ

٢١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِتَمْرٍ وَّسَوِيْقٍ فَجَعَلَ يَاْكُلُ التَّمْرَ وَيُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ اِصْبَعَيْهِ ثُمَّ يُلْقِيْهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى۔

৬১০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়ি এলেন। আমার পিতা তাঁর খেদমতে খেজুর ও ছাতু পেশ করলেন। তিনি খেজুর খেতে থাকলেন এবং আঁটিগুলো তাঁর তর্জনি ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয়ের পিঠের উপর রেখে নিক্ষেপ করলেন।

٦١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ يُنْبِذُ اِلَيْنَا بِالتَّمْرِ تَمْرَ الْعَجْوَةِ وَكُنَّا غِرَاثًا وَكَانَ اِذَا قَرَنَ قَالَ اِنِّىْ قَدْ قَرَنْتُ فَاقْرِنُوْا ۔

৬১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তিনি আমাদের দিকে আজওয়া খেজুর নিক্ষেপ করেন এবং আমরা তখন অভুক্ত ছিলাম। তিনি যখন দুই দু'টি খেজুর একত্রে খেতেন তখন আমাদেরও বলে দিতেন দেখো! আমি দু'টো করে খেজুর একত্রে খেয়েছি, তোমরাও দু'টো করে খাও।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ কতবড় ন্যায় ইনসাফের ধারক ছিলেন। সাহাবীগণ অভুক্ত ছিলেন এবং খেজুর ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ছিলো না। তিনি তাঁদের

খেজুর দিতেন এবং নিজেও খেতেন। প্রত্যেকে এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যখনই দু'টো খেজুর একত্রে খেতেন তখনই সাহাবীদের তা বলে দিতেন এবং তাদেরকেও দু'টি করে খেতে বলতেন।

٦١٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِالتَّمْرِ جَالَ يَدُهُ فِيهِ۔

৬১২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে খেজুর পেশ করা হলে তিনি তা থেকে বেছে বেছে খেতেন।

٦١٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الطَّعَامَ مِمَّا يَلِيْهِ حَتّٰى اِذَاجَاءَ التَّمْرُ جَالَتْ يَدُهُ۔

৬১৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকটের খাদ্য থেকে গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর সামনে খেজুর আসলে তাঁর হাত এদিক সেদিক ঘুরত (বিভিন্ন স্থান থেকে বেছে বেছে খেতেন)।

**ফায়দা ঃ** খেজুর ব্যতীত মহানবী ﷺ সাধারণত সবক্ষেত্রে নিজের নিকটবর্তী খাদ্য থেকে গ্রহণ করতেন।

## اَكْلِهِ ﷺ السَّمْنَ

## নবী ﷺ ঘি খেয়েছেন

٦١٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَجَمَعْتُ مِنْ سَمْنِهَا فِىْ عُكَّةٍ فَمَلَئَتِ الْعُكَّةُ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ رَبِيْبَةٍ فَقُلْتُ يَارَبِيْبَةُ اَبْلِغِى هٰذِهِ الْعُكَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَادَمُ بِهَا فَانْطَلَقَتْ حَتّٰى اَتَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا سَمْنٌ بَعَثَتْ بِهِ اِلَيْكَ اُمُّ سُلَيْمٍ قَالَ اَفْرِغُوْا لَهَا عُكَّتَهَا فَفُرِغَتِ الْعُكَّةُ ثُمَّ دُفِعَتْ اِلَيْهَا فَانْطَلَقَتْ بِهَا فَجَاءَتْ وَاُمُّ سُلَيْمٍ لَيْسَتْ فِى الْبَيْتِ فَعَلَّقَتِ الْعُكَّةَ عَلٰى وَتَدٍ فَجَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ فَرَأَتِ الْعُكَّةَ مُمْتَلِئَةً سَمْنًا فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَبِيْبَةُ اَلَيْسَ اَمَرْتُكِ اَنْ تَنْطَلِقِى بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ۔

৬১৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের একটি বক্‌রী ছিল। তার দুধ থেকে ঘি তৈরি করে আমি একটি পাত্রে

জমালাম এবং পাত্রটি ভরে গেল। অতপর আমি 'ঘি'র পাত্রসহ আমার সেবিকাকে পাঠিয়ে বললাম, হে সেবিকা! এই পাত্রটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌছিয়ে দাও। তিনি তা তাঁর খাদ্যের সাথে খাবেন। সে ঘিসহ রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উম্মে সুলাইম (রা) এই ঘি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি (পরিবারের লোকদের) বললেন, ঘির পাত্র খালি করে পাত্রটি তাকে দিয়ে দাও। অতএব পাত্রটি খালি করে তাকে দেওয়া হলো। সে তা নিয়ে চলে এলো। তখন উম্মে সুলাইম (রা) ঘরে ছিলেন না। সে পাত্রটি একটি কিলকের সাথে ঝুলিয়ে রাখল। উম্মে সুলাইম (রা) ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, পাত্রটি ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তিনি বললেন, হে সেবিকা! আমি কি তোমাকে নির্দেশ দেইনি যে, তুমি এটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিয়ে আসবে ? এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**ফায়দা ঃ** হাদীসের অবশিষ্ট অংশ নিম্নরূপ ঃ সেবিকা বলল, আমি আপনার নির্দেশ মত কাজ করেছি। আমাকে বিশ্বাস না হলে আপনি নিজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করুন। অতএব উম্মে সুলাইম (রা) সেবিকাসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সেবিকার মাধ্যমে আপনার জন্য একপাত্র ঘি পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, সে তোমার হুকুম পালন করেছে এবং ঘি পৌছে দিয়েছে। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, কসম সেই মহান সত্তার যিনি আপনাকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন! সেই পাত্র তো এখনও ঘি-এ ভর্তি হয়ে আছে। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি অবাক হচ্ছ কেন ? তুমি যেভাবে আল্লাহ্‌র নবীকে আহার করিয়েছো তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ও তোমাকে আহার করিয়েছেন। তা তোমরা খাও এবং অন্যদেরও খাওয়াও। উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, অতপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে পাত্র ভরে এত এতখানি করে বিলিয়েছি। তারপরও পাত্রে এতখানি ঘি থেকে গেল যে, এক বা দুই মাস আমরা তা ব্যবহার করলাম [আবূ ইয়ালার বর্ণনা, আখ্‌লাকুন্ নবী (সা) পৃষ্ঠা-২২৩]

এই ছিলো নবী ﷺ-এর একটি মুজিযা। পাত্রটি পুনর্বার ঘি-এ ভর্তি হয়ে গেল। তাঁর এরূপ অনেক মুজিয়া হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে।

٦١٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمْنَ وَاقِطُ وَضَبٌّ فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالاَقِطِ ثُمَّ قَالَ لِلضَّبِ اِنَّ هٰذَا لَشَيْئٌ مَا اَكَلْتُهُ قَطُّ فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَأكُلَهُ فَلْيَأْكُلَهُ فَاكِلَ عَلَى خِوَانِهِ-

৬১৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘি, পনির ও গুঁইসাপের গোশ্‌ত উপহার দেওয়া হলো। তিনি ঘি ও পনির থেকে আহার করলেন। তারপর গুঁইসাপ সম্পর্কে বললেন, এটা এমন জিনিস যা আমি কখনও আহার করিনি। অতএব তা কেউ আহার করতে চাইলে করতে পারো। সুতরাং তাঁর সামনেই তা খাওয়া হলো।

## شُرْبِهِ ﷺ اللَّبَنَ وَقَوْلُهُ فِيهِ

## নবী ﷺ-এর দুধপান এবং এ সম্পর্কে তাঁর বাণী

٦١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَافِيْهِ وَاَبْدِلْنَا بِهٖ مَاهُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَاِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ شَيْئًا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَبِ غَيْرُهُ

৬১৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে আহার করান সে যেন বলে, "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম রিযিক দান করুন।" আল্লাহ্ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এই দুধে বরকত দান করুন এবং এটি আরো বৃদ্ধি করে দিন।" কারণ আমার জানামতে দুধ ব্যতীত এমন কোন জিনিস নেই যা পানাহার উভয়টির প্রয়োজন একসাথে মিটায়।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, দুধের কোন বিকল্প নেই। দুধ সর্বোত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কোন খাদ্য গ্রহণের পর তার চেয়েও উত্তম খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু দুধের বেলায় তার পরিমাণ বৃদ্ধির দু'আ করেছেন। কারণ দুধ একই সাথে খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন পূরণ করে।

٦١٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَابِمَاءٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا ـ

৬১৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুধপান করলেন। এরপর পানি নিয়ে আসতে বললেন, তারপর তা দিয়ে কুলকুচা করলেন। অতঃপর বললেন ঃ দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, দুধসহ্ যেসব জিনিসে তৈলাক্ত পদার্থ বা চর্বি আছে তা আহার করার পর কুলকুচা করা এবং মুখ পরিষ্কার করা সুন্নত। এতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিল করা যায়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জিনিসের ব্যবহারের বিধিবিধানও রয়েছে। স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি ইসলাম যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে এ হাদীসটিও উহার প্রমাণ।

٦١٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّبَنَ

৬১৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুধ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিলো।

# شُرْبُ النَّبِيْذِ وَصِفَتِه

## নবীয (শরবত) পান করা এবং তার পন্থা

٦١٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ لَهُ نَبِيْذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً -

৬১৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য এক মশকে ভোরবেলা নবীয তৈরি করতাম, তিনি তা সন্ধ্যাবেলা পান করতেন। আবার সন্ধ্যাবেলা নবীয তৈরি করতাম, তিনি তা ভোরবেলা পান করতেন।

**ফায়দা ঃ** 'নবীয' আরব দেশে একটি প্রিয় ও প্রসিদ্ধ পানীয়। খেজুর অথবা কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে রেখে তা চটকিয়ে শরবত তৈরি করে পান করা হতো; এই শরবতের নামই 'নবীয'। এ জাতীয় শরবত স্বাস্থের জন্য খুবই উপকারী ও শক্তিবর্ধক।

٦٢٠. عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزَنِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيْذِ فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هٰذِهِ فَاِنَّهَا كَانَتْ تُنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ كُنْتُ اَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاَوْكِيْهِ فَاِذَا اَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ -

৬২০. হযরত সুমামা ইব্ন হাযান কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট নবীয সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি একটি হাবশী দাসীকে ডেকে এনে বললেন, এর নিকট জিজ্ঞেস করো, কারণ সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নবীয তৈরি করতো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমি রাতের বেলা একটি মশকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নবীয তৈরি করতাম এবং মশকের মুখ ঢেকে রাখতাম। ভোর হলে তিনি তা পান করতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে দু'টি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। (এক) খেজুর দ্বারা নবীয বা শরবত তৈরির পদ্ধতি ও তার ব্যবহার বিধি। (দুই) পানাহার বস্তু সবসময় ঢেকে রাখা উচিত। খেজুর দিয়ে শরবত তৈরি করলে তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই পান করা উচিত। কারণ তাতে মাদকতা এসে গেলে আর খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে পানাহারের বস্তু ঢেকে রাখলে তাতে ধুলাবালি, ময়লা ও পোকামাকড় পতিত হওয়ার আশংকা থাকে না। ফলে অনেক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একজন সাহাবী দুধের পাত্র খোলা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলে তিনি বলেন, তুমি তা ঢেকে আননি কেন ? এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও তা ঢেকে আনতে (বুখারী)।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে নবী ﷺ বলেন, রাতের অন্ধকার এলে তোমরা তোমাদের শিশুদের বাড়ির বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখো। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে (মানুষের অনিষ্ট সাধনের জন্য)। রাতের কিছু অংশ অতীত হওয়ার পর তাদের ছেড়ে দাও এবং ঘরের দরজা বন্ধ করো আল্লাহ্র নাম নিয়ে। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। এবং পান পাত্রের মুখও বিসমিল্লাহ্ বলে ঢেকে রাখো, বিসমিল্লাহ্ বলে অন্যান্য পাত্রও ঢেকে দাও, অন্তত তার উপরে কিছু রেখে দাও এবং খোলা বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।

## صِفَةُ النَّبِيْذِ الَّذِىْ شَرِبَهُ ﷺ

## নবী ﷺ-এর পানকৃত নবীযের বিবরণ

٦٢١. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنْبِذُ فِىْ تُوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَيَشْرَبُهُ مِنْ يَوْمِهِ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ اِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ يَاْمُرَ اَنْ يُهْرَاقَ وَاِمَّا يُشْرِبُهُ بَعْدَهُ الْخُدَّامَ-

৬২১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাথরের নির্মিত একটি পাত্রে নবীয তৈরি করতেন। তিনি তা থেকে তৈরির দিন, তার পরের দিন এবং তার পরের দিন দুপুর পর্যন্ত পান করতেন। এরপর তিনি অবশিষ্ট অংশ ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন অথবা (খারাপ না হলে) খাদেমদের তা পান করতে দিতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নবীয তৈরি করা হলে তা খারাপ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় দিনের দুপুর নাগাদ পান করতেন। এর বেশি সময় ধরে তা পাত্রে থাকলে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকায় তিনি তা ফেলে দিতে বলতেন অথবা অন্যদেরকে পান করে শেষ করে দিতে বলতেন। তবে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি সকালে বানানো নবীয বিকেলে এবং বিকেলের বানানো নবীয সকালে পান করতেন।

٦٢٢. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنْبِذُ لَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

৬২২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর জন্য নবীয তৈরি করা হতো ....................হাদীসের বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٦٢٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ غُدْوَةً فَاِذَ اَمْسَى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ فَاِنْ فَضَلَ شَيْئٌ صَبَبْتُهُ اَوْ فَرَغْتُهُ ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ فَنَنْبِذُ

فِيْهِ فَاِذَا اَصْبَحَ شَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ فَاِنْ فَضَلَ شَيْئٌ صَبَبْتُهُ اَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ نَغْسِلَ السِّقَاءَ فَنَنْبِذُ مَرَّتَيْنِ۔

৬২৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সকাল বেলা একটি মশকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নবীয বানাতাম, তিনি তা রাতের আহারের পর পান করতেন। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকতো আমি ফেলে দিতাম। তারপর পাত্রটি ধুয়ে আবার তাতে নবীয বানাতাম। ভোরবেলা তিনি নাস্তার পরে তা পান করতেন। কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমি তা ফেলে দিতাম। তারপর পাত্র ধুয়ে পরিষ্কার করে পুনর্বার তাতে নবীয বানাতাম।

٦٢٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَطْرَحُ فِى نَبِيْذِ النَّبِىِّ ﷺ الْقَبْضَةَ مِنَ الزَّبِيْبِ يَلْتَقِطُ حُمُوْضَتَهُ۔

৬২৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবীযের মধ্যে এক মুষ্টি কিশমিশ ঢেলে দিতাম, যাতে তার অম্লস্বাদ কিছুটা কমে যায়।

٦٢٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِى سِقَاءِ الْيَوْمِ وَالْغَدِ وَالْيَوْمِ الثَّالِثِ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ اللَّيْلِ اَمَرَبِهِ فَاُهْرِيْقَ اَوْ سُقِىَ۔

৬২৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য আজ, আগামী কাল ও আগামী পরশুর জন্য একটি পাত্রে নবীয বানানো হতো। (তৃতীয় দিন) সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি নির্দেশ দিলে ফেলে দেওয়া হতো অথবা পান করা হতো।

٦٢٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةً وَكَانَ يَكُوْنُ لَهُ لَيْلَةً وَيَوْمِهِ فَاِذَا اَمْسَى سَقَاهُ الْخُدَّامُ اَوْيُهْرِيْقُوْهُ۔

৬২৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য সন্ধ্যাবেলা নবীয বানানো হতো এবং তা এক দিন-রাত রাখা হতো। অতপর সন্ধ্যাবেলা তা খাদেমগণ পান করতো অথবা (খারাপ হয়ে গেলে) ফেলে দিতো।

٦٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيْذ فَشَرِبَهُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ وَالْغَدَ وَلَيْلَتَهُ وَالْيَوْمَ الثَّالِثِ۔ فَاِذَا اَمْسَى عِنْدَهُ مِنْهُ شَئٌ تَرَكَهُ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَصُبَّ۔

৬২৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নবীয তৈরি করা হতো। তা তিনি ঐ দিন ও ঐ রাত, পরের দিন ও রাত এবং তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করতেন। কিন্তু তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা বর্জন করতেন অথবা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলে ফেলে দেওয়া হতো।

## شَرْبُهُ ﷺ السَّوِيْقَ

## নবী ﷺ-এর ছাতু আহার করা সম্পর্কে

٦٢٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِىَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْقَدْحِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ الْبَارِدَ -

৬২৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এই পাত্রে নবী ﷺ-কে দুধ, মধু, ছাতু, নবীয ও ঠাণ্ডা পানি পান করিয়েছি।

**ফায়দা ঃ** চাউল, আটা ও যবের গুঁড়া দিয়ে ছাতু প্রস্তুত করা হয়। আরব দেশে সফরে সাথে ছাতু রাখা হতো এবং তা পানিতে গুলিয়ে খাওয়া হতো। একটি হাদীস থেকে জানা যায়, সুওয়ায়দ ইব্ন নুমান (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে 'সাহ্বা' নামক স্থানে ছিলাম, যা খায়বার থেকে খানিক দূরে অবস্থিত। সালাতের ওয়াক্ত হয়ে আসলো। নবী ﷺ আহার পরিবেশন করতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া অন্য কোন খাদ্য ছিলো না। তিনি পানি ছাড়াই ছাতু খেয়ে নিলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও ছাতু খেলাম। তারপর তিনি পানি চাইলেন, তা দিয়ে কুলকুচা করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সালাত পড়লাম। কিন্তু পুনর্বার ওযূ করলেন না। (বুখারী, বাবুস্ সাবীক)।

## ذِكْرُ الْحَيْسِ وَاَكْلِهِ ﷺ مِنْهُ

## নবী ﷺ-এর হায়স (সুস্বাদু খাদ্য) আহার করা সম্পর্কে

٦٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبَّ الطَّعَامِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الثَّرِيْدَ مِنَ التَّمْرِ وَهُوَ الْحَيْسُ -

৬২৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট খেজুরের তৈরি সারীদ অর্থাৎ হায়স ছিল অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।

**ফায়দা ঃ** খেজুর, ঘি, পনির, আটা ও চিনি সমন্বয়ে উপরোক্ত খাদ্য তৈরি করা হয়। এটা অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য। নবী ﷺ এ খাদ্য খুবই পছন্দ করতেন। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত

আছে যে, হযরত সাফিয়া (রা)-এর সাথে বিবাহ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর, ঘি ও পনির দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি এগুলো দ্বারা সারীদ অর্থাৎ হায়স তৈরি করিয়েছিলেন (বুখারী, বাবুল আকিত)।

## اَكَلَهُ ﷺ الْخَلَّ وَالزَّيْتَ

## নবী ﷺ সিরকা এবং যায়তুনের তেল আহার করেছেন

٦٣٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الصِّبَاغِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْخَلُّ۔

৬৩০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সমস্ত ঝোলের মধ্যে সিরকা অধিক পছন্দনীয় ছিলো।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ সিরকা পান করেছেন। এক হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ "সিরকা কতই না উত্তম ব্যঞ্জন" (শামাইলে তিরমিযী)। অপর হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন ঃ "যে ঘরে সিরকা আছে সেই ঘর ঝোল তরকারি থেকে বঞ্চিত নয় (শামাইলে তিরমিযী)। অত্র অনুচ্ছেদের শিরোনামে যায়তুন তেলের কথা উল্লেখ থাকলেও উপরোক্ত হাদীসে তার উল্লেখ নেই। অবশ্য নবী ﷺ যায়তুন তেল ব্যবহার করেছেন এবং তা খেতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهٖ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ۔

আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যায়তুন খাও এবং তার তেল মর্দন কর। কারণ তা একটি বরকতপূর্ণ বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় (শামাইলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-১১২)

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এই বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন ঃ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ একটি বরকতময় বৃক্ষ থেকে যায়তুন বৃক্ষ (সূরা নূর)।

আবূ নুআইম (র) বলেন, যায়তুন তেলের মধ্যে সত্তর প্রকার রোগের নিরাময় রয়েছে। তার মধ্যে কুষ্ঠরোগ অন্যতম।

## ذِكْرُ اَكْلِهٖ ﷺ لِلْقَرْعِ وَمُحَبَّتِهٖ لَهُ

## নবী ﷺ কদু খেয়েছেন এবং তা খুবই পছন্দ করতেন

٦٣١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ۔

৬৩১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খুবই পছন্দনীয় তরকারি ছিলো কদু।

٦٣٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ فَاِذَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْهُ شَئٌ اٰثَرْنَاهُ بِهٖ -

৬৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদু খুবই পছন্দ করতেন। অতএব আমাদের নিকট কদু তরকারি থাকলে আমরা তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁকে দিতাম।

٦٣٣. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتٰى مَنْزِلَ خَيَّاطٍ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ قَصْعَةٌ فِيْهَا ثَرِيْدٌ وَعَلَيْهِ الدُّبَّاءُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ فَمَا زِلْتُ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ -

৬৩৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক দরজীর বাড়িতে দাওয়াত খেতে এলেন। তাঁর সামনে সারীদের একটি পাত্র রাখা হলো, যার মধ্যে কদুও ছিলো। তিনি তা থেকে বেছে বেছে কদু তরকারি তুলে আহার করলেন। রাবী বলেন, সেদিন থেকে আমিও কদু তরকারি পছন্দ করে আসছি।

٦٣٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَرُبَّمَا اَتَيْتُهُ بِالْمَرَقَةِ فِيْهَا الْقَرْعُ فَيَلْتَمِسُ بِاِصْبَعِهٖ -

৬৩৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, কদু তরকারি ছিলো নবী ﷺ-এর খুবই প্রিয়। অতএব আমি তাঁর নিকট কখনও কদু তরকারি নিয়ে আসলে তিনি তা আঙ্গুল দিয়ে তালাশ করে খেতেন।

٦٣٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْقَرْعَ وَكَانَ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَرِيْدٌ عَلَيْهِ قَرْعٌ يَلْتَقِطُ الْقَرْعَ قَالَ اَنَس فَاَنَا اُحِبُّ الْقَرْعَ لِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهُ -

৬৩৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদু তরকারি পছন্দ করতেন। তাঁর সামনে সারীদের পাত্র রাখা হলে এবং তাতে কদু তরকারি থাকলে তিনি তা তুলে নিতেন। আনাস (রা) বলেন, কদুর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিশেষ আকর্ষণের কারণে আমিও তা পছন্দ করি।

٦٣٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ رُطَبٌ فَلَمْ اَجِدْهُ فِىْ بَيْتِهٖ فَاِذَا هُوَ عِنْدَ مَوْلًى لَهُ اَرَاهُ خَيَّاطًا قَدْ صَنَعَ لَهُ ثَرِيْدَ لَحْمٍ وَقَرْعٍ

فَدَعَانِي فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يُعْجِبُهُ الْقَرْعَ جَعَلْتُ أُدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقْسِمُ إِلَى أَنْ أَتَى عَلَى آخِرِهِ۔

৬৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু সুলাইমা (রা) আমাকে এক টুক্‌রি খেজুরসহ নবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে তাঁর বাড়িতে পেলাম না। তিনি তাঁর আযাদকৃত এক দাসের বাড়ি দাওয়াতে গিয়েছিলেন। আমার জানা মতে সে ছিলো পেশায় দর্জি। সে তাঁর জন্য গোশ্‌ত দিয়ে সারীদ ও কদু রান্না করেছিলো। তিনি আমাকেও ডাকলেন। আমি তাঁকে কদু তরকারি পছন্দ করতে দেখে তা তাঁর নিকটে এগিয়ে দিতে লাগলাম। তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে এলে আমি খেজুর টুক্‌রি তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি তা থেকে আহার করলেন এবং যারা উপস্থিত হলো তাদেরকেও দিতে থাকলেন তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

٦٣٧. عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنَ الصَّحْفَةِ فَلَا أَزَالُ أُحِبُّهُ۔

৬৩৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে পাত্র থেকে বেছে বেছে কদু তরকারি খেতে দেখেছি। তখন থেকে আমিও কদু তরকারি পছন্দ করে আসছি।

٦٣٨. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءَ وَهُوَ الْقَرْعُ۔

৬৩৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কদু বা লাউ তরকারি নবী ﷺ-এর খুবই প্রিয় ছিল।

٦٣٩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ وَكَانَ أَعْجَبُ الطَّعَامِ إِلَيْهِ الدُّبَّاءَ۔

৬৩৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মেহেন্দির কলি নবী ﷺ-এর খুবই পছন্দনীয় ছিল। তরকারির মধ্যে কদু তাঁর খুবই প্রিয় ছিল।

٦٤٠. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ۔ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ قَالَ إِنَّهُ يُكَثِّرُ الدِّمَاغَ وَيَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ۔

৬৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রচুর পরিমাণে কদু তরকারি খেতেন্। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি প্রচুর পরিমাণ কদু তরকারি কেন খাচ্ছেন ? তিনি ﷺ বললেন, কদু মগজের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং স্মরণশক্তি প্রখর করে।

٦٤١. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرِ الاَحْمَسِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُ عِنْدَهُ الدُّبَّاءَ فَقُلْتُ مَاهٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نُكَثِّرُ بِه طَعَامَ اَهْلِنَا ـ

৬৪১. হাকীম ইব্‌ন জাবির আল-আহ্‌মাসী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (জাবির) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে কদু দেখতে পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এ কি ? তিনি বললেন, এর দ্বারা আমি আমার পরিবারের সদস্যদের খাদ্যে পরিবৃদ্ধি ঘটাই।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদু তরকারি খুবই পছন্দ করতেন এবং তাঁর অনুসরণে সাহাবাগণও তা পছন্দ করতেন। বিশেষত হযরত আনাস (রা) হতে আরও জানা যায় যে, কদু আহার করলে মাথার মগজ বর্ধিত হয় এবং স্মরণশক্তি প্রখর হয়। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন যে, কদু পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পেট ঠাণ্ডা রাখে। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহানবী ﷺ আয়েশা (রা)-কে বলেছেন ঃ তোমরা তরকারি রান্না করলে তাতে বেশি করে কদু ঢেলে দাও। কারণ কদু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক (মুসনাদে আহ্‌মাদ, শারহুয্-যারকানী থেকে এখানে উদ্ধৃত)।

ইমাম নববী (র) বলেন, কদু পছন্দ করা মুস্তাহাব। কারণ তা ছিলো মহানবী ﷺ-এর প্রিয় তরকারি। কদু দ্বারা খাদ্যে পরিবৃদ্ধি ঘটানোর অর্থ এই যে, তাতে রান্না করা তরকারির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অনেক লোককে খাওয়ানো যায়।

## ذِكْرُ اَكْلِهٖ ﷺ الْقِثَّاءَ

## রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শসা খেয়েছেন

٦٤٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ ـ

৬৪২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে তাজা খেজুরের সাথে শসা খেতে দেখেছি।

٦٤٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ ـ

৬৪৩. হযরত সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা মিশিয়ে খেয়েছেন।

٦٤٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَاكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ ـ

৬৪৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা মিশিয়ে খেতেন।

**ফায়দা ঃ** উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ খরবুযা অথবা শসা মিলিয়ে খেজুর আহার করতেন। অপর একটি রেওয়ায়াতে অন্য ফলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে একত্রে মিলিয়ে আহার করার উদ্দেশ্য ও উপকারিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত খেজুর একটি উষ্ণ ক্রিয়ার ফল। তার এই উষ্ণ ক্রিয়াকে দূরীভূত করার জন্য নবী ﷺ খরবুযা অথবা শসা মিলিয়ে আহার করতে পছন্দ করতেন। এতে একটি অপরটির মূল ক্রিয়া হ্রাস করে থাকে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেন, খেজুর খরবুযার ঠাণ্ডাকে বিদূরীত করে। এ ছাড়াও খেজুর ও খরবুযা একত্রে মিলিয়ে আহার করার আরো উপকারিতা রয়েছে। যেমন আজকাল লোকেরা পানসে ফলকে চিনি মিশ্রিত করে আহার করে থাকে। তেমনি নবী ﷺ খরবুযা ও শসার মধ্যে মিষ্টি স্বাদ গ্রহণ করার জন্য খেজুর মিশিয়ে আহার করতেন। নবী ﷺ মানুষের স্বভাব ও খাদ্যের গুণাগুণের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। অনুরূপ স্বাস্থ্যগত নিয়ম-নীতির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি উষ্ণ ক্রিয়ার খাদ্য বস্তুকে ঠাণ্ডা বস্তু মিশ্রিত করে আহার করার নির্দেশ দিতেন। কেননা, এর দ্বারা গরম ও ঠাণ্ডার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়ে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হয়। তাবারানীর মুজামে আওসাত নামক গ্রন্থে একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে ডান হাতে শসা এবং বাম হাতে খেজুর আহার করতে আমি দেখেছি। একবার শসা খাচ্ছেন আরেকবার খেজুর খাচ্ছেন। একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত, নবী ﷺ লবণ দিয়ে শসা খেয়েছেন। বস্তুত এতে কোন দোষ নেই। এ দ্বারা স্বাদ পরিবর্তন করার মানসে হয়তো কোন সময় লবণ দিয়ে খেয়েছেন, যেমন আজকাল সাধারণভাবে লোকেরা লবণ দিয়ে শসা খায়।

٦٤٥. عَنْ اَنسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ ـ

৬৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা মিশিয়ে খেতে পছন্দ করতেন।

٦٤٦. عَنِ الرُّبَيْعِ قَالَتْ اَهْدَيْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ قِنَاعَ رُطَبٍ وَاَجْرُ زُغْبٍ يَعْنِى الْقِثَّاءَ فَاَكَلَهُ وَاَعْطَانِىْ ذَهَبًا وَقَالَ تَحِلِّى بِهٰذَا ـ

৬৪৬. হযরত রাবী' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছোট ছোট শসাসহ এক থালা তাজা খেজুর নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিলাম। তিনি তা আহার করলেন এবং আমাকে এক টুক্‌রা সোনা দান করলেন। আর বললেন, এর দ্বারা অলংকার তৈরি করে তা পরিধান করো।

٦٤٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ الْبَطِّيْخَ مَعَ الرُّطَبِ ـ

৬৪৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা মিশিয়ে খেতেন।

٦٤٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الْبِطِّيْخُ بِالرُّطَبِ -

৬৪৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা মিশিয়ে খেতে পছন্দ করতেন।

٦٤٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِيَمِيْنِهِ وَالْبِطِّيْخَ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيْخِ وَكَانَ اَحَبُّ الْفَاكِهَةِ اِلَيْهِ -

৬৪৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাম হাতে খরবুযা এবং ডান হাতে তাজা খেজুর খেতেন। অতএব তিনি তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা একত্রে খেতেন। তাজা খেজুর ছিলো তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ফল।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আলিমগণ বলেছেন যে, নবী ﷺ-এর বাম হাতে খরবুযা থাকলেও মুখে দেওয়ার সময় ডান হাতে নিয়ে খেতেন। কারণ অপর এক হাদীসে তিনি বাম হাতে আহার করতে নিষেধ করেছেন। ইপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, প্রয়োজনবোধে আহারের সময় বাম হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

٦٥٠. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْخِرْبِزَ بِالرُّطَبِ وَيَقُوْلُ هُمَا الْاَطْيَبَانِ -

৬৫০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা খেতেন এবং বলতেন, উভয়টিই বড় উত্তম ফল।

٦٥١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ وَالْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ -

৬৫১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা খেতেন এবং লবণ সহযোগে শসা খেতেন।

٦٥٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيْخَ بِالرُّطَبِ -

৬৫২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খরবুযা মিশিয়ে খেতেন।

٦٥٣. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبِطِّيْخِ قَالَ مُسْلِم وَرُبَّمَا قَالَ الْخِرْبِزُ -

৬৫৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর ও তরমুজ এক সাথে আহার করতেন। মুসলিম (একজন রাবী) বলেন, কখনো তরমুজের পরিবর্তে খরবুযাও বলতেন।

## ذِكْرُ غَسْلِهِ يَدَهُ ﷺ بَعْدَ الطَّعَامِ

## নবী ﷺ-এর আহার শেষে হাত ধোয়ার বিবরণ

٦٥٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَكْثُرَ بَرَكَةَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ اِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَاِذَا رُفِعَ۔

৬৫৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরের বরকত বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন তার খাবার উপস্থিত হলে হাত ধুয়ে নেয় এবং তা তুলে নেওয়ার পরও হাত ধুয়ে নেয়।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে ওযূ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ওযূ করাও বুঝা যায়। অর্থাৎ আহার গ্রহণের পূর্বে ওযূ করে নেওয়া। কিন্তু এখানে ওযূ শব্দের অর্থ হাত ধোয়াই গ্রহণ করা উত্তম। কারণ খাওয়ার পূর্বে ওযূ করলে আবার খাওয়া শেষে ওযূ করার কোন অর্থ হয় না। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ আহার শেষে হাত ধোয়ার পর বলতেন ঃ يَا عِكْرَاشُ هٰذَا وَضُوْءٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ۔ "হে ইকরাশ! আগুনে রান্না করা জিনিস আহারের পর এভাবে ওযূ করতে (হাত ধুতে) হয় (তিরমিযী)।

"ঘরে বরকত হওয়া" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া, অল্প আহারে পরিতৃপ্ত হওয়া, অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকা এর অন্তর্ভুক্ত। নবী ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করার কারণে ঈমান ও তাক্‌ওয়া বৃদ্ধি পেতে পারে, বেশি বেশি সৎকাজ করার অনুপ্রেরণা জাগ্রত হতে পারে ইত্যাদিও বরকতের অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও আহারের পূর্বে ও পরে হাত পরিষ্কার করার উপকারিতা রয়েছে। ইমাম গাযালী (র) লিখেছেন, অলসতা ও অমনোযোগিতা সহকারে পানাহার করলে অলসতা ও অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং মনোযোগ সহকারে ও আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে 'বিসমিল্লাহ্' বলে আহার করলে মনোযোগিতা ও সতর্কতা ও আল্লাহ্‌র যিকির করার গুণাবলি বৃদ্ধি পায় (ইহ্‌ইয়া উলূমিদ্ দীন)।

## ذِكْرُ قَوْلِهِ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ وَشُكْرِهِ ﷺ لِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ

## আহার শেষে নবী ﷺ যে সব দু'আ করতেন এবং যা বলে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন তার বর্ণনা

٦٥٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ رَجُلٌ اِلَى طَعَامٍ فَذَهَبْنَا مَعَهُ، فَلَمَّ طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ اَوْ قَالَ يَدَيْهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَاَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلاَءٍ حَسَنٍ اَبْلاَنَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُكَافًى وَلاَ مَكْفُوْرٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَسَقٰى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسٰى مِنَ الْعُرْىِ وَهَدٰى مِنَ الضَّلاَلَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمٰى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنِى عَلٰى كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيْلاً اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

৬৫৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে খাবারের দাওয়াত দিলো। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। খাদ্য গ্রহণ শেষ করে হাত ধুয়ে তিনি এই দু'আ পড়লেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সবাইকে খাদ্য দান করেন। কিন্তু তিনি নিজে খানা খান না বা কেউ তাঁকে আহার দেয় না। তিনি আমাদের প্রতি দয়া করে আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন; আমাদেরকে খাদ্য এবং পানীয় দিয়েছেন এবং আমাদেরকে প্রতিটি উত্তম নিয়ামত দান করেছেন।" "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র! হে আমাদের রব! আমরা চিরদিনের জন্য খাদ্য পরিত্যাগ করছি না। আমরা এর কোন প্রতিদান দিতে পারি না। আমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না। এবং নিয়ামতের প্রতি অমুখাপেক্ষিতাও প্রকাশ করছি না।" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে খাদ্য দিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, উলঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করে বস্ত্র দান করেছেন, গোমরাহী থেকে রক্ষা করে হিদায়াত দান করেছেন এবং দৃষ্টিহীন না বানিয়ে দৃষ্টি দান করেছেন।" "অশেষ শুকরিয়া সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে তাঁর বহু সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।"

٦٥٦. عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَكَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا فِى الْجَائِعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانَا فِى الْعَارِيْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَمَلَنَا فِى الرَّاجِلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَلَّمَنَا فِى الْجَاهِلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

৬৫৬. হযরত সালাবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন খাবার খেতেন তখন বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি ক্ষুধার্তদের মধ্য থেকে আমাদের খাবার দান করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে বস্ত্রহীন না রেখে বস্ত্র দান করেছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি পায়ে হেঁটে গমনকারীদের মধ্যে আমাদেরকে সওয়ারী দান করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি মূর্খদের মধ্যে আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।

**ফায়দা ঃ** সুবহানাল্লাহ্! নবী ﷺ-এর দু'আসমূহের মধ্যেও আল্লাহ্‌র দাসত্বের কি বিস্ময়কর প্রকাশ! হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্য, পোশাক, সওয়ারী ও জ্ঞানের কারণে গর্ব না করে, বরং এসব আল্লাহ্‌র দান বলে মনে করে এবং সে জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া জানায়। কেননা, আল্লাহ্‌র এমন বহু বান্দা আছে যারা এসব নিয়ামত লাভ করেনি।

٦٥٧. عَنْ رِبَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَطْعَمَ اَوْ شَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

৬৫৭. হযরত রিবাহ্ ইব্‌ন আবীদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খাবার খেতেন কিংবা পানি পান করতেন তখন এই দু'আটি পড়তেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে খাদ্য দিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।"

**ফায়দা ঃ** মহান আল্লাহ্ যেভাবে তাঁর করুণা ও দয়ায় আমাদেরকে জীবন দান করেছেন অনুরূপভাবেই জীবন ধারণ যে সব জিনিসের ওপর নির্ভরশীল নিজের বিশেষ দয়া ও করুণায় তাও দান করেছেন। প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে জীবন ও সমস্ত জীবনোপকরণকে আল্লাহ্‌র দান মনে করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন।

'এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন' বলা হয়েছে এজন্য যে, এখানে দৈহিক জীবন যেভাবে খাদ্য ও পানীয়ের ওপর নির্ভরশীল তেমনি রূহানী জীবনও ইসলামের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ নিয়ামত লাভে ব্যর্থ হয়েছে সে মৃত। এজন্যই বড় নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে কখনো গাফিল হওয়া উচিত নয়।

٦٥٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ۔

৬৫৮. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী ﷺ থেকে ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٥٩. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَسَوَّغَهٗ وَجَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا ۔

৬৫৯. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পানাহার শেষ করে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন। এবং তা গলাধঃকরণ সহজ করে দিয়েছেন এবং নিঃসরণের পথ তৈরি করে দিয়েছেন।"

ফায়দা ঃ খাদ্যের সূক্ষ্ম অংশসমূহ দেহের অংশে রূপান্তরিত হয়। আর যা দেহের অংশে রূপান্তরিত হয় না তা বর্জ্য হিসেবে মানুষের দেহ থেকে বিভিন্নরূপে বেরিয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই দু'আর মাধ্যমে নবী ﷺ উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, মানুষের জন্য খাদ্য ও পানীয়ের সংস্থান হওয়া যেমন আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী, ঠিক তেমনি তা হযম হওয়ার ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্ তা'আলার অনেক বড় দান। এটা এত বড় একটা দান যে বহু লোকই জানে না তার দেহের অভ্যন্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত কত রকম বড় কলাকৌশল কাজ করছে। আল্লাহ্ না করুন, যদি পায়খানা পেশাব বন্ধ হয়ে যায়, ঘাম বের না হয় এবং দেহের তাপ নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই কেবল এসব নিয়ামতের মূল্য উপলব্ধি করা যায়।

٦٦٠. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرُ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ـ

৬৬০. হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে থেকে দস্তরখানা উঠিয়ে নেয়া হলে তিনি পড়তেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা, যা পবিত্র, কল্যাণময়!" হে আমাদের রব! এই খাদ্যের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না, তা পরিত্যাগ করা যায় না কিংবা তার প্রতি মনোযোগী হওয়াও যায় না।

ফায়দা ঃ আমরা এ দস্তরখান এজন্য উঠিয়ে নিচ্ছি না যে, যে খাদ্য খেলাম তা চিরদিনের জন্য যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আর কখনো খেতে হবে না কিংবা পানাহারের প্রয়োজন হবে না। হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষুধা বারবার আমাদেরকে পীড়া দিবে। তাই খাদ্যের প্রয়োজনও বারবার দেখা দিবে। আমরা আজীবন তোমার এই নিয়ামতের মুখাপেক্ষী থাকবো। এখন যেভাবে আমাদের খাদ্য দান করছো, ভবিষ্যতেও সেভাবে দান করবে।

٦٦١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُل خَدِمَ النَّبِىَّ ﷺ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْتَ وَاَسْقَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا اَعْطَيْتَ ـ

৬৬১. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আট বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করেছেন এমন এক ব্যক্তি তার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে খাবার হাযির হলে তিনি বলতেন, 'বিসমিল্লাহ্'। খাওয়া শেষ করে তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি বড়ই দয়া করেছো। তুমি খাদ্য ও পানীয় দান করেছো, হিদায়ত করেছো এবং জীবন দান করেছো। তুমি যে সব নিয়ামত দান করেছো সেজন্য সব প্রশংসা তোমারই।

**ফায়দা ঃ** 'বিসমিল্লাহ্' অর্থ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পুরোটা বলা। কেউ যদি শুধু 'বিসমিল্লাহ্' বলে তাহলে সেও বরকতহীনতা থেকে রক্ষা পাবে। খাওয়া শেষে নবী ﷺ যে সব দু'আ করতেন তার শব্দগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ এসব দু'আর মধ্যে যেটি ইচ্ছা পড়তে পারে, বিষয়বস্তু সবগুলোর একই। অর্থাৎ আল্লাহ্র এই সব বড় নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং এ কথা মনে করা যে, আমরা এসব নিয়ামত লাভের উপযুক্ত নই। আল্লাহ্ অতীব দয়ালু ও করুণাময়। বান্দার প্রতি দয়া ও করুণা পরবশ হয়ে তিনি এসব নিয়ামত দান করেছেন। কে পারে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে ?

## ذِكْرُ الاٰنِيَةِ الَّتِيْ كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا النَّبِيُّ ﷺ

## নবী ﷺ যে সব পাত্রে পানি পান করতেন তার বর্ণনা

٦٦٢. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَنَسٍ فَرَأَيْتُ فِى بَيْتِه قَدَحًا مِنْ خَشَبٍ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْرَبُ فِيْهِ وَيَتَوَضَّأُ -

৬৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-এর কাছে গেলে তার ঘরে কাঠের একটি বড় পাত্র দেখতে পেলাম। তিনি (আনাস) (রা) বললেন, নবী ﷺ এই পাত্রে পানি পান করতেন এবং এতেই ওযূ করতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ কাঠের পাত্রে পানি পান করেছেন। "শামাইলে তিরমিযী" গ্রন্থে হযরত সাবিত (র) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সাবিত (র) বলেন, হযরত আনাস (রা) আমাকে একটি কাঠের মোটা পাত্র বের করে দেখিয়ে বললেন, সাবিত, এটা নবী ﷺ -এর পাত্র।

٦٦٣. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ صَاحِبَ اِسْكَنْدَرِيَّةَ بَعَثَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحِ قَوَارِيْرَ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ -

৬৬৩. হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক, নবী ﷺ -এর জন্য একটি কাঁচের পাত্র উপহার পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাতে পানি পান করতেন।

٦٦٤. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُقَوْقِسُ قَالَ اَهْدَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْحُ قَوَارِيْرَ فَيَشْرَبُ فِيْهِ –

৬৬৪. উবায়দুল্লাহ ইবন্ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক) মুকাওকিস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উপহার হিসেবে আমি একটি কাঁচের পাত্র পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাতে পানি পান করতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিস। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। তাই তাঁর বর্ণিত এ হাদীস মুহাদ্দিসগণের কাছে 'মাজরূহ্' অর্থাৎ দোষযুক্ত।

٦٦٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ اُرْسِلَ اِلَيْهِ بِقَدْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيْهِ –

৬৬৫. হযরত আনাস (ইবন্ মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি পাত্র পাঠানো হয়েছিল, ঐ পাত্রে তিনি পানি পান করতেন।

٦٦٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا الْقَدْحِ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيْذَ فَلَوْلَا اَنِّي رَاَيْتُ اَصَابِعَهُ فِيْ هٰذِهِ الْحَلْقَةِ لَجَعَلْتُ عَلَيْهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ –

৬৬৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পানি, দুধ ও নবীয পান করিয়েছি। আমি যদি এই পাত্রের পার্শ্বদেশে তাঁর আঙুলের স্পর্শ না দেখে থাকতাম তাহলে তা স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে মুড়ে দিতাম।

٦٦٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِي النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدْحِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ الْبَارِدَ –

৬৬৭. হযরত আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এই পাত্রে নবী ﷺ-কে দুধ, মধু, ছাতু, নবীয ও ঠাণ্ডা পানি পান করাতাম।

**ফায়দা ঃ** এ সব হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম নবী ﷺ-কে অতি মাত্রায় ভালবাসতেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিসকে বরকত লাভের জন্য সযত্নে হিফাযত করেছিলেন এবং তা লাভ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খাদিম হযরত আনাস (রা) লাভ করেছিলেন তাঁর পানপাত্র। তাই তিনি গর্ব করে বলতেন, আমি এই পাত্রে নবী ﷺ-কে পানি, দুধ, নবীয, মধু, ছাতু এবং ঠাণ্ডা পানি পান করিয়েছি। পেয়ালাটি তিনি সযত্নে নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছিলেন।

## صِفَةُ تَنَفُّسِهِ فِى اِنَائِهِ ﷺ

## পানি পানের সময় নবী ﷺ-এর শ্বাস গ্রহণের বর্ণনা

٦٦٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ جُرْعَةً ثُمَّ قَطَعَ ثُمَّ سَمَّى ثُمَّ جَرَعَ ثُمَّ قَطَعَ ثُمَّ سَمَّى ثَلاَثًا حَتّٰى فَرَغَ فَلَمَّا شَرِبَ حَمِدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ –

৬৬৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ঢোক পানি পান করে থামলেন এবং 'বিসমিল্লাহ্' বললেন। তারপর এক ঢোক পানি পান করে থামলেন। এভাবে তিনি তিনবার 'বিসমিল্লাহ্' বললেন এবং পানি পান শেষ করলেন। সবশেষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অর্থাৎ 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়লেন।

٦٦٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا –

৬৬৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাত্রে পানি পান করার সময় নবী ﷺ দুই অথবা তিনবার শ্বাস নিতেন।

٦٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاَثًا –

৬৭০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পানি পান করার সময় নবী ﷺ তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন।

٦٧١. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ عَلَى الْاِنَاءِ ثَلٰثَةَ اَنْفَاسٍ يَحْمَدُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ نَفَسٍ وَيَشْكُرُهُ عِنْدَ اٰخِرِهِنَّ –

৬৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রে পানি পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ করার সময় আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং শেষবারে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতেন।

**ফায়দা** ঃ তিনবার শ্বাস গ্রহণ করে পানি পান করা সুন্নত। এক নিঃশ্বাসে পানি পান করার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তিনবার শ্বাস গ্রহণ করে পানি পান করার পদ্ধতি হলো, একবার পানি পান করে পানির পাত্র মুখ থেকে সরিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। তারপর আবার পান করতে হবে। এভাবে তিনবার পান করাকে তিনশ্বাসে পানি পান করা বলে। পানি পানকালে পানপাত্র মুখের সাথে রেখেই পাত্রের মধ্যে শ্বাস নেয়ার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الاِنَاءِ (اَلْبُخَارِى)

হযরত আবূ কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পানি পান করার সময় তোমরা কেউ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলবে না। (বুখারী)

উলামায়ে কেরাম এক নিঃশ্বাসে পানি পান করার অনেক কুফল ও ক্ষতিকর দিকের উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে পাকস্থলী ও যকৃত প্রদাহের কারণ হওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক নিঃশ্বাসে পানি পান করায় তাৎক্ষণিকভাবেও ততটা তৃপ্তি এবং শান্তি পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় থেমে থেমে তিনবারে পান করলে। এ বিষয়ে পরে এক হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে। ইন্‌শাআল্লাহ।

তাছাড়া পানি পানকালে 'বিসমিল্লাহ্' পড়া সুন্নত। প্রতিটি নেক কাজে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ কল্যাণ লাভের কারণ হয়। পানি পান শেষে প্রকৃত নিয়ামত দাতার শুকরিয়া আদায় করাও অতীব কল্যাণকর। মহান আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত লাভের পর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমেই তাঁর নিয়ামতের হক আদায় করা সম্ভব। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারীদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন। এবং তাঁর জন্য নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ তোমরা আমার (নিয়ামতের) শুকরিয়া আদায় করলে আমি তা বৃদ্ধি করে দেবো।

٦٧٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ عِصْمَةَ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ نَفِيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ -

৬৭২. আবূ ইস্‌মা (রা) ........... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক নিঃশ্বাসে পানি পান করেছেন।

**ফায়দা ঃ** হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের একজন বর্ণনাকরী অর্থাৎ আবূ ইসমা মারওয়াযী এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ কারণে হাদীসটি দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। অপরদিকে এর বিপক্ষে এমন কিছু সহীহ্ হাদীস আছে যা দ্বারা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে নবী ﷺ এক নিঃশ্বাসে পানি পান করতে নিষেধও করেছেন। এসব সত্ত্বেও যদি এ হাদীসটিকে সহীহ্ হিসেবে গ্রহণ করা যায় তবে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, নিছক বৈধতা আছে একথা প্রমাণ করার জন্য কখনো নবী ﷺ এরূপ করেছেন। এবং হাদীসের নিষেধাজ্ঞাকে চিকিৎসাগত নিষেধাজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

٦٧٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِىْ الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ هُوَ اَهْنَأُ وَاَبْرَأُ وَاَشْفَى قَالَ اَنَسٌ فَاَنَا اَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاَثًا –

৬৭৩. হযরত আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পানি পান করার সময় নবী ﷺ তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন। তিনি (নবী ﷺ ) বলতেন ঃ এটা সবচেয়ে আরামদায়ক, স্বাস্থ্যকর এবং রোগ নিরাময়কারী। আনাস (রা) বলেন, আমি সব সময় তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করে থাকি।

**ফায়দা ঃ** এ বিষয়ে 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে একখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا اِذَا شَرِبَ وَيَقُوْلُ هُوَ اَمْرَأُ وَاَرْوَى – ''আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, পাত্রে পানি পান করার সময় নবী ﷺ তিনদমে পান করতেন। তিনি বলতেন ঃ এভাবে পানি পান করা সর্বাপেক্ষা আরামপ্রদ ও তৃপ্তিদায়ক।"

একথা ঠিক যে, একবারে এক নিঃশ্বাসে পান করায় পিপাসা পুরোপুরি নিবৃত্ত হয় না এবং তিনবারে তিন নিঃশ্বাসে পান করার মত তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। চিকিৎসাবিদদের মতে তীব্র পিপাসার সময় অতি সামান্য পরিমাণ পানি ধীরে ধীরে পান করা উচিত; একবারে বেশি মাত্রায় পান করায় রোগের আশংকা থাকে।

٦٧٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا –

৬৭৪. হযরত আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

٦٧٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ مَاءً فَتَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ –

৬৭৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, পানি পানকালে নবী ﷺ দুইবার শ্বাস গ্রহণ করেছেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসটিতে দুইবার শ্বাস গ্রহণ করে পানি পান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এভাবে পানি পানের বৈধতা বর্ণনার জন্যই নবী ﷺ এরূপ করেছেন। কোন কোন সময় এভাবে পানি পান করা যে বৈধ এ হাদীসটি তারই প্রমাণ। কেননা, একথা হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, নবী ﷺ সাধারণত তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। আর হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে পানি পান করার মাঝখানে নবী ﷺ দুইবার শ্বাস গ্রহণ করেছেন তাহলে অন্য সব হাদীসের সাথে এ হাদীসটির কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য থাকে না। কারণ, পানি পান করার মাঝখানে যদি দুইবার শ্বাস গ্রহণ করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তিনটি নিঃশ্বাসে পুরো পানি পান করা হবে। এটি সুন্নত পদ্ধতিও বটে। অন্য কথায় এটিকেই তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা বলা হয়েছে।

٦٧٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَاشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرَابًا اِلاَّ تَنَفَّسَ فِيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ -

৬৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পান করা ছাড়া পানি পান করতেন না। তিনি এই সময় (পানকালে) 'বিসমিল্লাহ্' এবং (পানশেষে) 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়তেন।

٦٧٧. عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الاَصَمِّ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُتِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَاءِ فَيَضَعُهُ عَلٰى فِيْهِ فَيُسَمِّى اللّٰهَ وَيَشْكُرُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَشْكُرُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثًا لاَيَعِبُّ وَلاَ يَلْهَثُ -

৬৭৭. হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আসাম্ম (রা) তাঁর খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য পানি আনতাম। তিনি পানির পাত্র নিয়ে মুখে লাগাবার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলতেন এবং শুকরিয়া আদায় করতেন। এরপর মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিতেন এবং শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনবার এরূপ করতেন। শ্বাস গ্রহণ না করেই একবারে সবটুকু পানি পান করতেন না কিংবা জিহবা বের করেও পান করতেন না।

## مَارُوِىَ عَنْهُ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَقٰى قَوْمًا كَانَ اٰخِرَهُمْ شُرْبًا

## অন্যদের পানি পান করানোর সময় নবী ﷺ নিজে সবার শেষে পান করতেন

٦٧٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْقِى اَصْحَابَهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوْ شَرِبْتَ؟ فَقَالَ سَاقِىُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ -

৬৭৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর সাহাবাদেরকে কিছু পান করাচ্ছিলেন ? সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি বললেন ঃ কোন দলকে যিনি পান করান তিনি সবশেষে পান করেন।

٦٧٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ فَنَاوَلَ الَّذِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ-

৬৭৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিজে পান করার পরে তাঁর ডানপাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দিলেন।

٦٨٠. عَنْ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا وَعَلَى يَمِيْنِهِ أَعْرَابِىٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ الاَعْرَابِىُّ وَقَالَ الا يْمَنُ فَالأَيْمَنُ –

৬৮০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিলো এক বেদুঈন এবং বাঁ দিকে ছিলেন হযরত আবূ বক্‌র (রা)। তিনি (নিজে পান করার পর) সে বেদুঈনকে দিয়ে বললেন ঃ প্রথমে ডান দিকের ব্যক্তি এবং পরে তার ডান দিকের ব্যক্তিকে ক্রমান্বয়ে দিতে হবে।

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকে পানি পান করা এবং পান করানোর নিয়ম জানা যায়। যিনি একদল লোককে পান করান তার জন্য নিয়ম হচ্ছে, সবাইকে পান করানোর পর সবশেষে তিনি পান করবেন। কেউ যদি পান করতে থাকে বা পান করার পরে নিজের সঙ্গী কাউকে পান করাতে চায় তাহলে প্রথমে তার ডান দিকের ব্যক্তিকে দিবে। ডান দিকের ব্যক্তির অধিকার অগ্রগণ্য হবে। কিন্তু বাঁ দিকে যদি কোন সম্মানিত বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকেন তাহলে ডান দিকের ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে তাকে দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু পানীয় বস্তু আনা হলে তিনি নিজে পান করার পর দেখালেন তাঁর ডানদিকে একটি বালক বসে আছে এবং বাঁ দিকে কিছু সংখ্যক বয়স্ক লোক বসে আছেন। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ এসব বয়স্ক লোককে দেয়ার জন্য তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে ? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ, আল্লাহ্র শপথ! আপনার থেকে প্রাপ্ত আমার কোন অংশে আমি কাউকেই অগ্রাধিকার দিব না। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী ﷺ ঐ বালককেই দিলেন। (বুখারী)

٦٨١. عَنْ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شَيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَعْطَى الاَعْرَابِىَّ وَقَالَ الاَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ–

৬৮১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু পানি মিশ্রিত দুধ আনা হলে তিনি তার কিছুটা পান করলেন। সেই সময় তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন ছিলো এবং বাঁ দিকে ছিলেন আবূ বক্‌র (রা)। তিনি (দুধ) পান করার পর

বেদুঈনকে দিয়ে বললেন ঃ প্রথম হক্‌দার ডান দিকের ব্যক্তি এবং তারপর তার ডান দিকের ব্যক্তি।

٦٨٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ مُعْمَرِ الاَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دَارِنَا هٰذِهِ وَمَعَهُ أَبُوْبَكْرٍ وَنَاسٌ مِنَ الاَعْرَابِ فَحَلَبْتُ لَه شَاةً وَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءً مِنْ بِئْرِنَا هٰذِهِ ثُمَّ سَقَيْنَاهُ فَشَرِبَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَالاَعْرَابِىُّ عَنْ يَمِيْنِهِ- فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَبُوْبَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَعْرَابِىَّ وَقَالَ الأَيْمَنُ فَالاَيْمَنُ-

৬৮২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মা'মার আনসারী (রা) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এই বাড়িতে আসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বক্‌র (রা), উমর (রা) এবং আরো কিছু সংখ্যক মরুবাসী আরব। আমি নবী ﷺ -এর জন্য বক্‌রী দোহন করলাম এবং সে দুধের সাথে আমাদের এই কূপের কিছু পানি মিশিয়ে তাঁকে দিলাম। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর বাঁ পাশে ছিলেন আবূ বকর ও উমর এবং ডান পাশে ছিল মরুবাসী বেদুঈনরা। নবী ﷺ পান করার পর উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বক্‌রকে দিন। কিন্তু তিনি প্রথমেই মরুবাসী বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন ঃ প্রথমে ডান দিকের ব্যক্তিদের অধিকার।

## ذِكْرُ شُرْبِهِ ﷺ قَائِمًا وَقَاعِدًا

## নবী ﷺ-এর দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করার বর্ণনা

٦٨٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَصَلّٰى حَافِيًا وَمُتَنَعِّلاً وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ -

৬৮৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে , নবী ﷺ দাঁড়িয়ে ও বসে পান করেছেন, জুতা পরে এবং জুতা খুলে (উভয় অবস্থায়) সালাত পড়েছেন এবং সালাত শেষে ডান ও বাঁ (দুই দিক) থেকে উঠে মুসাল্লা হতে ফিরেছেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে তিনটি বিষয় বলা হয়েছে ঃ এক. নবী ﷺ বসে এবং (ওযরের ভিত্তিতে কখনো কখনো) দাঁড়িয়ে (দুভাবেই) পানি পান করেছেন। দুই. তিনি জুতা পরে

এবং জুতা খুলে (দুভাবেই) সালাত পড়েছেন। তিন. সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি ডান এবং বাঁ (দুই পাশ থেকেই) উঠে চলে যেতেন। কখনো কোন পার্শ্ব নির্দিষ্ট করে নেন নি। তিনি তাঁর আমল দ্বারা দুই পন্থারই বৈধতা বর্ণনা করেছেন। তবে কোন্‌টি উত্তম পরে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

٦٨٤. عَنْ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا–

৬৮৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

٦٨٥. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا –

৬৮৫. আয়েশা বিন্‌ত সাদ তাঁর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি।

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকে নবী ﷺ কর্তৃক দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় প্রকারে পান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত অধিকাংশ হাদীসই দাঁড়িয়ে পান করার সপক্ষে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিপুল সংখ্যক এমন হাদীস আছে যেখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ সব হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করার হাদীসগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগের। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে পরে। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান করা সম্পর্কিত হাদীসগুলো 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে গিয়েছে। এসব হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, নবী ﷺ বৈধতা বর্ণনার জন্য কোন কোন সময় দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে তা হারামসূচক নির্দেশনা নয়, বরং পানাহারের নিয়ম হিসেবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে শুধু উত্তম নিয়ম-নীতি পরিত্যাগ বা 'মাকরূহ' বলা যেতে পারে।

আল্লামা ইবন কাইয়িম (রা) দাঁড়িয়ে পানি পান করার অনেক ক্ষতির কথা উল্লেখ করছেন। যার কয়েকটি হলো ঃ দাঁড়িয়ে পান করার প্রথম ক্ষতি হচ্ছে, এভাবে পানি পান করাতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না, পিপাসার অনুভূতি অবশিষ্ট থেকে যায়। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে, এভাবে পান করাতে পানি পাকস্থলীতে গিয়ে জমতে পারে না, বরং পরক্ষণেই নিচের দিকে নেমে যায়। এতে যে সব অঙ্গের পানির প্রয়োজন সে সব অঙ্গ পানি থেকে বঞ্চিত হয়। তৃতীয় ক্ষতি হচ্ছে, দাঁড়িয়ে পানি পান করায় তা অতি দ্রুত পাকস্থলীতে পৌঁছে যায় যার কারণে পাকস্থলীর উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্য বড় রকম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে হঠাৎ মাঝেমধ্যে এরূপ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

٦٨٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ فَرَاٰى قِرْبَةً مُعَلَّقَةً فِيْهَا مَاءٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَامَتْ اِلَيْهَا اُمُّ سُلَيْمٍ فَقَطَعَتْهَا بَعْدَ شُرْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا ثُمَّ قَالَتْ ؟ لَايَشْرَبُ مِنْهَا اَحَدٌ بَعْدَ شُرْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৬৮৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মে সুলায়মের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলেন পানিভর্তি একটি মশ্‌ক লটকানো আছে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তা থেকে পানি পান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পান করার পর উম্মে সুলায়ম (রা) উঠে মশ্‌কের কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন সে অংশটা কেটে নিলেন। তিনি বললেন, আমি এই মশ্‌কের মুখ (বরকত লাভের জন্য) এ কারণে কেটেছি যাতে নবী ﷺ-এর পর আর কেউ সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতে না পারে।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে বর্ণিত দু'টি বিষয় বিশেষ করে বুঝতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, তিনি মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছেন। এর বিপরীতে এমন সব হাদীসও আছে যাতে তিনি মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। হাদীস বিশারদগণ এর সমন্বয় করেছেন এভাবে যে, এটাও হয়তো ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা ছিলো এবং যে সব হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো পরবর্তী সময়ের হাদীস অথবা কেবল বৈধতা প্রকাশের জন্যই নবী ﷺ মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছেন যাতে তা সে অকাট্য হারাম নয় বরং নিয়ম ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী তা বোঝা যায়। এমনও হতে পারে যে, মশকের মধ্য থেকে কোন পোকামাকড় বের হয়ে ক্ষতি সাধন করবে। যেমন একজন সাহাবীর ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। তিনি মশক থেকে পানি পানকালে একটি সাপ বেরিয়ে এসেছিলো। এ কারণে নবী ﷺ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

## مَاذُكِرَ اَنَّهُ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ ﷺ

## নবী ﷺ-এর জন্য মিঠা পানি সরবরাহ করার বর্ণনা

٦٨٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ السُّقْيَاءِ ـ

৬৮৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বুয়ূতুস্ সুক্‌ইয়া' নামক ঝর্ণা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মিঠা পানি আনা হতো।

**ফায়দা ঃ** 'বুয়ূতুস সুক্ইয়া' একটি ঝর্ণার নাম। এটি মদীনা থেকে দুইদিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। কারো কারো মতে এটি মদীনার পার্শ্ববর্তী হাররা নামক স্থানের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিলো। এটাই অধিক যুক্তিসংগত মত বলে মনে হয়। নবী ﷺ মিঠা বা কোমল পানি পছন্দ করতেন। এ কারণে উক্ত ঝর্ণা থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হতো। মিঠা বা কোমল পানি অন্য স্থান থেকে আনা যেতে পারে এ হাদীস থেকে তারই বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা তাক্ওয়ার পরিপন্থী নয়।

٦٨٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ طَرْفِ الْحَرَّةِ -

৬৮৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য (মদীনার পার্শ্ববর্তী) 'হার্‌রা'-এর দিক থেকে সুস্বাদু পানি আনা হতো।

٦٨٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْحُلْوُ الْبَارِدُ -

৬৮৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, খাবার পানির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল মিঠা ঠাণ্ডা পানি।

**ফায়দা ঃ** মিঠা পানির অর্থ মধু মিশ্রিত শরবত কিংবা খেজুর ও কিশমিশের নাবীযও হতে পারে। কারণ এসব পানীয়ও তাঁর কাছে খুব প্রিয় ছিলো। এর অর্থ সাদা সুস্বাদু পানিও হতে পারে। যা প্রকৃতিগতভাবেই উত্তম ও কোমল হয়ে থাকে। সুতরাং ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী ﷺ-এর জন্য মদীনার বাইরের একটি ঝর্ণা থেকে সুস্বাদু পানি আনা হতো; এ পানি তিনি খুবই পছন্দ করতেন।

٦٩٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَارِدُ الْحُلْوُ -

৬৯০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাবার পানির মধ্যে মিঠা ও ঠাণ্ডা পানি ছিলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয়।

٦٩١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَاءُ مِنَ السُّقْيَا وَالسُّقْيَا مِنْ اَطْرَافِ الْحَرَّةِ عِنْدَ اَرْضِ بَنِيْ فُلَانٍ -

৬৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য 'সুক্ইয়া' নামক স্থান থেকে সুস্বাদু পানি আনা হতো। 'সুক্ইয়া' হার্‌রার পার্শ্ববর্তী অমুক গোত্রের (বনী

যুরায়েক) আবাসস্থলের সন্নিকটস্থ একটি স্থানের নাম যা মদীনা থেকে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, কোন স্থান থেকে সুস্বাদু কোমল পানি নিয়ে আসায় কোন ক্ষতি নেই। সুস্বাদু পানি আল্লাহ্‌র অন্যতম নিয়ামত। এ পানির ব্যবহার কৃচ্ছ্রতা ও তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী নয়।

٦٩٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ يُبْرِدُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَاءَ فِى شِجَابٍ لَهُ عَلٰى حِمَارَةٍ مِّنْ جَرِيْدٍ -

৬৯২. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য পানি ঠাণ্ডা করতো। সে পানির মশক খেজুরের ডাল নির্মিত তিন কোণ বিশিষ্ট একটি কাঠামোর ওপর রেখে এ কাজ করতো।

**ফায়দা ঃ** ঐ সাহাবীর নাম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কোন রেওয়ায়েতে নাম হুশাইস ইব্‌ন নাসর আসলামী এবং কোন রেওয়ায়েতে আবুল হাইমাস ইব্‌ন তাইহান বলা হয়েছে। পানি ঠাণ্ডা করার এই নিয়ম প্রাচীনকালে চালু ছিলো। খেজুর গাছের তিনটি খণ্ড পরস্পর গামলার আকারে বেঁধে তার ওপর মশ্‌ক কিংবা পানি পাত্র রেখে দেয়া হতো। উন্মুক্ত থাকার কারণে চারদিক থেকে বাতাস লেগে পানি দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যেতো।

## ذِكْرُ قَوْلِهِ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ -

## নবী ﷺ -এর বাণী ঃ নারী ও সুগন্ধিকে আমার প্রিয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে

٦٩٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ -

৬৯৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ার দু'টি জিনিসের প্রতি আমার মধ্যে ভালবাসা দেয়া হয়েছে ঃ সুগন্ধি ও নারী। আর আমার চোখের শীতলতা (মনের প্রশান্তি) দেয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসটিতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক এবং মৌলিক বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে; যা ঈমান, সমাজ এবং আখিরাত এ তিনটির সাথেই সম্পৃক্ত।

## (১) সুগন্ধির প্রতি আকর্ষণ

সুগন্ধি নবী ﷺ-এর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। হাদীসে এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ নবী ﷺ-এর আতর ও খোশবু ব্যবহার সম্পর্কে স্বতন্ত্র শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। সুগন্ধির প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ ঈমানের নিদর্শন। আল্লাহ্‌র পবিত্র সৃষ্টি ফেরেশ্‌তাগণ সুগন্ধি এত ভালবাসেন যে, সুগন্ধি যেখানেই থাকে সেখানেই তাঁরা নাযিল হন। এবং যেখানে দুর্গন্ধ থাকে সেখানে তাঁরা আসেন না। জান্নাত তো সুগন্ধিতে আমোদিত থাকবে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাকে সুগন্ধি তুলসী ফুলও পেশ করা হয় তাহলে তুমি তা ফিরিয়ে দিও না। কেননা, মূলত তা জান্নাত থেকে এসেছে। (শামাইলে তিরমিযী) আলিমগণ লিখেছেন, প্রকৃত সুগন্ধি আছে জান্নাতে। আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে তার নমুনা সৃষ্টি করেছেন যাতে তা জান্নাতের প্রতি আকর্ষণের কারণ হতে পারে। পার্থিব বিচারেও সুগন্ধি একটি উত্তম বস্তু। সুগন্ধি মন-মস্তিষ্কের উত্তম খাদ্য। যা দ্বারা তা তরতাজা থাকে এবং শক্তি অর্জন করে। সুগন্ধি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার নির্যাস। এটি ঈমানের একটি অংশ। এ কারণে দীন ও শরীয়তের ধারক ও বাহক আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে নগণ্য পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে সুগন্ধি ছিলো অতীব পছন্দনীয়। তিনি শুধু সুগন্ধির প্রতি আকৃষ্টই ছিলেন না বরং নিজেই ছিলেন সুগন্ধির উৎস। এটা ছিলো তাঁর সত্যতার সুস্পষ্ট মুজিযা। কতিপয় হাদীসে একথা প্রমাণিত যে, নবী ﷺ-এর পবিত্র ঘাম এতই সুগন্ধিময় ছিল যে, সাহাবীগণ তা সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করতেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) থেকে মুসলিম শরীফে এমর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নবী ﷺ ঘুমানোর সময় তাঁর পবিত্র শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। তিনি তখন ঐ ঘাম একটি ছোট বোতলে জমা করতে শুরু করলেন। নবী ﷺ-এর নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন একি করছো ? উম্মে সুলাইম (রা) বললেন ঃ এ ঘাম আমি আমার খোশবুর সাথে মিশাব কারণ এ ঘাম সর্বাপেক্ষা খোশবুযুক্ত। সুগন্ধি না লাগালেও নবী ﷺ-এর পবিত্র শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর (শরীরের) সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত কোন মিশ্‌ক আম্বর বা অন্য কোন সুগন্ধি আমি দেখিনি। আবূ ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যে পথ দিয়ে যেতেন ছড়িয়ে থাকা খোশবু থেকে সে পথে যাতায়াতকারী যে কেউ বুঝতে পারতো যে, একটু আগেই নবী ﷺ এপথ অতিক্রম করেছেন। নিজের শরীর সুগন্ধিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উম্মতের শিক্ষার জন্য তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

## (২) নারীর প্রতি ভালবাসা

এ বিষয়টি বোঝার জন্য ইসলামপূর্ব সমাজ এবং ইতিহাসের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া দরকার। যাতে হাদীসটির সঠিক অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলিমগণ এর বহুবিধ যুক্তি ও কল্যাণকারিতা বর্ণনা করেছেন।

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন ঃ নবী ﷺ-এর মেয়েদেরকে (তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ) ভালবাসা ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মধ্যে বহু সংখ্যক যুক্তি এবং মৌলিক বিষয় ছিল যার মধ্য থেকে কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিলো স্ত্রীদের সাথে কিভাবে জীবন যাপন করতে হয় এবং নিজের সন্তানের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়া। তিনি বাস্তব কর্মের মাধ্যমেই এ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমি আমার স্ত্রীর জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম।

২. যে সব কাফির ও মুশরিক বলতো, তিনি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাকলে নারীদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না তাদেরকে এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল। বর্তমান কালের খ্রিস্টানরাও এই একই অভিযোগ করে থাকে। এর জবাবে পবিত্র কুরআনও সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً الاية - আমি তোমার পূর্বে বহু সংখ্যক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। আর আমি তাদেরকে স্ত্রী এবং সন্তানও দিয়েছিলাম। (সূরা রা'দ)

বিজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন যে, বিয়ে-শাদী মোটেই কৃচ্ছ্রতা ও তাক্ওয়ার পরিপন্থী নয়। কারণ, এটি নবী-রাসূলগণের সুন্নত। অথচ কৃচ্ছ্রতা ও তাক্ওয়ার প্রকৃত উৎসই হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ।

৩. এমন অনেক আদেশ-নিষেধ উম্মতের কাছে পৌছানো তাঁর কর্তব্য ছিলো যা মেয়েদের সাথে সম্পর্কিত এবং শুধু মেয়েরাই তার ব্যাখ্যা ও প্রচারের কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। যেমন- হায়েয, নিফাস, প্রভৃতি। সুতরাং এসব বিষয়ে জানার জন্য সাহাবায়ে কিরাম সব সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের শরণাপন্ন হতেন। কারণ, ঐ সব বিষয়ে তারাই সর্বাপেক্ষা বেশি জানতেন।

এসব আদেশ-নিষেধ ও যুক্তি ছাড়া আরো একটি মৌলিক কারণ আছে। সে হলো, ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগে যেখানে অনেক অকল্যাণ ছাড়াও ছিলো মানবতা বিধ্বস্ত। সেখানে সবচাইতে একটি বড় জুলুম ছিলো এই যে, সমাজে নারীর মর্যাদা ও অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছিলো। তারা নারীকে নিজেদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার কারণ বলে মনে করতো। তার সাথে দাস-দাসীর চেয়েও জঘন্য আচরণ করা হতো। তারা নিজেদের কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দিতো। নারীর ওপর নির্যাতন চালানো, তাকে ঘৃণা ও হেয় করা ছিল তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। এ বিষয়ে কুরআন মজীদেই ইরশাদ হয়েছে; ( سورة التكوير ) وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ، بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - —সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন জীবন্ত কবর দেয়া মেয়েদের জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো ? (সূরা তাকবীর)

ইসলাম এসে সমস্ত অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন ও অকল্যাণকে একেবারে বিদূরীত করে সমাজকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিয়েছে। নারীর অধিকারসমূহ করা হয়েছে সংরক্ষিত। সমাজে তাদের স্থান ও মর্যাদা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং সমাজ সংস্কারের সর্বাধিক উন্নত পন্থা যা হতে পারে তা কার্যকর করে ঐ সব মন্দ ও অকল্যাণকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

মহা নবী ﷺ কার্যত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে (যা ছিল তাঁর একারই বৈশিষ্ট্য) সমাজের সংস্কার সাধন করেছেন। সমাজ মন থেকে নারীদের প্রতি ঘৃণা দূর করেছেন। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র কুদরত দেখার মতো। পুত্র সন্তানের পরিবর্তে তাঁর কন্যা সন্তানেরাই দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের সাথে যে আচরণ করেছেন তা সবার সামনে বিদ্যমান। তাঁর এই আচরণে নারী জাতি নবজীবন লাভ করলো। তিনি তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিলেন। মানুষের মনে তাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করলেন। নিজে ঘোষণা করলেন ঃ এসব অসহায় ও নির্যাতিত নারীদেরকে আমি ভালবাসি। আমি তাদের প্রতি আদৌ কোন প্রকার ঘৃণাপোষণ করি না। এসব কথা নারীদের জন্য এমন সৌভাগ্যের যে, এজন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবে না। এ জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটিই মাত্র পথ আছে আর সেটি হচ্ছে নিজের মধ্যে ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি করা, ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ইসলামী সমাজকে আপন করে নেয়া। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য ভূমিকা রেখে যাওয়া।

### ৩. আমার চোখের শীতলতা দেয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে

গোটা এই হাদীসটির নির্যাস এবং সারমর্ম হচ্ছে এই বাক্যটি। পার্থিব বস্তুসমূহের প্রতি যতো গভীর সম্পর্কই হোক তা ঐ পর্যন্ত সীমিত থাকা উচিত। প্রকৃত ভালবাসার সম্পর্ক এবং প্রশান্তি আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত বস্তুসমূহের সাথে হওয়া উচিত। কারণ, সেটাই চিরস্থায়ী অবস্থানের জায়গা। আল্লাহ্‌র সাথে মজবুত সম্পর্ক কায়েম হলেই কেবল আখিরাতের সাথে সম্পর্ক কায়েম হতে পারে। সালাত মু'মিনের জন্য মি'রাজ এবং আল্লাহ্‌র সাথে নিরিবিলি কথোপকথনের একমাত্র উপায়। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ সালাতের মধ্যে সব সময় প্রশান্তি ও আরাম লাভ করে থাকেন। এ ব্যাপারে নবীগণের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। নবী ﷺ সালাত পড়তে চাইলে বিলালকে বলতেন ঃ أَرِحْنَا يَابِلاَلُ হে বিলাল! আমার জন্য আরামের ব্যবস্থা করো অর্থাৎ সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করো, আযান দাও। তিনি সালাতে অত্যন্ত প্রশান্তি লাভ করতেন। প্রতিটি বিপদের মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন সালাতে।

٦٩٤. عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مُطِيْعُ عَنْ اَبِيْهِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُعْطِيْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ هٰذِهِ اِلاَّ نُسَيَّاتِكُمْ ـ

৬৯৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী' (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের এই অস্থায়ী দুনিয়ায় অসহায় নারী ছাড়া আমাকে আর কিছুই দেয়া হয়নি।

٦٩٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّهُ -

৬৯৫. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে যেহেতু সুগন্ধির কথা উল্লেখ আছে তাই গ্রন্থকার আলোচ্য অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আরো অধিক ব্যাখ্যা প্রথমাংশে ذِكْرُ مُحَبَّتِهِ لِلطِّيْبِ ( নবী ﷺ-এর সুগন্ধি প্রীতি) অনুচ্ছেদে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয় ঃ বালিশ, তেল ও সুগন্ধি এবং দুধ। (শামায়েলে তিরমিযী)

٦٩٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَاءُ مِنَ اللَّيْلِ يَعْرِضُ عَلَيْهِ سِوَاكَهُ ، فَاِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ خَلاَ وَاسْتَنْجَى وَاسْتَاكَ ثُمَّ يَطْلُبُ الطِّيْبَ فِيْ جَمِيْعِ رِبَاعِ نِسَائِهِ -

৬৯৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটা পাত্র ছিলো। তিনি রাতের বেলা তার মধ্যে মিস্‌ওয়াক রাখতেন। রাতে তিনি যখন (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠতেন তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে মিস্‌ওয়াক করতেন এবং তারপর স্ত্রীদের ঘরে সুগন্ধি খুঁজে নিয়ে ব্যবহার করতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে খোশবুর কথা উল্লেখ থাকায় গ্রন্থকার হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, নবী ﷺ সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন। নির্জনে ও রাত্রে যেহেতু তিনি ফেরেশতাদের সাথে সাক্ষাত করতেন, কথাবার্তা বলতেন এবং হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন এ কারণে সেই সময় তিনি সুগন্ধির প্রয়োজন বেশি অনুভব করতেন। কেননা, ফেরেশতাগণ সুগন্ধি পছন্দ করেন এবং দুর্গন্ধ ঘৃণা করেন। একই কারণে তিনি পিয়াজ এবং রসুনও ব্যবহার করতেন না যাতে ফেরেশ্‌তাগণ কষ্ট না পান।

## ذِكْرُ قَوْلِهِ ﷺ اُعْطِيْتُ الْكُفَيْتَ يَعْنِي الْجِمَاعَ

## নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমাকে বিশেষ যৌনক্ষমতা দান করা হয়েছে

٦٩٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُعْطِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُفَيْتَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْكُفَيْتُ ؟ قَالَ الْجِمَاعَ ـ

৬৯৭. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কাফীত দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাফীত কি? কি বললে, যৌন ক্ষমতা।

**ফায়দা ঃ** আল্লামা ইবনুল আসীর তাঁর 'আন্-নিহায়া' গ্রন্থে 'আল-জিমা' শব্দের স্থলে 'আল বুদা' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٦٩٨. عَنْ حِطَّانَ قَالَ اُعْطِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُفَيْتَ ـ

৬৯৮. হিত্তান (ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-রাকাশী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বিশেষ ধরনের যৌনক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো।

٦٩٩. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدُوْرُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدٰى عَشَرَةَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَهَلْ كَانَ يُطِيْقُ ذَالِكَ ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ اُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ ـ

৬৯৯. কাতাদা (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ রাত ও দিনের কিছু সময়ের মধ্যে তাঁর সব স্ত্রীর কাছে যেতেন। তখন তাঁদের সংখ্যা ছিলো এগার। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি তাঁদের সবার সাথে এভাবে মিলিত হতে সক্ষম ছিলেন ? জবাবে আনাস (রা) বলেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের সমান যৌনক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

**ফায়দা ঃ** হাফিয ইব্‌ন কাইয়্যেম (র) তাঁর 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, মহান আল্লাহ্ নবী ﷺ-এর জন্য এ ধরনের এমন কিছু জিনিস বৈধ করেছিলেন যা তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে আর কারো জন্য বৈধ করেননি। এটা একমাত্র তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিলো। সুতরাং তাঁকে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মুজিযা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

## ذِكْرُ طَوَافِهِ ﷺ عَلَى نِسَائِهِ فِىْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْيَوْمٍ وَاحِدٍ

## একদিন বা একরাতে সকল স্ত্রীর সাথে নবী ﷺ-এর সাক্ষাতের বর্ণনা

٧٠٠. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدُوْرُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدَى عَشَرَةَ قُلْتُ لِاَنَسٍ وَهَلْ كَانَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ اُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ ـ

৭০০. কাতাদা (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ রাত ও দিনের কিছু সময়ের মধ্যে তাঁর সব স্ত্রীর কাছে যেতেন। তখন তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা ছিলো এগার। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি তাঁদের সবার সাথে এভাবে মিলিত হতে সক্ষম ছিলেন? জবাবে আনাস (রা) বললেন, আমরা পরস্পরে বলতাম তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের সমান যৌনক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

٧٠١. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَطُوْفُ عَلٰى عَشَرَةَ امْرَأَةٍ فِىْ السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَاُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ ـ

৭০১. কাতাদা (র) হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একই সময় তাঁর দশজন স্ত্রীর সবার সাথে মিলিত হতেন। তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের সমান যৌনক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

٧٠٢. عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ ـ

৭০২. হিশাম ইব্‌ন যায়িদ (র) হযরত আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সমস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পরে একবার মাত্র গোসল করতেন।

٧٠٣. عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ اللَّيْلَةِ ثُمَّ يَغْسِلُ لِذٰلِكَ غُسْلاً وَاحِدًا ـ

৭০৩. হুমায়দ তাবীল (র) হযরত আনাস (ইব্‌ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন এবং পরে একবার মাত্র গোসল করতেন।

**ফায়দা ঃ** এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, কতিপয় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসলই যথেষ্ট। তবে পানি প্রচুর থাকলে প্রতিবার অপবিত্র হওয়ার জন্য আলাদা আলাদা গোসল করে নেয়া উত্তম।

٧٠٤. عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ تَدُوْرُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَرُبَّمَا نَضَحَتْهُ لِيَكُوْنَ اَذْكٰى لِرِيْحِهَا -

৭০৪. সাবিত (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি হলুদ রঙের সুগন্ধিযুক্ত ওভার চাদর ছিলো। এটি পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে ঘুরতো। এর সুগন্ধি বাড়ানোর জন্য এর ওপর পানি ছিটিয়ে দিতেন।

**ফায়দা ঃ** (ওয়ারস) এক বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ যা সুগন্ধি এবং হলুদ রঙে রাঙানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা ছিলো অত্যন্ত প্রিয় বস্তু বিশেষ করে বিয়ে-শাদীর সময় এর ব্যবহার পছন্দ করা হতো।

## صِفَتُهُ عِنْدَ غِشْيَانِهِ اَهْلَهُ مِنْ تَسَتُّرِهِ وَغَضِّ بَصَرِهِ ﷺ

## স্ত্রীদের সাথে সহবাসের সময় নবী ﷺ -এর পর্দা করা ও চোখ বন্ধ রাখার বর্ণনা

٧٠٥. قَالَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ اِلاَّ مُتَقَنِّعًا يُرْخِي الثَّوْبَ عَلٰى رَأْسِهِ وَمَا رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ رَاٰهُ مِنِّيْ -

৭০৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কারো সাথে পর্দা না করে মিলিত হতেন না। এ সময় তিনি তাঁর মাথার ওপরে থেকে একখানা কাপড় লটকিয়ে নিতেন। আর আমি কখনো নবী ﷺ-এর গোপন অঙ্গ দেখিনি এবং তিনিও কখনো আমার গোপন অঙ্গ দেখেন নি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা নবী ﷺ-এর লজ্জাশীলতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁর লজ্জাশীলতার বহু দৃষ্টান্ত ও ঘটনা বিদ্যমান। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, অধিক মাত্রার লজ্জাশীলতার কারণে তিনি কারো চেহারার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন না। একটি হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেছেন, নিভৃত কোণের লজ্জাশীলা কুমারীর চেয়েও নবী ﷺ অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তিনি অধিক খোলামেলা ছিলেন। অথচ তাঁর সাথেই যখন তাঁর আচরণ ছিলো এরূপ তখন অন্যদের তো প্রশ্নই আসে না। উম্মে সালামা (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ যখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কারো সাথে মিলিত হতেন তখন চোখ বন্ধ করতেন, মাথা নিচু করতেন এবং স্ত্রীকেও ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার তাকিদ করতেন।

## ذِكْرُ التَّسْلِيْمِ عَلَى اَهْلِهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ

## নবী ﷺ বাসর রাতে তাঁর স্ত্রীদের সালাম দিয়েছেন

٧٠٦. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَاَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهَا سَلَّمَ -

৭০৬. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বিয়ে করার পর বাসর রাতে ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়েছিলেন।

**ফায়দা ঃ** সালাম দেয়া ইসলামের বিধান এবং অতীব কল্যাণ ও বরকতের কারণ। পরিচয় থাক বা না থাক কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত হলেই সালাম দিতে হবে। এবং বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকদেরকেও সালাম বলতে হবে। শিশুদেরকেও সালামে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। খ্রিস্টানদের মতো হাত মিলালেই সালাম আদায় হয় না।

## ذِكْرُ قُبُوْلِهِ ﷺ الْهَدِيَّةَ وَاِثَابَتِهِ عَلَيْهَا

## নবী ﷺ -এর উপহার গ্রহণ করা এবং তার প্রতিদান দেওয়ার বর্ণনা

٧٠٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا -

৭০৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ হাদিয়া প্রদানকারীর হাদিয়া গ্রহণ করতেন যাতে সে মনে কষ্ট না পায়। আর তিনি তার বিনিময়ে হাদিয়াও প্রদান করতেন। কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রাপ্ত হাদিয়ার চেয়ে তিনি উত্তম হাদিয়া দিতেন। কারণ, হাদিয়াদাতা যদি ভক্তি ও ভালবাসার খাতিরে কষ্ট করে হাদিয়া প্রদান করে থাকে তাহলে যেন তার মন জয় হয় এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অনুরূপ হাদিয়া মূল্যবান হোক বা না হোক হাদিয়াদাতা যাতে মনে কষ্ট না পায় বরং সন্তুষ্ট হয় সেজন্য তিনি তা ফিরিয়ে না দিয়ে গ্রহণ করতেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করো এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

٧٠٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْزَءِ النَّاسِ بِيَدٍ -

৭০৮. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়ার প্রতিদান দাতা হিসেবে সর্বাধিক উত্তম মানুষ ছিলেন।

٧٠٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىْ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلَى ذِرَاعٍ لاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ -

৭০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি বকরীর একটি বাহুর জন্যও আমন্ত্রিত হই তাহলেও আমি সাড়া দেবো। আর আমাকে বক্রীর পাও যদি হাদিয়া দেয়া হয় তাও আমি গ্রহণ করবো।

**ফায়দা ঃ** দাওয়াত রক্ষা করা বা উপহার গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য কোন জিনিস নয় বরং দাওয়াতদাতা বা উপহার দাতার সন্তুষ্টিই মূল উদ্দেশ্য। এ হাদীসে নবী ﷺ তাঁর সেই পবিত্র অভ্যাসের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন যে, আপ্যায়নের উপকরণ বেশি না কম কিংবা উপহার সামগ্রী অতি মূল্যবান না সামান্য মূল্যের তা আমি দেখি না। বরং দাওয়াতদাতা বা উপহার দাতার সন্তুষ্টির জন্য আমি তা গ্রহণ করে থাকি।

٧١٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ -

৭১০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য সাদাকা গ্রহণ করতেন না তবে উপহার গ্রহণ করতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় নবী ﷺ কখনো নিজের জন্য সাদাকা গ্রহণ করতেন না। কারণ, সাদাকা ও খয়রাত হচ্ছে মানুষের মাল ও প্রাণের ময়লা। একজন নবী এবং তাঁর পরিবারবর্গ সাদাকা ও খয়রাত গ্রহণকারী হতে পারেন না। এ প্রসংগে মিশ্কাত শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتُ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وِاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ (مسلم)

আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাদাকা ও খয়রাত মানুষের জান ও মালের ময়লা। তা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের লোকদের জন্য হালাল নয়। (মুসলিম)

٧١١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْاُهْدِىَ اِلَىْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ اِلَى ذِرَاعٍ لاَجَبْتُ وَكَانَ يَاْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ لَوْ اَسْلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ جُوْعٍ -

৭১১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে যদি বক্‌রীর একটি পাও উপহার দেয়া হয় আমি তা গ্রহণ করবো এবং যদি একটি সামনের পায়ের জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তাতে আমি সাড়া দেবো। তিনি মানুষকে পরস্পর উপহার আদান-প্রদানের নির্দেশ দিতেন। কারণ, এভাবে মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেছেন ঃ সবাই যদি সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই বা ক্ষুধা না থাকলেও যেন উপহার প্রদান করে।

**ফায়দা ঃ** 'প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই যেন পরস্পরকে উপহার প্রদান করে' নবী ﷺ-এর বাণীর অর্থ হচ্ছে মুসলিম ইসলামের দাবিকে যথার্থভাবে পূরণ করবে। তাঁদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, সমবেদনা, কল্যাণকামিতা এবং ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকলে নিজের অভাব ও প্রয়োজনের পরোয়া না করেই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনুপ্রেরণায় মুসলিম ভাইদের উপহার প্রদান করবে। উপহার দেয়ার সময় মনের মধ্যে এ চিন্তা যেনো আদৌ না জাগে যে, আমি এর কি প্রতিদান পেতে পারি।

সেই সমাজ কতটা কল্যাণময় ও সৌভাগ্যবান যার প্রতিটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা থাকে নিজের প্রয়োজন পূরণের পূর্বে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের। এরূপ জান্নাতী পরিবেশে অত্যন্ত সৌহার্দ্যের মধ্যে সবার প্রয়োজন পূরণ হবে এবং কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে না। এ হাদীসে নবী ﷺ সে কথাই শিক্ষা দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য যদি স্বার্থপরতা ও উদরপূর্তি হয়। প্রত্যেকেই যদি চায় অন্যরা কিছু লাভ করুন আর নাই করুন আমার নিজের পেট পূর্ণ হওয়া এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ শুধু আমার হওয়া দরকার তাহলে সে সমাজ জাহান্নামের নমুনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সমাজে সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে এবং সবাই তার প্রয়োজন থেকে বঞ্চনার নালিশ জানাতে থাকবে। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, উপহার আদান-প্রদান পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা সৃষ্টির একটি শক্তিশালী উপায়ও বটে।

٧١٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعَى اِلَى خُبْزِ الشَّعِيْرِ وَالاِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيْبُ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ رِهْنًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ مَاوَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا حَتّٰى مَاتَ -

৭১২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ যদি নবী ﷺ-কে যবের রুটি এবং বাসি চর্বির জন্যও দাওয়াত দিতো তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে তা গ্রহণ করতেন। এক ইয়াহূদীর কাছে তাঁর একটি বর্ম বন্ধক ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেটি উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়। এক. দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নত। শুধু যবের রুটি ছাড়া আর কিছু জোটে না এমন এক দরিদ্র ব্যক্তিও যদি সৎনিয়ত ও ভালবাসা

নিয়ে দাওয়াত দেয় তবে দাওয়াতও গ্রহণ করতে হবে যাতে তা মনরক্ষা ভালবাসা এবং সুসম্পর্কের কারণ হয়। দুই. নবী ﷺ অত্যন্ত সরল-সহজ জীবন যাপন করেছেন। অথচ দুনিয়ার সমস্ত ধন ভাণ্ডারের চাবি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। একের পর এক এলাকা বিজিত হচ্ছিল। এ সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের জন্য কখনো কিছু সঞ্চয় করেন নি। যা কিছু আসতো তৎক্ষণাৎ হক্‌দারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী ﷺ পরবর্তী দিনের জন্য কখনো কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ একবার কিছু খাদ্য শস্যের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক দিয়েছিলেন। তিনি অভাবীদের অভাব পূরণের জন্যও এরূপ করতেন। এমনকি অনেক সময় ঋণ করেও তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। শামায়েলে তিরমিযী গ্রন্থে হযরত উমর (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই। তুমি আমার নামে ক্রয় করে তোমার প্রয়োজন মিটাও। কোন সম্পদ আসা মাত্র আমি তা পরিশোধ করে দেবো।

٧١٣. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِالْهَدِيَّةِ لَمْ يَاْكُلْ مِنْهَا حَتّٰى يَاْكُلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا -

৭১৩. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন হাদিয়া আসলে হাদিয়াদাতা না খাওয়া পর্যন্ত তিনি তা খেতেন না।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে যে, নবী ﷺ এ নিয়ম করে দিয়েছিলেন তাঁকে বিষাক্ত বক্‌রী দেওয়ার পরে। খায়বারে প্রতারণামূলকভাবে তাঁকে বিষাক্ত বক্‌রী হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে দেওয়ার পর তিনি তা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং অন্যদেরকেও তা খেতে নিষেধ করেন। এ ঘটনার পরে তিনি সাবধানতার জন্যে নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, হাদিয়াদাতা নিজে প্রথমে তার হাদিয়া দেওয়া খাদ্য থেকে খাবে তারপর নবী ﷺ খাবেন।

٧١٤. عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَنَا عَلٰى اَمَاكِنِكُمْ وَاُهْدِيَتْ لَهُ جَرَّةٌ مِنْ حَلْوَاءَ فَجَعَلَ يَلْعَقُ كُلُّ رَجُلٍ لَعَقَةً حَتّٰى اَتٰى عَلَيَّ وَاَنَا غُلَامٌ قَالَ فَاَلْعَقَنِي لَعْقَةً ثُمَّ قَالَ اَزِيْدُكَ قُلْتُ نَعَمْ فَزَادَنِيْ لَعَقَةً لِصِغَرِيْ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى اٰخِرِ الْقَوْمِ -

৭১৪. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সাথে যোহর ও আছরের সালাত পড়লাম। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। (ঘটনা হলো) তাঁকে এক হাঁড়ি হালুয়া হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। তিনি প্রত্যেককে এক চামচ করে হালুয়া দিতে থাকলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকেও এক চামচ হালুয়া খাওয়ালেন। আমি ছিলাম তখন বালক মাত্র। তিনি বললেন, তোমাকে আরো দিই, আমি বললাম হ্যাঁ, আমি ছোট হওয়ার কারণে তিনি আমাকে আরো এক চামচ দিলেন। এভাবে তিনি শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত দিলেন।

**ফায়দা** ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, খাওয়া দাওয়ার জিনিসের ক্ষেত্রে শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এমন কি শিশু হওয়ার কারণে তাদেরকে দ্বিগুণ পরিমাণ দেওয়াতেও কোন দোষ নেই। শিশুদের অধিক ভালবাসা ও স্নেহে কোন দোষ নেই। কেননা তা ঈমানের লক্ষণ। একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَافَلَيْسَ مِنَّا যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা দেখায় না এবং বড়দের সম্মান দেয় না সে আমাদের কেউ না।

٧١٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اُتِىَ بِالْبَاكُوْرَةِ مِنَ التَّمْرِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَمُدِّنَا وَصَاعِنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةً ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ ـ

৭১৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-কে খেজুর গাছের সর্বপ্রথম ফল উপহার দেওয়া হলে তিনি দু'আ করতেন এই বলে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের শহরে বরকত দান করো। আমাদের মুদ্দ ও সা'এ অধিক বরকত দান করো। অতঃপর তিনি উক্ত ফল উপস্থিত কম বয়স্ক শিশুদেরকে বণ্টন করে দিতেন।

٧١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِاَوَّلِ التَّمْرَةِ دَعَا فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ نَظَرَ اِلَى اَصْغَرِ وَلَدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيْهَا اِيَّاهُ ـ

৭১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য প্রথম খেজুর ফল আনা হলে তিনি তাতে বরকতের জন্য দু'আ করতেন। তারপর কোন ছোট শিশুকে তা দিয়ে দিতেন।

## ذِكْرُ عِيَادَتِهِ الْمَرِيْضَ ﷺ

## নবী ﷺ-এর রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার বর্ণনা

٧١٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ اِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ۔

৭১৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রোগীর শুশ্রূষার জন্য তিনদিন পর তশরীফ নিয়ে যেতেন।

**ফায়দা ঃ** পীড়িত ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা মহানবী ﷺ-এর বরকতপূর্ণ একটি সুন্নত এবং মানবিক কর্তব্য পালনের সুন্দর একটি আদর্শ। নবী ﷺ সকল রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। রোগী মুসলিম কিংবা অমুসলিম কিংবা কোন ক্রীতদাসই হোক তাঁর কাছে কোন পার্থক্য ছিল না। অনুরূপ রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার কাজে তাঁর নিয়ম ছিল তিনি তৃতীয় দিনে রোগীর সাক্ষাতে যেতেন। এটি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ একটি নিয়ম। কেননা তৃতীয় দিনে সাক্ষাত করার দ্বারা একদিকে যেমন রোগীর উপর বারবার যাতায়াত জনিত কষ্ট অনুভূত হয় না, তেমনি অন্যদিকে শুশ্রূষাকারীর জন্যও নিয়মটি বোঝামুক্ত ও সহজ হয়ে থাকে। তাছাড়া তৃতীয় দিনে রোগের মধ্যেও কিছু না কিছু তফাৎ এসে যায়। বস্তুত নবী ﷺ-এর সবকটি নিয়মই ছিল পরম বিজ্ঞতা , উপকারিতা ও ভারসাম্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে। এক. সালামের জবাব দেয়া, দুই. রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, তিন. জানাযার সঙ্গে চলা, চার. দাওয়াত কবূল করা, পাঁচ, হাঁচির জবাব দেয়া। (মিশকাত)

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তদের আহার দাও, পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা কর এবং বন্দী ব্যক্তিদের (অর্থ সাহায্য করে) মুক্তির ব্যবস্থা কর। (মিশকাত)

٧١٨. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ جُبَيْرُ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَادَ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ فَرَاَيْتُهُ يَكْمُدُهُ بِخِرْقَةٍ۔

৭১৮. মুহাম্মদ ইব্ন নাফি ইব্ন জুবায়র তাঁর পিতা নাফি ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে হযরত সাঈদ ইব্ন আস (রা)-এর শুশ্রূষা করতে দেখেছি। তখন আমি দেখলাম নবী ﷺ টুক্‌রা কাপড়ের সাহায্যে সাঈদ ইব্ন আসকে (শরীরে) গরম সেক দিচ্ছেন।

**ফায়দা ঃ** রোগীর শুশ্রূষা করার সময় তার সেবা করা, ঔষধপথ্য সেবন করিয়ে দেয়া কিংবা তার কোন খেদমত করা অত্যন্ত উন্নত একটি আমল। দু'জাহানের বাদশাহ্ মহানবী ﷺ এ সকল কাজকর্ম নিজে আমল করার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাছাড়া এ সকল সুন্নতের উপর যারা নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে তাদের জন্য তিনি অফুরন্ত সাওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন, হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ একজন মুসলিম যখন অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের শুশ্রূষা করার জন্য পথ চলতে আরম্ভ করে তখন সে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত বেহেশতের পথে প্রবিষ্ট থাকে। (মিশকাত শরীফ) অর্থাৎ তার এ আমল তাকে বেহেশ্তের দিকে নিয়ে চলে।

একটি হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ পীড়িত হতো তখন মহানবী ﷺ তার উপর নিজের ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন ঃ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ ، لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ لاَيُغَادِرُ سَقَمًا "ওহে মানুষের প্রতিপালক! রোগ যন্ত্রণা দূরীভূত করে দাও। এ রোগীকে উপশম দান করো। তুমিই একমাত্র শিফা দানকারী। তোমার শিফা প্রদান ব্যতিরেকে অন্য কারোর শিফা প্রদানের শক্তি নেই। তুমি এমন শিফা দান করো যার ফলে কোন ব্যাধিই অবশিষ্ট না থাকে।"

এ বিষয়ে আরো বহু হাদীস রয়েছে। হাদীস গ্রন্থাবলিতে এগুলির বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। তবে এখানে আমাদের কেবল এতটুকুই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য যে, মহানবী ﷺ রোগী ও পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন।

٧١٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَلْبَسُ الصُّوْفَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ ـ

৭১৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রীতদাসের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন, গাধার পিঠেও আরোহণ করতেন, পশমের তৈরি কাপড়ও পরিধান করতেন এবং রোগী ও পীড়িতদের শুশ্রূষার জন্য যেতেন।

**ফায়দা ঃ** এই হাদীসটি মহানবী ﷺ-এর পরম বিনয় প্রদর্শন ও নিরহংকার কর্মনীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সাধারণ দাস-দাসীদের দাওয়াতে যেতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আমাদের প্রিয় নবী পশমের তৈরি পোশাক পরতেন এবং পীড়িতদের সেবা-যত্নের জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

## ذِكْرُ فِعْلِهِ عِنْدَ عَطْشَتِهِ ﷺ

## হাঁচি দেয়ার মুহূর্তে মহানবী ﷺ-এর কর্মনীতি

٧٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَطَسَ خَفَضَ صَوْتَهُ ، وَتَلَقَّاهَا بِثَوْبِهِ وَخَمَّرَ وَجْهَهُ -

৭২০ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যখন হাঁচি আসতো তখন তিনি আওয়াজ (যথাসম্ভব) ছোট করতেন, হাঁচিকে একটি কাপড়ে নিয়ে নিতেন এবং নিজের সম্পূর্ণ চেহারা মুবারক ঢেকে ফেলতেন।

**ফায়দা ঃ** হাঁচি আসা আল্লাহ্ পাকের নিকট একটি পছন্দনীয় জিনিস। মহানবী ﷺ নিজ আমলের মাধ্যমে হাঁচি দেওয়ার পদ্ধতি ও নিয়ম সম্পর্কে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে সর্বপ্রথম নিয়ম হলো, হাঁচি দেওয়ার সময় আওয়াজ যথাসম্ভব ছোট করবে। প্রচণ্ড আওয়াজে হাঁচি দিবে না। দ্বিতীয় নিয়ম হলো হাঁচির ছিটানো পানির কণাগুলি একটি কাপড়ের উপর নিতে হবে। যাতে এগুলি এদিক সেদিক ছড়িয়ে পরিবেশ খারাপ করতে না পারে। তাছাড়া নিজের মুখমণ্ডল একটি কাপড়ের সাহায্যে এভাবে ঢেকে নিতে হবে যেন তার হাঁচিজনিত চেহারা অন্যজনের চোখে দৃষ্টিকটু না ঠেকে। বস্তুত নবী ﷺ-এর আদর্শ অনুসারে হাঁচি দেওয়ার এ নিয়ম ও পদ্ধতিই হলো হাঁচির সর্বোত্তম পদ্ধতি। অনুরূপভাবে হাদীসে হাঁচি দানকারী ও হাঁচি শ্রবণকারী উভয়ের জন্য দু'আ পড়ার নির্দেশ বর্ণিত আছে। এমনকি হাঁচি দানকারী হাঁচি দেওয়ার পর যখন 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে তখন তার 'আলহামদুলিল্লাহ্' কথাটি যারা শোনবে তাদের উপর জবাব দেওয়া আবশ্যক তথা ওয়াজিবে কিফায়া। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ একজন মুসলিমের জন্য অপর একজন মুসলিমের ছয়টি সদাচার ও কর্তব্য স্থির করা হয়েছে। যেমন ঃ এক. একজন অপরজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম করবে। দুই. একজন দাওয়াত করলে অন্যজন তা কবুল করবে। তিন. একজনের হাঁচি আসলে (সে যখন হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে তখন) অন্যজন তার হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলবে। চার. একজন পীড়াগ্রস্ত হলে অন্যজন তার শুশ্রূষা করবে। পাঁচ. একজন ইন্তিকাল করলে অন্যজন তার জানাযায় শরীক হবে। ছয়. একজন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য সেই জিনিসই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।

অপর একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ মহান আল্লাহ হাঁচি আসাকে পছন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা পছন্দ করেন না। অতএব নিয়ম হলো, তোমাদের যখন কেউ হাঁচি দিয়ে 'اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ' বলবে তখন প্রত্যেক শ্রবণকারী ব্যক্তির উপর এ হাঁচির জবাবে 'يَرْحَمُكَ اللّٰهُ' বলা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি কারোর হাই আসতে চায় তখন সে যথা সম্ভব তা চেপে রাখার চেষ্টা করবে। মুখগহ্বর খুলে হা করে

কখনো হাই তোলবে না। কেননা, হাই শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে। অর্থাৎ হাই তোলা শয়তানের নিকট খুবই প্রিয় কাজ। এর দ্বারা শয়তান আনন্দিত হয়। কেননা হাই তোলার ব্যাপারটি ব্যক্তির নিদ্রাভাব, আলস্য ও ঔদাসীন্যের পরিচয় বহন করে। (তিরমিযী শরীফ)

হাঁচি ও হাইতোলা উভয়ের মাঝে এহেন ব্যবধানের কারণ হলো যে, হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের পরিচ্ছন্নতা ঘটে, মিজাজ ও প্রকৃতির জড়তা দূরীভূত হয়। এতে ব্যক্তির মানসিক স্বস্তি ও উৎফুল্লতা আসে। এর ফলে সে সজাগ মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করার সুযোগ পায়। তার জন্য আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পথ সহজ হয়। পক্ষান্তরে হাই তোলার বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হাই তোলার দ্বারা মন-মিজাজ ও প্রকৃতির অলসতা ও জড়তা বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে সেই ব্যক্তি উদাসীনতা ও অলসতার মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে সে গাফিল হয়ে যায়। অনেক সময় তার উপর নিদ্রা প্রবল হয়ে উঠে। এতে শয়তান অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এ কারণেই হাঁচি দানকারীর জন্য নিয়ম হলো আল্লাহ্‌র এই নিয়ামত লাভের ফলে তার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। অন্যদিকে হাই আসতে চাইলে যথাসম্ভব তা চেপে রাখা। যেন শয়তান তার উপর প্রবল হতে না পারে।

হাঁচি দেওয়ার সময় তিনটি দু'আ পাঠ করা খুবই উত্তম কাজ এবং বরকতের বিষয়। হাঁচি দানকারীকে উচ্চৈঃস্বরে 'اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ' বলতে হয়। যেন তার নিকটে যারা থাকে তারা তা শোনতে পায়। আবার এই 'আল হামদুলিল্লাহ্' শ্রবণকারীকে বলতে হয় 'يَرْحَمُكَ اللّٰهُ'। তারপর হাঁচিদানকারী তার জবাবে বলবে 'يَهْدِيْنَا وَيَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ' আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। যাতে মহান আল্লাহর রহমত সকল মুসলিমের উপর সমানভাবে বর্ষিত হয়।

٧٢١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَجْهَهٗ -

৭২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন পূর্ণ মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন।

٧٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِثَوْبِهٖ اَوْ يَدِهٖ ثُمَّ غَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ -

৭২২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন এক টুকরা কাপড় কিংবা আপন হাতের সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন এবং হাঁচির আওয়াজ ছোট করতেন।

**ফায়দা ঃ** হাদীসটির অর্থ হলো, হাঁচির সময়ে যদি মহানবী ﷺ-এর কাছে কোন কাপড় থাকত তাহলে সেই কাপড় দ্বারা নতুবা নিজের দুই হাত দ্বারা তিনি মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন। তা ছাড়া তিনি হাঁচির আওয়াজ যথাসম্ভব ছোট করার চেষ্টা করতেন।

٧٢٣. عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ وَاَمْسَكَ عَلٰى وَجْهِهِ -

৭২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন হাঁচির আওয়াজ ছোট করতেন এবং নিজের মুখমণ্ডল সামলে রাখতেন।

٧٢٤. عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَخَفَضَ صَوْتَهُ

৭২৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন আপন চেহারা মুবারক ঢেকে নিতেন এবং হাঁচির আওয়াজ ছোট করতেন।

٧٢٥. عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهُ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيْهِ حَاجِبَيْهِ -

৭২৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন এক টুক্রা কাপড়ের সাহায্যে আপন মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং হাতের তালুদ্বয় নিজের ভ্রূদ্বয়ের উপর স্থাপন করতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা হাঁচি দেওয়ার নিম্নোক্ত আদবসমূহ জানা যায়। যেমন, এক. যথাসম্ভব হাঁচির আওয়াজ ছোট করার চেষ্টা করতে হবে। দুই. নিজের মুখমণ্ডল কাপড়ের আঁচল কিংবা রুমালের সাহায্যে ঢেকে ফেলতে হবে। তিন. কাপড় না পাওয়া গেলে চেহারার উপর নিজের হস্তদ্বয় স্থাপন করে নিতে হবে।

## ذِكْرُ اسْتِعْمَالِهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى وَاسْتِعْمَالِهِ يَدَهُ الْيُسْرٰى

## নবী ﷺ -এর ডান হাত ও বাম হাত ব্যবহার করার বর্ণনা

٧٢٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَدَهُ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى -

৭২৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর ডান হাত ব্যবহার করতেন ওযূ ও আহার গ্রহণের কাজে। আর বাম হাত ব্যবহার করতেন পেশাব, পায়খানা কিংবা এ ধরনের কোন ময়লা পরিষ্কার করার কাজে।

**ফায়দা ঃ** মহানবী ﷺ -এর মুবারক নিয়ম ছিলো যে, তিনি প্রতিটি ভাল কাজ এবং পছন্দনীয় আমল সম্পাদনের সময় নিজের ডান হাত ব্যবহার করতেন। এবং প্রতিটি ভাল কাজের সূচনা ডান দিক থেকে করাই ছিলো তাঁর নীতি। আহার করা, ওযূ করা, মাথার চুল

আঁচড়ানো, মসজিদে প্রবেশ করা, জুতা পরিধান করা ইত্যাকার কাজ তিনি ডান দিক থেকে শুরু করতেন। এর বিপরীতে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে কিংবা এ ধরনের অন্য কোন কাজ যেমন মসজিদ থেকে বের হওয়া, পা থেকে জুতা খোলা ইত্যাদি কাজে তিনি বাম হাত বাম পা থেকে শুরু করতেন।

## ذِكْرُ كَثْرَةِ مَشْوَرَتِهِ لِأَصْحَابِهِ ﷺ
## নবী ﷺ-এর তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বহুল পরিমাণে পরামর্শ করা

٧٢٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً اَكْثَرَ اسْتِشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৭২৭. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা লোকজনের সাথে অধিক পরামর্শকারী কোন ব্যক্তি দেখিনি।

**ফায়দা ঃ** (হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণিত এ হাদীসের অর্থ হলো, নবী ﷺ-এর নীতি ছিল যে, তিনি সর্বদা সকল কাজ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করতেন। পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার মধ্যে বহু উপকারিতা ও বরকত বিদ্যমান। পরামর্শের কারণে কাজে ভুল ও ক্রটির ভয় কম থাকে। এই বিষয়ে আরো একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে 'জামি তিরমিযী' গ্রন্থে 'بَابُ الْمَشْوَرَةِ' (পরামর্শ অনুচ্ছেদ) বর্ণিত আছে। তবে মহানবী ﷺ-এর পরামর্শ করার বিষয়টি হতো যুদ্ধ কিংবা মুসলিম জনকল্যাণ কিংবা এ পর্যায়ের দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে। কেননা, দীনী কোন ব্যাপারে কিংবা শরয়ী বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ পরামর্শের আদৌ প্রয়োজন ছিলো না এবং তা পরামর্শের মাধ্যমে নির্ধারণের কোন বিষয়ও নয়।

## ذِكْرُ عَصَاهُ ﷺ الَّتِي كَانَ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا
## নবী ﷺ এবং লাঠির উপর ভর দিয়ে চলার বর্ণনা

٧٢٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ التَّوَكُّؤُ عَلَى عَصًا مِنْ اَخْلَاقِ الْاَنْبِيَاءِ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَيَأْمُرُنَا بِالتَّوَكِّي عَلَى الْعَصَاءِ -

৭২৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাতের লাঠির উপর ভর দিয়ে চলা নবীগণের মুবারক একটি নীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেও একটি লাঠি ছিল। তিনি এটির উপর ভর দিয়ে চলতেন এবং আমাদেরকেও (এ ধরনের) লাঠি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিতেন।

## ذِكْرُ رَدِّهِ السَّلَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ إِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর তাঁর সাহাবীদের সালামের জওয়াব দেওয়া

٧٢٩. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيُّ أَبُوْ جَرِيٍّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ـ

৭২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (রা) জাবির ইব্‌ন সুলায়ম হুজাইমী আবূ জারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সাক্ষাতে গেলাম। আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে বললাম ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তিনি জবাবে বললেন ঃ ' আস্‌সালামু আলাইকুম'।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে,সালামের জবাব দেওয়া সুন্নত। এটিই হলো মুসলিমদের সামাজিক শিষ্টাচার। তারা একে অপরের সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময় করে থাকে। হাদীসে বলা হয়েছে, আগে সালাম দানকারী অধিক উত্তম , অধিক মর্যাদাবান ও রহমতে এলাহীর অধিক নিকটবর্তী। সালাম একটি দু'আ বিষয়ক বাক্য। সমাজে এ বাক্যের ব্যাপক চর্চার ফলে আল্লাহ্‌ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ ব্যাপকভাবে বর্ষিত হয়। সালামের পরিপূর্ণ বাক্য হলো,'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। বাক্যটির অর্থ হলো ঃ তোমাদের উপর সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা, আল্লাহ্‌ পাকের অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক। সুবহানাল্লাহ্‌! ভেবে দেখার বিষয় যে, সালামের এ বাক্যটি কত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। যিনি সালামের জবাব দিবেন তাকেও জবাবে এ শব্দগুলি পুরোপুরিভাবে বলা উচিত। অনুরূপ হাদীসে কেবল হাত উঁচিয়ে ইশারা করার মাধ্যমে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ ভাবে সালাম দেওয়া ইয়াহুদীদের রীতি। তারা হাত কিংবা আঙুলের ইশারায় সালাম দিতো অথচ মুখে কিছুই বলতো না। ছোট-বড়, শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই সালাম দেওয়া চাই। এমন কি যখন কেউ নিজগৃহে প্রবেশ করবে কিংবা নিজ গৃহ থেকে বের হবে তখনও তাকে সালামের বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। এ ভাবে সালামের বাক্য উচ্চারণ করা হলে গৃহ থেকে বের হওয়া এবং পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করা আল্লাহ্‌ পাকের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তার উপর ও তার পরিবার-পরিজনের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হতে থাকবে। এক হাদীসে নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন 'اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ' কথাবার্তা শুরু করার পূর্বে সালাম করা চাই। সালাম দেওয়ার সময় কে, কাকে সালাম দিবে সে বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখাও সুন্নত। কোন বাহনে আরোহণকারী ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে সালাম করবে; দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্টকে সালাম করবে। যদি কতিপয় মানুষ বড় কোন দলের পাশ দিয়ে যায় তখন ছোট দলের জন্য উচিত বড় দলকে সালাম করা। এভাবে শিশু ও অল্প বয়স্কদের উচিত বড়দেরকে সালাম করা। তবে যিনি আগে সালাম দিবেন তিনিই আল্লাহ্‌ পাকের নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি।

## ذِكْرُ قَوْلِهِ عِنْدَ الشَّيْءِ يُعْجِبُهُ ﷺ

## নবী ﷺ -এর কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখে দু'আর বর্ণনা

٧٣٠. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَخَافَ اَنْ يُعِيْنَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا اَضِيْرُهُ -

৭৩০. হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এমন কোন জিনিস দেখতেন যা তাঁর নিকট খুবই পছন্দনীয় এবং তার ব্যাপারে তিনি কুদৃষ্টির আশংকা বোধ করতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا اَضِيْرُهُ হে আল্লাহ্! এ জিনিসের মধ্যে বরকত দাও এবং জিনিসটিকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখো।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসটি মুহাদ্দিস ইবনুস সুন্নী (র) তাঁর " عمل اليوم والليلة " গ্রন্থে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলিম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উপরোক্ত হাদীসটি কাওলী ও ফেলী উভয়রূপে বর্ণিত আছে। তবে ফেলী হাদীসটির বর্ণনা শুদ্ধ নয় এবং এটি মুনকার তথা পরিত্যাগযোগ্য হাদীস। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ননা হলো হাদীসটির কাওলী রূপ। যেমন সুনানে নাসায়ী ও ইব্ন মাজা গ্রন্থে হযরত সাহল ইব্ন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের মধ্যে কিংবা নিজ সম্পদের মধ্যে কিংবা অপর কোন (মুসলিম) ভাইয়ের এমন কোন জিনিস দেখ যা তোমার চোখে পছন্দনীয়বোধ হয়েছে তখন সে যেন ঐ জিনিসটির জন্য বরকতের দু'আ করে। অর্থাৎ 'اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ' এ দু'আ পড়ে নেয়। কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লাগা মিথ্যা নয়।

## ذِكْرُ تَشْيِيْعِهِ ﷺ اَصْحَابَهُ عِنْدَ خُرُوْجِهِمْ اِلَى السَّفَرِ

## সাহাবায়ে কিরামের কোন সফরে যাত্রাকালে নবী ﷺ-এর তাদেরকে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার বর্ণনা

٧٣١. عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى تَبُوْكَ خَرَجَ عَلِيٌّ يُشَيِّعُهُ -

৭৩১. হযরত সাদ (ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন তাবূক অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন হযরত আলী (রা) তাঁকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

**ফায়দা ঃ** এখানে গ্রন্থকার আল্লামা শায়খ আবূ হাইয়ান ইস্ফাহানীর উপস্থাপিত অনুচ্ছেদ শিরোনাম ও শিরোনামাধীন বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সংগতি রক্ষিত হয়নি। কেননা শিরোনাম

হলো সাহাবীদের সফরে যাত্রাকালে নবী ﷺ-এর তাদেরকে কিছু দূর এগিয়ে দেওয়া। অথচ উল্লেখিত হাদীসের বিষয়বস্তু তার উল্টো। অর্থাৎ নবী ﷺ-এর সফরে যাত্রাকালে সাহাবী কর্তৃক তাঁকে কিছু দূর এগিয়ে দেওয়ার বর্ণনা। তবে হযরত আলী (রা)-এর এ কাজটি নিশ্চিত প্রমাণ বহন করছে যে, কারোর সফরে যাত্রাকালে তাকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া নবী ﷺ-এর কাছে একটি পছন্দনীয় ও ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত ছিল। নতুবা তিনি অবশ্যই হযরত আলী (রা)-কে এ কাজ করা থেকে বারণ করতেন। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত শিরোনামের সঙ্গে সরাসরিভাবে সংগতি রাখে এমন পর্যায়ের হাদীসও হাদীস গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান। যেমন মুসনাদে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রা) গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস সরাসরিভাবে উক্ত শিরোনামের সমর্থন করছে ঃ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَمَنَ خَرَجَ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ আসম ইব্ন হুমায়দ (র) হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন তখন (হযরত মুআযের যাত্রাকালে) তাঁকে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ প্রদানের জন্য তিনি তার সঙ্গে বের হন। এ সময় নবী ﷺ পায়ে হেঁটে চলছিলেন আর হযরত মুআয (রা) ছিলেন বাহনের উপর।

তাছাড়া তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কাউকে (সফরে যাত্রাকালে) বিদায় জানাতেন তখন তার হাত নিজের মুবারক হাতের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতেন। তারপর বিদায় গ্রহণকারীর প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধের প্রদর্শনকল্পে তিনি নিজের মুবারক হাত সরিয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সে নিজে নবী ﷺ-এর হাত মুবারক ছেড়ে দিতো। বিদায় দানকালে নবী ﷺ নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرِ عَمَلَكَ "আমি তোমার দীন, তোমার (সততা ও ) আমানতদারী এবং তোমার আমলের অন্তিম অবস্থাকে মহান আল্লাহ্ পাকের দায়িত্বে ন্যস্ত করলাম।"

উপরোক্ত হাদীসগুলি থেকে ইসলামী শরীয়তের সৌষ্ঠব এবং দীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মানব জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলাম মানুষের জন্য সুন্দর ও উন্নত আদর্শ পেশ করেনি। সর্বাবস্থায় ও সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাঁর বন্দেগীর স্বীকারোক্তি ও নিজের সমুদয় অপারগতা ও অক্ষমতার ঘোষণা দান, আল্লাহ্র অনুগ্রহের অন্বেষণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশ, বিদায় ও বিরহের মুহূর্তে বিশেষভাবে আন্তরিকতা ও মমত্ববোধের প্রমাণ দান, কিছুদূর পর্যন্ত সাথীকে এগিয়ে দিতে বিদায় দেওয়া এবং তার জন্য কায়মনে দু'আ করা ইত্যাকার কোন একটি ক্ষেত্র কিংবা কোন একটি বিভাগ এমন নেই যেখানে ইসলাম কোন অসম্পূর্ণতা কিংবা কোন ত্রুটি রেখে দিয়েছে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে নবী ﷺ-এর প্রদর্শিত শিক্ষার উপর পরিপূর্ণভাবে চলার এবং নিজেদের জীবনে আমল করার তাওফীক দান করুন!

## ذِكْرُ تَلَقِّيْهِ اَصْحَابُهُ عِنْدَ قُدُوْمِهِ مِنْ سَفَرِهِ ﷺ

## নবী ﷺ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সাহাবীগণের তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর বর্ণনা

٧٣٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كُنَّا نَسْتَقْبِلُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِهِ-

৭৩২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী যখন কোন সফর শেষ করে (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করতেন তখন আমরা তাঁকে (অগ্রসর হয়ে) অভ্যর্থনা জানাতাম।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, সাহাবীগণের নিয়ম ছিল নবী ﷺ কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন। অতিথি ও সফরকারী ব্যক্তির অভ্যর্থনা জ্ঞাপন একটি পছন্দনীয় ও ভাল কাজ। বিদায়কালে সফর যাত্রাকারীকে কিছু দূর এগিয়ে দেওয়ার ন্যায় প্রত্যাবর্তনকালে তার অভ্যর্থনা জানানোর দ্বারাও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে একজনের সহিত অন্যজনের কল্যাণ কামনা এবং খোঁজ-খবর বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির বন্ধন সুদৃঢ় হতে থাকে। ইসলাম পরস্পরের এ বন্ধনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

## ذِكْرُ مُحَبَّتِهِ لِلْيَوْمِ الَّذِىْ يُسَافِرُ فِيْهِ وَفِعْلِهِ فِىْ سَفَرِهِ ﷺ

## নবী ﷺ যে সব দিনে সফরে যাত্রা করতে ভালবাসতেন এবং সফর চলাকালীন সময়ে তাঁর আমলের বর্ণনা

٧٣٣. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يُسَافِرَ فِيْهِ-

৭৩৩. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহস্পতিবারকে ভালবাসতেন। আর এই দিনেই সফরের জন্য যাত্রা করা তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিলো।

٧٣٤. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ-

৭৩৪. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব কমই বৃহস্পতিবার ব্যতিরেকে অন্য কোন দিন সফরের জন্য যাত্রা করতেন।

٧٣٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَافِرُ فِىْ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ـ

৭৩৫. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সফরের জন্য যাত্রা করতেন।

**ফায়দা ঃ** ইসলামী শরীয়ত যেভাবে মানুষের ছোট বড় সকল কাজকর্ম গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকে তদ্রূপ মানুষের সফরকেও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছে। ইসলামে সফরকালে বিশেষ দু'আ, বিভিন্ন আদাব, উপকারিতার বর্ণনা রয়েছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, সফর করার অন্যতম উপকারিতা হলো শারীরিক সুস্থতা অর্জন। ইরশাদ হয়েছে ঃ سَافِرُوْا تَصِحُّوْا তোমরা সফর কর, সফরের কারণে সুস্থ থাকবে। (তারতীবে মুসনাদে আহ্‌মাদ)

সফরের জন্য যাত্রাকালে নবী ﷺ নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدُ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِىْ الاَهْلِ وَالْمَالِ ـ

হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সঙ্গী এবং বাড়িঘরে আমাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি। (কাজেই তুমি আমাদের এবং আমাদের বাড়িঘর ও পরিবার-পরিজনের হেফাজত কর।) হে আল্লাহ! এ সফরে তুমি আমাদের সঙ্গে থাক আর আমাদের বাড়িঘরের ব্যাপারে আমাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধিরূপে পরিণত হও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সফরের দুঃখ-কষ্ট থেকে এবং সফর নিষ্ফল প্রত্যাবর্তন থেকে পানাহ্ চাই। আমি পানাহ্ চাই নিয়ামত লাভের পর হারিয়ে ফেলা থেকে, মযলুমের বদ্ দু'আ থেকে, এবং ফিরে এসে বাড়িঘর ও ধন-সম্পদের অপছন্দনীয় চিত্র দর্শন করা থেকে। (তিরমিযী শরীফ)

অনুরূপ নবী ﷺ যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ " আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন প্রভুর প্রশংসাকারী।"

হাদীস গ্রন্থগুলিতে মুসাফিরের জন্য বিভিন্ন নীতি, শিষ্টাচার, আদব, দু'আ ও হুকুম আহ্‌কাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সফর করার এ সকল দিক বিবেচনা করেই নবী ﷺ সফর করাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখতেন। এমন কি সফর শুরু করার দিনটি তাঁর

কাছে একটি প্রিয় দিন বিবেচিত ছিল। তাই সফরে যাত্রা করার জন্য নিজের কাছে বেশি প্রিয় ও বেশি পছন্দনীয় বারটি নির্ধারণ করতেন। সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে বৃহস্পতিবার ও সোমবার পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নবী ﷺ সাধারণত এ দু'টি দিনকে সফর শুরুর জন্য মনোনীত করতেন। বৃহস্পতিবারের ফযীলত ও মর্যাদার কারণ হলো যেহেতু তার পরের দিনটি হলো শুক্রবার, যা মুসলিম সমাজের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিনরূপে বিবেচিত। আর সোমবার তাঁর কাছে এ কারণে প্রিয় ছিলো যে, এ বারেই তাঁর জন্ম হয়েছে ও এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটেছে। এই বারেই তাঁর কাছে ওহী আগমনের সূচনা ঘটেছিলো। এই বারেই তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। এ সকল বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নবী ﷺ নিজের সফরে যাত্রার জন্য এ বারদ্বয়কে অধিক পছন্দ করতেন। তবে কোন সন্দেহ নেই যে, বার, সময়, কাল ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি। এগুলির কোথাও কোন অশুভ নেই। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ কোন কারণে কতিপয় বারকে অন্য কতিপয় বারের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে মাত্র। বিশেষত আমাদের নবী ﷺ নিজে যে দিনগুলিকে পছন্দ করেছেন তাঁর আনুগত্যের নিরিখে সে দিনগুলি আমাদের কাছেও পছন্দনীয়।

٧٣٦. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَا قُدِّرَ لَهُ فِيْ مَسَائِلِ النَّاسِ وَسَلَامِهِمْ -

৭৩৬. হযরত কাব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর শেষ করে ফিরে আসতেন তখন প্রথমত মসজিদে তাশরীফ নিতেন। তারপর সালাত আদায় করে লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাত, সালাম-কালাম ও খোঁজ-খবর লওয়া পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, সফর থেকে ফিরে এসে নবী ﷺ সর্বাগ্রে মসজিদে গমন করতেন। সেখানে তিনি নিরাপদে সফর সমাপ্তির জন্য নিজের খালিক ও মালিক আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন। কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন, তাঁর উদ্দেশ্যে দু'রাকাআত নফল সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি অভ্যর্থনাকারী সাহাবীদের সাথে বসে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সৌহার্দ্যের বিনিময়, খোঁজ-খবর লওয়া, বিপদ-আপদে সাহায্য করা, সালাম ও দু'আর মধ্যে কাটাতেন। এ ভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার পর তিনি নিজ গৃহে যেতেন।

٧٣٧. عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ فِي الضُّحٰى فَيَبْدَءُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ -

৭৩৭. কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর এক পুত্র তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা দিনের প্রথম প্রহরে সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন। তারপর প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে (কিছুক্ষণ পর্যন্ত) সেখানে বসতেন। তারপর নিজ গৃহে তাশরীফ নিতেন।

**ফায়দা ঃ** দিনের পূর্বাহ্নে সূর্য যখন মোটামুটিভাবে ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন সফর থেকে বাড়ি ফেরার মধ্যে বহু হিকমত ও উপকারিতা বিদ্যমান। বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্য এ সময়ে কোন আগন্তুক কিংবা কোন অতিথির আগমনের কারণে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। এ সময়ে নিদ্রা যাপন বা আরাম গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিক বড় কোন আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়ার দরকার হয় না। পরিবার-পরিজন ও ঘরের অন্যরা তখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ অনেকটা সেরে নিয়ে থাকে। ফলে তাদের মনেও কোন প্রকারের লজ্জা বা সংকোচবোধ থাকে না। এতে বাড়িঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র তখন সম্পূর্ণ সজ্জিত অবস্থায় থাকে। এ কারণেই সফর থেকে বাড়ি ফেরার উত্তম সময় হলো চাশ্তের সময় অর্থাৎ দিবসের পূর্বাহ্নে সূর্য মোটামুটিভাবে ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত উঠে যাওয়ার সময়।

٧٣٨. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا اَوْ سَافَرَ اَرْدَفَ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهِ ـ

৭৩৮. হযরত সাঈদ ইব্ন সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে,প্রিয় নবী ﷺ যখন কোন যুদ্ধের জন্য কিংবা কোন সফরে যাত্রা করতেন তখন প্রত্যেক দিন সফর সঙ্গীদের একজনকে নিজের সঙ্গে বাহনের উপর আরোহণ করাতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, যদি সফর সঙ্গীদের কারোর কাছে বাহন না থাকত তখন নবী ﷺ তার প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রকাশার্থে তাকে নিজের বাহনের উপর তুলে নিতেন। নবী ﷺ-এর আদর্শ মানবতার সেবা এবং সৌজন্যবোধ ও বিনয় অবলম্বনের এক অনুপম আদর্শ। দু'জাহানের সরদার মহানবী ﷺ -এর অন্তর সর্বদা দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন, অসহায় ও ইয়াতীমদের প্রতি ভালবাসা ও দরদ ছিল কানায় কানায় ভরপুর। তিনি তাদের অভাব-অনটন পূরণ করতেন। তাদের সাহায্য করতেন এবং তাদের উপর ভালবাসার হাত বুলাতেন। এ সব কাজে কখনো কোন লজ্জা কিংবা হেয় বোধ করতেন না। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজের চরিত্র অনেক বদলে গেছে। কোন দরিদ্র কিংবা অনাথের পাশে বসতেও তারা পছন্দ করছে না, বরং নিজের জন্য হেয় অনুভব করে। ফলত মানুষের মন থেকে মানুষের প্রতি দরদ, মমত্ববোধ এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার জাল বিছিয়ে চলছে। বস্তুত মুসলিম মিল্লাতের সর্বাঙ্গীণ সফলতা ও উন্নতি একমাত্র নবী ﷺ-এর নীতি ও আদর্শ অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত।

٧٣٩. عَنْ شَرِيْدِ الْهَمْدَانِيْ وَاَخْوَالُهُ ثَقِيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِى اِذَا وَقَعَ نَاقَةٌ خَلْفِى فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ الشَّرِيْدُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَلاَ اَحْمِلُكَ ؟ قُلْتُ بَلٰى وَمَالِىْ عِنَاءٌ وَلاَ لُغُوْبٌ ، وَلٰكِنِّىْ اَرَدْتُ الْبَرَكَةَ فِىْ رُكُوْبِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنَاخَ فَحَمَلَنِىْ -

৭৩৯. হযরত শারীদ হামদানী (রা) (যার মামার বংশ ছিল সাকীফ গোত্র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। একবার আমি পায়ে হেঁটে পথ চলছিলাম। হঠাৎ পেছন দিক থেকে উট চলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমি পেছনের দিকে তাকালাম। তখন চেয়ে দেখলাম, (উটের উপর আরোহণ করে আসছেন) নবী ﷺ। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি শারীদ ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে সওয়ারীর উপর তুলে নিবো কি ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। অথচ আমি তখন না অক্ষম ছিলাম আর না পথক্লান্ত। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সওয়ারীতে আরোহণ করে বরকত অর্জনের ইচ্ছা করলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর সওয়ারী বসালেন এবং আমাকে নিজের সঙ্গে তুলে নিলেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, বুযুর্গদের সুহবত ও সঙ্গলাভ বরকত অর্জনের অন্যতম উপায়। সে সব মানুষ খুবই ভাগ্যবান যারা বুযুর্গানে দীন ও নেকবখ্ত মানুষের সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছেন। কোন সাধক যথার্থই বলেছেন ঃ

يك زمانه صحبت با اولياء + بهتر ازصد ساله طاعت بے ريَا

"সামান্য কিছু সময় হলেও আউলিয়ার সান্নিধ্যে অবস্থান করা শতবর্ষ যাবত রিয়াহীন ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার চেয়েও উত্তম।"

নবী ﷺ-এর উপরোক্ত আমল থেকে আরো একটি শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, সাওয়ারীর উপর আরোহীদের উচিত যে, তারা যখন কোন পায়ে হেঁটে চলা অক্ষম কিংবা দুর্বল ব্যক্তিকে দেখবেন তখন যথাসম্ভব তার সাহায্য করবেন। এর দ্বারা কেবল মানবতার সেবাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মূল্যবান সুন্নতের উপরও আমল হয়ে যায়। অবশ্য আজকালের যুগ ফিত্না ও ধোঁকার যুগ। কাজেই সেবার পূর্বে নিজে সে ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া চাই। এমন অবস্থা যেন না ঘটে যে, সেবা বিপদ ডেকে আনছে।

## ذِكْرُ جُلُوْسِهِ وَاِتِّكَائِهِ وَاحْتِبَائِهِ وَمَشْيِهِ ﷺ

## নবী ﷺ -এর উপবেশন, হেলান দেয়া ও চাদর মুড়ি দেওয়া ও পথ চলার বর্ণনা

٧٤٠. عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسٌ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِىْ

اَلْمَسْجِدِ وَعَقَلَهُ ؟ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَكِّئٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هٰذَا الْاَبْيَضُ الْمُتَكِّئُ -

৭৪০. হযরত শারীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নামার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় উটনীর উপর আরোহী জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। তারপর মসজিদে উটটি বসিয়ে একটি রশির দ্বারা বেঁধে নিলো। এরপর বললো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ কোন্ জন ? নবী ﷺ তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। অতএব আমরা আগন্তুক লোকটিকে বললাম, তিনি এই যে শুভ্র বর্ণের হেলান দিয়ে উপবিষ্ট।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসে নবী ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী লোকটি ছিলেন হযরত যিমাম ইব্‌ন সালামা (রা)। তাকে তার নিজ সম্প্রদায় বনূ সাদ ইব্‌ন বাকরের লোকেরা নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে ইসলামের নিয়ম-কানুন ও হুকুম-আহ্‌কাম জানার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ -এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে। আমাদের গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো এখানে নবী ﷺ-এর মুবারক উপবেশন রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা। এ কারণেই তিনি হাদীসের পরিপূর্ণ অংশ বর্ণনা করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোন মজলিসে বসার সময় হেলান দিয়ে বসার অনুমতি আছে।

٧٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلٰى بُرْدٍ لَهُ اَحْمَرَ -

৭৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি মসজিদে একটি লাল চাদরের উপর হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত লাল চাদরের অর্থ হলো লাল ডোরাকাটা চাদর। কেননা এ প্রসঙ্গের অন্যান্য হাদীসের আলোকে বর্ণিত হাদীসের এই অর্থই দাঁড়ায়। তাছাড়া পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অনুরূপ চাদরের উপর হেলান দেওয়ার অর্থ হলো সম্ভবত নবী ﷺ চাদরটি মুড়িয়ে বালিশের মতো বানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর এর উপর হেলান দেন। কখনো বালিশ না পাওয়া গেলে সাধারণত মানুষ কাপড় মুড়িয়ে এভাবেই হেলান দিয়ে থাকে।

٧٤٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ مُعَاذًا دَخَلَ عَلٰى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ -

৭৪২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হন। তখন নবী ﷺ হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন।

٧٤٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ فِيْهَا صُوَرٌ۔

৭৪৩. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে ছবি আঁকা একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসতে দেখেছি।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, প্রাণীর ছবি অংকিত বস্তুর ব্যবহার করা জায়েয। কেননা ছবি অংকন করা, ছবির কেনাবেচা করা, কিংবা ঘরে ঝুলানো ইত্যাদি সব কিছুই শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। সে ঘরে আল্লাহ্ পাকের রহমতের ফেরেশ্তা প্রবেশ করেন না যে ঘরে কোন (জীব-জন্তুর) ছবি থাকে। তবে উপরে বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা হয় যে, একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ছবি অংকিত কাপড়ের একটি পর্দা ভুলবশত দরজার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। নবী ﷺ তখন তাবুকের সফরে ছিলেন। তারপর তিনি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দরজার উপর যখন ছবিযুক্ত পর্দা দেখলেন তখন খুবই অস্বস্তি বোধ করেন এবং পর্দাটি কেটে ফেলে বলেন, কিয়ামতের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে সে সব মানুষ যারা সৃষ্টি কাজে আল্লাহ্ পাকের সদৃশ হওয়ার চেষ্টা করে। (অর্থাৎ যারা ছবি অংকন করে) সে মতে পর্দাটি সরিয়ে ফেলার পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কর্তিত অংশ দ্বারা নবী ﷺ -এর জন্য বালিশ বানিয়ে দেন। নবী ﷺ এ বালিশ হেলান দিয়ে বসতেন। উপরোক্ত ঘটনা ও বর্ণিত হাদীসের আলোকে আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, ছবি অংকন কিংবা ঝুলানো কিংবা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে যদি ছবিগুলি কাটা-ছেঁড়া অবস্থায় থাকে কিংবা দাগগুলি মুছে গিয়ে থাকে তা হলে সে কাপড় ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।

٧٤٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ سَلْمَانُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ، صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ حَدِّثْنَا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ، فَقَالَ سَلْمَانُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا اِلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا سَلْمَانُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَخَلَ عَلَى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَيُلْقِيَ لَهُ الْوِسَادَةَ اِكْرَامًا لَهُ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ۔

৭৪৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত সালমান ফারসী (রা) হযরত উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা) তখন একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি হযরত সালমানকে দেখে তাঁর দিকে বালিশটি বাড়িয়ে দেন। হযরত সালমান (রা) তখন বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেছেন। হযরত উমর (রা) বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আমাদেরকেও হাদীসটি বর্ণনা করে শোনান। তখন হযরত সালমান (রা) বললেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমাকে দেখে নবী ﷺ আমার দিকে বালিশটি বাড়িয়ে দেন। তারপর বললেন, হে সালমান! যে মুসলমান অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের (সাক্ষাতের জন্য তার) ঘরে প্রবেশ করে আর সে তার সম্মানার্থে নিজের বালিশ বাড়িয়ে দেয়, তা হলে আল্লাহ্ পাক তার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেন।

**ফায়দা ঃ** নবী ﷺ-এর উন্নত চরিত্র এবং তাঁর মনের প্রশস্ততার অনুমান উপরোক্ত হাদীস থেকে খুব সুন্দরভাবে করা যায়। তিনি যে কতো অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তাঁর সৌজন্যতা ও উন্নত চরিত্রের উপমা জগতের কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। একজন সাধারণ অতিথির সম্মানে দু'জাহানের সরদার সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজের বালিশ মুবারক বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এটি ছিল প্রিয় নবী ﷺ-এর সেই আমলী শিক্ষা যা গোটা জগতের গতি-প্রকৃতি বদলিয়ে দিয়েছিলো। সাহাবীগণ তাঁর সে সব আদর্শ হুবহু গ্রহণ করেছিলেন এবং এগুলিকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করেছিলেন। যেমন আলোচ্য হাদীসে হযরত উমর (রা)-এর আমল থেকে এ বিষয়টি দিবালোকের মতো প্রকাশ হয়ে গেছে। অতএব বর্তমানে আমাদেরকেও সাহাবীদের ন্যায় নবীজীর আদর্শ পুরোপুরি অবলম্বন করা উচিত। সাহাবীগণ নবী ﷺ -এর এক একটি সুন্নতকে জিন্দা করেছেন। অনুরূপ আমাদেরকেও তাঁদের ন্যায় নবীর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা উচিত। তাঁর প্রতিটি সুন্নতকে নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়নের কঠোর চেষ্টা ও সাধনা করা দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দিন।

٧٤٥. عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحْتَبٰى بِثَوْبِهٖ -

৭৪৫. হযরত রাবীহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ (রা) তার পিতা তার দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসতেন তখন হাঁটু উপরের দিকে তুলে নিতম্বের উপর বসতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি হলো উভয় হাঁটু খাড়া করে নিতম্বদ্বয়ের উপর চেপে বসা এবং কোন কাপড়ের দ্বারা হাঁটুর নিম্নভাগ ও কোমর প্যাচ দিয়ে নেওয়া। বসার ক্ষেত্রে যেহেতু এ পদ্ধতিটি ব্যক্তির নিরহংকার ও বিনয়তা প্রকাশ করে সেহেতু নবী ﷺ ও

সাহাবীগণ কখনো কখনো এভাবে বসতেন। অবশ্য এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, নবী ﷺ সর্বদা এভাবেই বসতেন। কেননা এভাবে বসার ব্যাপারটি মূলত অধিকাংশ সময় শরীরের ক্লান্তি দূর করার ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অবলম্বন করা হয়েছিল। নতুবা তাঁর সাধারণত বসার পদ্ধতি ঐটিই ছিল যেটি আল্লাহ্ পাক সালাতের জন্য মনোনীত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এভাবে দু'জানু হয়ে বসার মধ্যে ব্যক্তির শিষ্টাচার, গাম্ভীর্য, প্রফুল্লতা ও জাগ্রত মন-মানসিকতা ইত্যাদি গুণ অর্জিত হয়ে থাকে।

٧٤٦. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْحَارِثِىُّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ جَلَسَ الْقُرْفَصَاءَ ـ

৭৪৬. হযরত আবূ উমামা হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বসতেন তখন হাঁটু উঠিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।

**ফায়দা ঃ** হাদীসে উল্লেখিত 'قرفصاء' শব্দের অর্থ হলো হাঁটু উপরের দিকে উঠিয়ে নিতম্বের উপর বসে দু'হাত দিয়ে উভয় পায়ের চতুর্দিক পেঁচিয়ে রাখা। ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের 'احتباء' শব্দটিও প্রায় একই অর্থ বুঝাচ্ছে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, احتباء -এর ক্ষেত্রে পিঠ ও হাঁটুর নিম্নাংশ কোন কাপড় দ্বারা পেঁচানো হয়। আর এক্ষেত্রে উভয় হাতের সাহায্যে তা পেঁচানো হয়ে থাকে। ইভয় ক্ষেত্রে উপবেশনের রীতি প্রায় একই। নবী ﷺ উভয় পদ্ধতিতেই বসতেন। সাহাবীগণ যে যেভাবে তাঁকে উপবেশন করতে দেখেছেন তিনি সেই অবস্থারই বর্ণনা করে দিয়েছেন।

٧٤٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ ـ

৭৪৭. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। বালিশটি তাঁর বাম দিকে ছিল।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসে হেলান দেওয়ার বালিশটি নবী ﷺ -এর বাম পার্শ্বে ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত এটি কোন পরিকল্পিত ব্যাপার নয়। বালিশটি কেবল বাম দিকেই থাকতে হবে এমন ধরাবাধা নিয়ম নেই। ডান দিকে হোক কিংবা বাম দিকে তাতে কোন দোষ নেই। বালিশটি যে দিকে রাখার দ্বারা আরাম করা যায় সে দিকেই রাখা জায়েয আছে।

٧٤٨. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ مَعَ اَصْحَابِهٖ جَالِسٌ اِذْ جَاءَ هُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ البَادِيَةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالُوا هٰذَا الْاَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ فَدَنَا مِنْهُ قَالَ حَمْزَةُ الْاَمْغَرُ الْاَبْيَضُ مُشْرَبًا حُمْرَةً الْمُرْتَفِقُ مُتَّكِئٌ عَلٰى مِرْفَقَةٍ

৭৪৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তাঁদের সামনে জনৈক বেদুঈন এসে বললো, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কোন্ জন ? সাহাবীগণ বললেন, তিনি হলেন এই লাল শুভ্র বর্ণের লোকটি যিনি কনুইয়ের উপর হেলান দিয়ে রয়েছেন। অতএব বেদুঈন লোকটি নবী ﷺ-এর নিকটে পৌছে গেলো। (বর্ণিত হাদীসের অপর রাবী) হযরত হামযা (রা) বলেন, ' اَلْاَمْغَرُ ' বলতে শুভ্র বর্ণের এমন লোককে বুঝায় যার শরীরের শুভ্রতায় কিছুটা লালচে বর্ণ মিশ্রিত থাকে। অনুরূপ ' اَلْمُرْتَفِقُ ' শব্দের অর্থ হলো কনুইয়ের উপর হেলানদানকারী।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ -এর শরীরের বর্ণ ছিলো লালচে আভাযুক্ত ফর্সা বর্ণ। মানুষের শরীরের এ বর্ণ অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী। আর এ ব্যতিক্রমের কারণেই যে কোন আগন্তুকের জন্য নবী ﷺ -কে প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে ভুল হতো না। গ্রন্থকার আলোচ্য হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপবেশন পদ্ধতি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। সে মতে হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী কনুইয়ের উপর হেলান দিয়েও উপবেশন করতেন।

٧٤٩. عَنْ اَبِى يُوْنُسَ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَارَأَيْتُ اَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ فِىْ جَبْهَتِهٖ وَمَا رَأَيْتُ اَسْرَعَ مَشْيَةً مِنْهُ كَاَنَّ الْاَرْضَ تُطْوٰى لَهُ

৭৪৯. আবূ ইউনুস (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুশ্রী কোন মানুষ দেখিনি। (তাঁর সৌন্দর্য ও রূপ ছিল এমন) যেন কোন সূর্য তাঁর ললাটের উপরিভাগ দিয়ে বিচরণ করছে। অনুরূপ আমি নবী ﷺ অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতিতে পথ চলতে কাউকে দেখিনি। (তাঁর পথ চলাকালে মনে হতো) যেন ভূমিকে তাঁর জন্য সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে।।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসে দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক. নবী ﷺ-এর রূপ ও সৌন্দর্যের বিবরণ। দুই. তাঁর পথচলার পদ্ধতি সম্পর্কীয় বর্ণনা। এখানে গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নবী ﷺ-এর পথচলার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে নবী ﷺ-এর রূপ ও সৌন্দর্যের কথাটিও বর্ণিত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে যেহেতু পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কাজেই এখানে অতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

হাদীসে উল্লেখিত উক্তি 'ললাটের উপর দিয়ে সূর্য বিচরণ করা' অনুরূপ তাঁর চেহারা মুবারককে চাঁদের সঙ্গে উপমা দেওয়া ইত্যাদির অর্থ হলো নবী ﷺ-এর চেহারা মুবারকের জ্যোতি ও উজ্জ্বলতাকে অতিশয় স্পষ্ট শব্দে রূপকভাবে বর্ণনা করা। ইতিপূর্বে অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছিল যে, নবী ﷺ-এর কাছে আনন্দ উদ্দীপক কোন বিষয় সামনে আসলে তাঁর চেহারা মুবারক চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। অনুরূপভাবে বর্ণনাকারী নবী ﷺ-এর দ্রুত পথ চলাকেও একটি উপমার সাহায্যে তুলে ধরে বলেন, যেন পথটি তাঁর দ্রুত চলার জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়েছিলো। ফলত তিনি সামান্য সময়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যেতেন। প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্বে নবী ﷺ-এর দ্রুত পথচলার বর্ণনা অনুচ্ছেদে তাঁর দ্রুত পথচলা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীস দ্বারা এখানে কেবল তাঁর দ্রুতপথ চলার ব্যাপারটি প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। শামায়েলে তিরমিযী গ্রন্থে আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে নিম্নোক্ত বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ انا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث আমরা তাঁর সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে (রীতিমত) কষ্টের মধ্যে ফেলে দিতাম। অথচ তিনি যেন কোন পরোয়াবিহীন স্বাভাবিক গতিতেই হেঁটে চলছেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, পায়ে চলাকালে নবী ﷺ-এর গতি স্বাভাবিকতার চেয়ে দ্রুত ছিল।

## ذِكْرُ مُحَبَّتِهِ ﷺ لِلْفَالِ وَالْحُسْنِ مِنَ الْقَوْلِ

## নবী ﷺ-এর মিষ্টি ভাষণ ও শুভ লক্ষণ গ্রহণের প্রতি অনুরাগের বর্ণনা

٧٥٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُحِبُّ الاِسْمَ الْحَسَنَ ـ

৭৫০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব সময় কাজের মধ্যে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। কখনো অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। অনুরূপ তিনি সুন্দর ও ভাল নাম পছন্দ করতেন।

**ফায়দা ঃ** শুভ লক্ষণ গ্রহণ করার অর্থ হলো মানুষ কখনো কোন ভাল কথা শুনলে তা থেকে একটি ভাল ফলাফলের আশা পোষণ করা। যেমন কেউ কোন কাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো। এমন সময় সে কারোর মুখে 'হে মানসূর' বাক্যটি শুনল। হে মানসূর! বাক্যের অর্থ হলো—ওহে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি! অতএব যাত্রাকারী উপরোক্ত বাক্য থেকে এমন শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যে, আজ তার উদ্দিষ্ট কাজটি অবশ্যই সফল হবে, কাজের ক্ষেত্রে সে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করবে ইত্যাদি। এ ভাবে ভাল কোন আশা পোষণ করাকে শুভলক্ষণ

গ্রহণ করা বলে। এ ধরনের কোন শুভলক্ষণ গ্রহণ করা খারাপ নয়। তবে অশুভলক্ষণ গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেমন আমাদের সমাজে কোন কোন সংখ্যা (যেমন ১৩ কে অশুভলক্ষণ মনে করা হয়) কিংবা কোন কোন দিন (যেমন শনিবার ও মঙ্গলবার)-কে অশুভ মনে করা হয়। এভাবে অশুভলক্ষণ গ্রহণ করা অজ্ঞতার কাজ। অশুভলক্ষণ দেখে কাজটি পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। বরং মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়া চাই। নবী ﷺ ভাল নাম পছন্দ করতেন। কাজেই কারো নাম মন্দ হলে তা বদলিয়ে নেয়া উত্তম।

٧٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَطَيَّرُ وَلٰكِنْ يَتَفَاءَلُ ، قَالَ فَكَانَتْ قُرَيْشُ جَعَلَتْ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ لِمَنْ يَاْخُذُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ حَيْثُ تَوَجَّهَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ بُرَيْدَةُ فِى سَبْعِيْنَ رَاكِبًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ بَنِى سَهْمٍ ، فَتَلَقَّوْا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ لَيْلاً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اَنَا بُرَيْدَةُ ، فَالْتَفَتَ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَابَكْرٍ بَرَدَ اَمْرُنَا وَصَلُحَ قَالَ ثُمَّ مِمَّنْ؟ قَالَ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ سَلِمْتُ قَالَ مِمَّنْ ؟ قَالَ مِنْ بَنِى سَهْمٍ ، قَالَ خَرَجَ سَهْمُكَ فَقَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَمَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلُهُ ، قَالَ بُرَيْدَةُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، قَالَ فَاَسْلَمَ بُرَيْدَةُ وَاَسْلَمَ الَّذِيْنَ مَعَهُ جَمِيْعًا فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحَ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ لاَ تَدْخُلِ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ وَمَعَكَ لِوَاءٌ ، قَالَ فَحَلَّ عِمَامَتَهُ ثُمَّ شَدَّهَا فِى رُمْحٍ ، ثُمَّ مَشَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ -

৭৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কুলক্ষণ গ্রহণ করতেন না বরং সর্বদা শুভলক্ষণ গ্রহণ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ হিজরতের জন্য যখন যাত্রা করেছিলেন। তখন কোরাইশের লোকেরা সে ব্যক্তির জন্য একশ' উট পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলো, যে ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ্) নবী ﷺ -কে ধরিয়ে দিয়ে তাদের হাতে ন্যস্ত করবে। নবী ﷺ তখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার দিকে যাত্রা করছিলেন। ঘোষণা শুনে বুরায়দা নিজ গোত্র বনূ সাহমের সত্তরজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে নবী ﷺ -কে গ্রেফতারের জন্য বের হয়। তারপর রাত পর্যন্ত তারা নবী ﷺ -এর সন্ধান পেয়ে যায় (এবং সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়) তখন নবী ﷺ তাকে বলেন, তুমি কে ? সে উত্তর করলো, আমার নাম বুরায়দা। (বুরায়দা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শীতল ও হিমেল) তাই কথাটি শুনে নবী ﷺ হযরত আবূ বক্‌র (রা)-এর দিকে ফিরে (শুভলক্ষণ গ্রহণ স্বরূপ) বললেন, হে আবূ বক্‌র! তা হলে আমাদের ব্যাপারটি উত্তেজনামুক্ত ও সুন্দর হয়ে গেল। নবী ﷺ তাকে বললেন, আচ্ছা তুমি কোন্ গোত্রের লোক ? সে বললো, আসলাম গোত্রের।

('আসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সর্বাধিক নিরাপত্তা অর্জনকারী কাজেই) নবী ﷺ শুভলক্ষণ স্বরূপ বললেন, তা হলে তুমিও নিরাপত্তা পেয়ে গেলে। নবী ﷺ বললেন, আসলাম গোত্রের কোন্ শাখার সাথে তোমার সম্পর্ক ? সে বললো, বনূ সাহ্ম। (সাহ্ম শব্দের অর্থ হলো ভাগ্য লেখা তীর) নবী ﷺ বললেন, তবে তোমার তীর হস্তগত হয়ে গেলো। (অর্থাৎ তোমার ভাগ্য খুলে গেল।) তারপর লোকটি এবার নবী ﷺ-কে বললো, আপনি কে ? নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্। কথাটি শোনামাত্রই বুরায়দা (রা) ইসলামের কালেমা পড়তে লাগলেন ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে হযরত বুরায়দা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, এবং তার সঙ্গে তার দলের সকলে ইসলামে দীক্ষিত হন। পরদিন ভোরবেলা তাঁরা নবী ﷺ-কে বললো, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনি এখন মদীনার সীমানায় প্রবেশ করছেন। কাজেই এ মুহূর্তে আপনার সঙ্গে একটি ঝাণ্ডা থাকা উচিত। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে হযরত বুরায়দা (রা) নিজ মস্তকের পাগড়ি খুলে সেটি একটি বর্শার অগ্রভাগে বেঁধে (পতাকার মত বানিয়ে) নেন। তারপর নবী ﷺ -এর আগে আগে সেই পতাকা হাতে নিয়ে মদীনা পর্যন্ত হেঁটে যান।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসে দেখা যায় যে, নবী ﷺ হযরত বুরায়দার নাম, তার গোত্র ও খান্দানের নাম থেকে শুভলক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আর এ নামগুলোও ছিল ভাল নাম। আবার মহান আল্লাহ্ নবী ﷺ-এর শুভলক্ষণকে বাস্তবায়ন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী ﷺ-কে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল, (নাউযুবিল্লাহ্) তারা উল্টো নবী ﷺ-এর মুবারক হাতে ইসলাম কবুল করে নেন। উপরন্তু তারা প্রিয় নবী ﷺ -এর সাহায্য ও সেবায় নিজেদেরকে সোপর্দ করে দেন। উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, সর্বদা ভাল নাম রাখা চাই। এবং ভাল নাম থেকে ভাল লক্ষণের আশা পোষণ করা চাই।

٧٥٢. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَأَلَ عَنْ اِسْمِ الرَّجُلِ فَاِنْ كَانَ حَسَنًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ ، وَاِنْ كَانَ سَيِّئًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِى وَجْهِهِ ، وَاِذَا سَأَلَ عَنْ اِسْمِ قَرْيَةٍ فَكَذٰلِكَ -

৭৫২. মুতার্‌রিফ ইবন্ আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কাউকে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন তখন যদি নামটি সুন্দর হতো তা হলে তা নবী ﷺ-এর চেহারা মুবারক দেখেই অনুমান করা যেতো। আর যদি নামটি মন্দ হতো তাও তাঁর চেহারা থেকে বোঝা যেতো। অনুরূপ তিনি যখন কোন জনপদের নাম জিজ্ঞেস করতেন তখনও এ অবস্থা হতো।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ -এর কাছে ভাল নাম পছন্দনীয় ছিল। যে নামের অর্থ ভাল, যে নাম মনে খুশির উদ্রেক করে সে নাম শুনে নবী ﷺ ও আনন্দ

প্রকাশ করতেন। আর নাম যদি মন্দ কিংবা অপছন্দনীয় হতো তা হলে তাতে তাঁকে খুশি দেখা যেত না। ব্যক্তি কিংবা স্থানের নামের ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া একই ছিল। বর্তমান যুগে মানুষ নাম রাখার ক্ষেত্রে খুবই অসতর্কতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। কতিপয় লোকের অবস্থা তো এমন যে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিগলিত হয়ে আপন সন্তান- সন্ততির নাম ইসলামী নামের বদলে অনৈসলামিক নাম রাখাকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে। নামটির অর্থ কি এর প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না। যেমন ছেলেদের নাম বল্টু রাখা কিংবা মেয়েদের নাম 'পুতুল' অথচ এগুলো ইসলামী নাম নয়, সম্পূর্ণ অনৈসলামিক নাম।

٧٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا الْفَالُ ؟ قَالَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ الصَّالِحَةُ -

৭৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শুভলক্ষণ কী ? নবী ﷺ বললেন, শুভলক্ষণ হলো এমন শব্দ যা সুন্দর ও সঠিক। অর্থাৎ যা অর্থপূর্ণ শব্দ।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সুন্দর শব্দ ও অর্থপূর্ণ শব্দ হলো শুভলক্ষণ ও শুভ ফলাফল গ্রহণের উপকরণ। কাজেই সর্বদা সুন্দর ও অর্থপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করা চাই।

٧٥٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَاَعْجَبَتْهُ فَقَالَ اَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيْكَ

৭৫৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দটি তাঁর কাছে খুবই ভাল লেগেছিল। অতএব তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমি তোমার ব্যাপারে (তোমার মুখ থেকে পাওয়া শব্দ থেকে) শুভলক্ষণ গ্রহণ করে রেখেছি।

**ফায়দা ঃ** এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে কথা বলা ও কথোপকথনের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখা চাই যে, নিজের অলক্ষ্যে মুখ থেকে যেন কোন শ্রুতিকটু শব্দ বেরিয়ে না আসে। সুন্দর শব্দ ও সুন্দর কথা বলার দ্বারা সুন্দর ও শুভলক্ষণ গ্রহণ করা হয়। মুখে শ্রুতিকটু শব্দের ব্যবহার কিংবা কটুবাক্য কিংবা গালি-গালাজ ইত্যাদি ভাল কাজ নয়। বাক্যালাপের ক্ষেত্রে এগুলি অপছন্দনীয় ও দোষের বিষয়।

٧٥٥. عَنْ كَثِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ هَا خَضِرَةً ، فَقَالَ يَا لَبَّيْكَ ! نَحْنُ اَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيْكَ ، اَخْرِجُوا بِنَا اِلٰى خَضِرَةٍ ، فَخَرَجُوْا اِلَيْهَا ، فَمَا سُلَّ فِيْهَا سَيْفٌ حَتّٰى اَخَذَهَا -

৭৫৫. কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন আউফ (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, সে বলছে, সবুজ ও সজীব জিনিসটি তুলে নাও। তখন নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমরা হাযির (অর্থাৎ আমরা সবুজ সজীব অঞ্চল বিজয়ের জন্যই উপস্থিত হয়েছি) আমরা তোমার মুখ থেকে পাওয়া কথাটি থেকে শুভলক্ষণ গ্রহণ করছি। কাজেই আমাদেরকে শস্য শ্যামল এলাকার দিকে নিয়ে চলো। সে মতে সকলেই সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তারপর কোষ থেকে তরবারি বের করে আনারও প্রয়োজন হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে অঞ্চলটি (বিনা যুদ্ধে) নবী ﷺ জয় করে নেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসটি একটি বিস্তারিত ঘটনার একাংশ। এ ঘটনা ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ তথা ওয়াদ্দান যুদ্ধকালে ঘটেছিল। ওয়াদ্দান যুদ্ধকে 'আবওয়ার যুদ্ধ' নামেও অভিহিত করা হয়। ঘটনাটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ নবী ﷺ কোরাইশদের মুকাবিলা করার জন্য তথায় যাত্রা করছিলেন। পথে জনৈক ব্যক্তির মুখ থেকে তিনি শুনতে পেলেন যে, সে বলছে, সবুজ ও সজীব জিনিসটিকে নিয়ে নাও। নবী ﷺ তার এ শব্দগুলিকে শুভ লক্ষণের পরিচায়ক বলে অভিহিত করলেন। সে মতে তিনি যখন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন তখন কোন যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই বিজয় অর্জন করেন। অমুসলিমরা যেন সেই শস্য শ্যামল এলাকাটি নিজ থেকেই প্রিয় নবী ﷺ -এর হাতে ন্যস্ত করে দিল।

٧٥٦. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيْكَ ـ

৭৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ বলেছেন, আমরা তোমার ব্যাপারে শুভলক্ষণ তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথা থেকেই নিয়ে রেখেছি।

٧٥٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الطَّيْرُ تَجْرِى بِقَدَرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ ـ

৭৫৭. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, (ভাগ্য পরীক্ষার) পাখি তো আল্লাহ্র নির্দেশ মত উড়ে যায় নিজ পথে। (ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয়ে তার কোন হাত নেই) তবে নবী ﷺ কোন বিষয়ে শুভলক্ষণ গ্রহণ করাকে পছন্দ করতেন।

**ফায়দা ঃ** আরবদের মধ্যে প্রথা ছিলো যে, কোন দূরদেশ সফরে যাত্রাকালে তারা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য পাখি ছেড়ে দিতো। পাখিটির ডান দিকে কিংবা বাম দিকে উড়ে যাওয়ার দ্বারা তারা ভাগ্যের শুভ-অশুভ নির্ণয় করতো। সে মতে যদি কারোর পাখি ডান দিকের পথ অবলম্বন করতো তা হলে সে বিশ্বাস করতো যে, লক্ষণ শুভ আছে। আর বাম দিকের পথ অবলম্বন করলে মনে করতো যে, লক্ষণ শুভ নয়। সে অনুযায়ী তারা সফরে যেত কিংবা সফর স্থগিত রাখত। নবী ﷺ তাদের এই জাহেলী নীতির খণ্ডন করে বলেন, সকল পাখি

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমেই তারা চলে। তাদের চলার সঙ্গে কারো যাত্রা শুভ-অশুভ হওয়ার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামে অশুভলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে শুভলক্ষণ গ্রহণ করার অবকাশ আছে। এ শুভলক্ষণ গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার আশা পোষণ করা।

٧٥٨. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ يَبْلُغُنَا لِقْحَتَنَا هٰذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ صَخْرٌ ، قَالَ اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَبْلُغُنَا لِقْحَتَنَا هٰذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَااسْمُكَ ؟ قَالَ يَعِيْشُ قَالَ اَحْلِبْ -

৭৫৮. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবাব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাদের এ উট্‌নী থেকে দুধ দোহন করে কে দিতে পার ? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার নাম কি ? সে উত্তর করলো, আমার নাম সাখার (সাখার শব্দের অর্থ হলো পাথর)। নবী ﷺ বললেন, তুমি বস। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের এই উট্‌নী থেকে কে দুধ দোহন করে দিতে পারো ? তখন আরেক ব্যক্তি দাঁড়ালো। নবী ﷺ বললেন, তোমার নাম কি ? লোকটি বললো, আমার নাম 'ইয়ায়িশ' (অর্থ হলো বেঁচে থাক)। নবী ﷺ (তার নামের শুভলক্ষণ গ্রহণপূর্বক) বললেন, যাও তুমি দুধ দোহন করে আনো।

٧٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ اِلَى الْاِسْمِ الْحَسَنِ

৭৫৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মন্দ নাম পরিবর্তন করে কোন ভাল নাম রেখে দিতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, কারোর নাম যদি মন্দ হয় কিংবা অর্থহীন হয় তা হলে সেটি পরিবর্তন করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। ভাল নামকে সর্বদা ভালই বলা হয়। আর মন্দ নাম সব সময়ই অপছন্দনীয় বলে বিবেচিত থাকে। উপরোক্ত মন্দ নামকে পরিবর্তন করে কোন একটি ভাল নাম গ্রহণ করা নবী ﷺ -এর একটি সুন্নত এবং ব্যক্তির নিজের একটি রুচিশীলতাও বটে।

٧٦٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شِهَابٌ ، فَقَالَ ﷺ اَنْتَ هِشَامٌ -

৭৬০. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে এক ব্যক্তির আলোচনা উঠলো। লোকটির নাম ছিলো শিহাব। নবী ﷺ (তাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, তুমি শিহাব নও বরং তুমি হিশাম।

**ফায়দা ঃ** অপর একটি বর্ণনার মধ্যেও উপরোক্ত বক্তব্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, একবার হযরত যায়নাব বিন্‌ত সাদ (রা)-এর পিতামহ

হযরত হিশাম ইব্ন আমির নবী ﷺ-এর খেদমতে খেজুরের একটি টুক্রি নিয়ে উপস্থিত হন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আমার নাম শিহাব। নবী ﷺ বললেন, শিহাব শব্দটি তো হলো জাহান্নামের একটি নাম। অতএব (তুমি শিহাব নও বরং) তুমি হলে হিশাম। অর্থাৎ তুমি এ নাম পরিবর্তন করে হিশাম নাম অবলম্বন কর। সাহাবী তাই করেন।

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, একজন সাহাবীর নাম ছিল গুরাব (অর্থাৎ কাক)। তখন নবী ﷺ সেই নাম বদলিয়ে দিয়ে মুসলিম নাম রেখে দিলেন। এ সকল হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, প্রথম থেকে যদি কারোর নাম এ ধরনের মন্দ কিংবা অর্থহীন শব্দের হয়ে থাকে তা হলে যে নাম বদলিয়ে নিতে কোন আপত্তি থাকা ঠিক নয় বরং মন্দ নামটি ত্যাগ করে একটি ভাল নাম গ্রহণ করাই উচিত। তা হলে নামের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতীক এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কায়েম থাকবে। লোকজনও তাকে এ ভাল নামের মাধ্যমে স্মরণ করবে, তার নাম থেকে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করবে।

٧٦١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُنِى الْفَالُ الصَّالِحُ وَالْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ -

৭৬১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমার কাছে শুভ লক্ষণ গ্রহণ পছন্দনীয়। আর শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা হয় সুন্দর শব্দ থেকে।

٧٦٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى قَوْمٍ يُقَاتِلُهُمْ ، ثُمَّ اَرْسَلَ خَلْفَهُمْ رَجُلاً فَقَالَ لاَتُنَادِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَقُلْ لَهُ لاَ تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوْهُمْ -

৭৬২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ হযরত আলী (রা)-কে যুদ্ধের জন্য একটি গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। তারপর তাঁর পেছনে অপর এক ব্যক্তিকে (একটি পয়গাম দিয়ে) পাঠিয়ে বললেন, দেখ তাকে পেছন দিক থেকে ডাকতে যেও না। (বরং তার সাক্ষাৎ করে) তাকে বলবে, সে যেন ঐ গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ব্যতিরেকে যুদ্ধ শুরু না করে।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে দু'টি কথা প্রমাণিত হচ্ছে। এক. যদি কারোর কাছে কোন সংবাদ পৌছাতে হয় তখন তাকে পেছন থেকে না ডাকা চাই। বরং তার সামনে এসে তার সঙ্গে কথা বলবে। কেননা, পেছন থেকে তাকে ডেকে কথা বলা ভদ্রতা বিরোধী কাজ। দুই. কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। তারপর যদি তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল না করে তখন তাদের সঙ্গে চলবে মুসলমানদের যুদ্ধ। প্রকাশ থাকে যে, হাদীস বিশারদ আলিমগণ উপরোক্ত হাদীসটি 'মাউযূ' তথা জাল হাদীস বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٧٦٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثْتُمْ اِلَىَّ رَسُوْلاً فَابْعَثُوْهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْاِسْمِ۔

৭৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা আমার নিকট কোন সংবাদ দাতাকে প্রেরণ করবে তখন এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবে যে সুদর্শন ও সুন্দর নামের অধিকারী।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, যে ভাবে সুন্দর নাম শুভ লক্ষণের পরিচয় বহন করে, তেমনি ব্যক্তির রূপ সৌন্দর্যও শুভ লক্ষণ গ্রহণের উপকরণ যুগিয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সীমা বজায় রেখে সাজ-গোজ অবলম্বন, আতর ও সুগন্ধি ইত্যাদির ব্যবহার পছন্দনীয় কাজ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে এবড়ো-খেবড়ো চালচলন, উদ্ভট রীতিনীতি, সাজ-গোজহীনতা, অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা ইসলামে মোটেও পছন্দনীয় নয়।

## مَاذُكِرَ مِنْ تَكَلُّمِهِ ﷺ بِالْفَارِسِيَّةِ

## নবী ﷺ -এর কথা বলার মধ্যে ফারসী শব্দ ব্যবহার করার বর্ণনা

٧٦٤. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوا فَقَدْ صَنَعَ لَكُمْ جَابِرٌ سُوْرًا۔

৭৬৪. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বলেছেন, তোমরা উঠো, জাবির তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো নবী ﷺ তাঁর কথা বলার মধ্যে ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন—এ কথার প্রমাণ পেশ করা। কেননা হাদীসের মধ্যে سُوْرٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফারসী ভাষার سُوْرٌ শব্দের অর্থ হলো যিয়াফত। তবে কতিপয় আলিম শব্দটিকে হাবশী ভাষার শব্দ বলেও দাবি করেছেন। হাদীসটির বিস্তারিত রূপ সহীহ্ বুখারীর 'গায্ওয়াতুল খন্দক' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

٧٦٥. عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَاَنَا اَشْكُوْ مِنْ بَطْنِى فَقَالَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَشْكَمَتْ دَرْدُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، فَقَال قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِىْ الصَّلَاةِ شِفَاءً ـ

৭৬৫. হযরত মুজাহিদ (র) হযরত আবূ হুরায়বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন, আমি তখন পেটের পীড়ায় ভুগছিলাম। নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার কি পেটে অসুখ ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে যাও এবং সালাত পড়ো। সালাতের মধ্যে শিফা (আরোগ্য) আছে।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে নবী ﷺ ফারসী ভাষার শব্দ (شِكَمَتْ دَرْدٌ) "ব্যবহার করেছেন। বাক্যটির অর্থ হলো, তোমার কি পেটে অসুখ হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয় নবী ﷺ তাঁর কথাবার্তার মধ্যে ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া হাদীসের আলোকে আরো বোঝা যাচ্ছে যে, সালাত বহু ধরনের রোগ-ব্যাধির নিরাময়ও করে থাকে। এ কারণেই তিনি চিকিৎসা স্বরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে তার পেটের পীড়া নিরাময়ের জন্য সালাতের আদেশ করেছেন। অনুরূপভাবে নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিলো যে, তিনি যখন কোন বিপদ-আপদ কিংবা কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন সালাতে মশগুল হয়ে যেতেন। কেননা, সালাত মু'মিন ব্যক্তির জন্য মিরাজ স্বরূপ। আল্লাহ্‌র সঙ্গে একান্তে কথা বলার একটি সঠিক ও উপযুক্ত ক্ষেত্র। হাদীস গ্রন্থগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায় যে, হাদীসে সালাতের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে কত পরিমাণে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, আলোচ্য হাদীসে সালাত পড়ার জন্য যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটি নফল সালাত সংক্রান্ত। নতুবা ফরয সালাত পড়া তো সর্বাবস্থাতেই আবশ্যক। ফরয সালাত ছেড়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ফরয সালাতগুলিকেও জামাআতের সঙ্গে আদায় করা চাই। জামাআতের সহিত সালাত আদায় করা অসামান্য সৌভাগ্য ও বরকতের বিষয়।

অনুরূপ পবিত্র কুরআন সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন হলো সর্বোত্তম শিফা। হাদীসে বলা হযেছে ঃ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ ঃ হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ঔষধের মধ্যে সর্বোত্তম ঔষধ হলো পবিত্র কুরআনে কারীম। (ইব্‌ন মাজা)

নবী ﷺ-এর নিজের নিয়ম ছিলো এরূপ। তাঁর কাছে কখনো কোন যন্ত্রণা অনুভূত হলে তিনি সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস পড়ে শরীরে ফুঁ দিতেন। উলামাদের মধ্যেও এ নিয়ম পাওয়া যায়। তাঁরাও রোগব্যাধি থেকে উপশমের জন্য কুরআন পাকের আয়াত পাঠ করে ফুঁ দিতেন। কিংবা কখনো আয়াত লিখে (তাবিজ বানিয়ে) দিতেন। আবার কখনো রোগী ব্যক্তিকে এভাবে নিয়মিত পাঠ করার জন্য বাতলিয়ে দিতেন।

٧٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّبِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَشْتَكِى بَطْنِى ، فَقَالَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَشِكَمَتْ دَرْدٌ ، اَشِكَمَتْ دَرْدٌ ؟ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ فَاِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سَقَمٍ-

৭৬৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন পেটের পীড়ায় ভুগছিলাম। নবী ﷺ আমাকে বললেন,

হে আবূ হুরায়রা! তোমার কি পেটে অসুখ ? তোমার কি পেটে অসুখ ? তুমি সালাতের অভিমুখী হও। কেননা, সালাত সর্বপ্রকার রোগব্যাধির জন্য শিফা।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীস অবলম্বনে মূল কিতাবের টীকা লেখক আবুল ফযল আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আল গিমরী লিখেছেন, আলোচ্য হাদীস এবং এর পূর্ববর্তী হাদীস সঠিক নয় বলে বোঝা যায়। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একজন আরবী বংশোদ্ভূত দাওসী গোত্রের লোক। তারা পারস্য দেশ কখনো চোখেও দেখেননি। এভাবে ফারসী ভাষার সাথেও তাদের তেমন কোন জানাশোনা ছিলো না। তা হলে একথা কেমন করে সত্য হবে যে, নবী ﷺ সে গোত্রের একজনের সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলছেন যে ভাষা তাঁরা আদৌ জানেন না।

কিন্তু আমাদের মতে শুধু এতটুকু কারণের ভিত্তিতে একটি হাদীসকে দুর্বল বলা যায় না। তার কারণ হলো, হতে পারে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে আনন্দ ও ফুর্তি দানের জন্য কথার ফাঁকে এক-আধটি ফারসী শব্দও সংযোগ করে তাকে সম্বোধন করেছেন। দ্বিতীয়, এও হতে পারে, বরং এমনটি হওয়াই অধিক সম্ভাবনা যে, নবী ﷺ-এর কোন ফারসী বাক্য ব্যবহার করা এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একজন আরবী বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সে বাক্যের অর্থ বুঝে নেয়া ছিলো নবী ﷺ-এর একটি মুজিযা। বিজ্ঞ আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, জড় পদার্থের এমন কোন শ্রেণী অবশিষ্ট নেই যেখানে নবী ﷺ-এর কোন না কোন মুজিযার আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তা হলে এমন মতামত পোষণ করাও ভুল হবে না যে, নবী ﷺ-কে ভাষাগত মুজিযাও দান করা হয়েছিল। উপরোক্ত মতামতের স্বপক্ষে স্পষ্ট দলীল হলো যে, নবী ﷺ -এর ভাষা ছিলো নিখুঁত কুরায়শী ভাষা। অন্যান্য গোত্রের ভাষা শিক্ষা করার জন্য তাঁর কোন উপায় ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদের সাথে সেই গোত্রের নিজস্ব ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। এ বিষয়টি এতই স্পষ্ট যাকে মুজিযা ব্যতিরেকে আর কোন নামই দেয়া চলে না। কাজেই এই নিরিখে তাঁর ফারসী ভাষায় কথা বলার বিষয়টিও বুঝে নিতে হবে। অন্যদিকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ-এর ফারসী কথাটি বুঝে নিতে পারাও তাঁর অপর মুজিযা। কেননা তাঁর বরকতে তাঁর এক সাহাবীও ভিন্ দেশীয় ভাষায় এ বাক্যটি বোঝার সুযোগ পেয়েছেন। তবে উল্লেখিত হাদীসের সনদ কিংবা মতনের উপর পারিভাষিক কোন ক্রটি ( جَرْح ) বিদ্যমান থাকলে সেটি ভিন্ন কথা।

## ذِكْرُ مَا تَحَرَّاهُ ﷺ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْاَيَّامِ مُتَبَرِّكًا بِهِ

## নবী ﷺ জুমু'আর ফযীলত ও বরকত অর্জনার্থে জুমু'আর দিবস ও রজনীতে যে সব বিশেষ আমল করতেন সে সবের বর্ণনা

٧٦٧. عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

৭৬৭. আবদুল কুদ্দুস (র) হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন তা শুরু করতেন শুক্রবার থেকে।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নতুন কোন জিনিসের ব্যবহার শুরু করতে চাইলে তা বরকতের দিন অর্থাৎ শুক্রবার থেকে ব্যবহার শুরু করা চাই। শুক্রবারের দিন বড়ই বরকতের দিন। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মধ্যে এটি সর্বোত্তম দিন। মুসলিমদের জন্য এ দিনটি সাপ্তাহিক ঈদ ও আনন্দের দিন। এ দিনে এমন একটি সময় আছে যে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে যে দু'আই করা হোক তা অবশ্যই কবুল হয়। শুক্রবার তথা জুমু'আর দিন সম্পর্কে হাদীসে বহু ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে।

٧٦٨. عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ اِذَا دَخَلَ الصَّيْفُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا دَخَلَ الشِّتَاءُ دَخَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ـ

৭৬৮. হযরত ইকরিমা (র) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গরমের মৌসুমে শুক্রবার রাতে সফরের জন্য যাত্রা করতেন। আর শীতের মৌসুমে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনও হতো শুক্রবার রাতে।

**ফায়দা ঃ** টীকা লেখক আবুল ফযল আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ সিদ্দীক আল গিমারী এ হাদীসের টীকায় লিখেছেন যে, হাদীসটি মাউযূ তথা জাল হাদীস। এ হাদীসের সনদে এমন একজনের নাম পাওয়া যায় যার সম্পর্কে মিথ্যা বলার অভিযোগ রয়েছে। তা ছাড়া অর্থের দিক থেকেও হাদীসটি অসম্পূর্ণ ।

٧٦٩. عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الاَغَرِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُصُّ شَارِبَهُ ، يَأْخُذُ مِنْ اَظْفَارِهِ قَبْلَ اَن يَّرُوْحَ اِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ـ

৭৬৯. হযরত আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল আগার্‌ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ জুমু'আর সালাতে যাওয়ার পূর্বে নিজের গোঁফ ছোট করতেন এবং হাতের নখ কাটতেন।

**ফায়দা ঃ** বর্ণিত সনদ হিসাবে যেহেতু হযরত আগার্‌ একজন তাবেঈ, কাজেই হাদীসটি হাদীসে মুরসাল। অবশ্য তাবরানী ও বায্‌যার গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে 'موقوفا' বর্ণিত আছে। নবী ﷺ শুক্রবারে জুমু'আর সালাতের জন্য মসজিদে গমনের পূর্বে নিজের গোঁফ ও নখ কেটে নিতেন। শুক্রবারের দিনটি যেহেতু একটি ফযীলতের দিন তাই এ দিনের দাবি হলো ব্যক্তি সর্ব প্রকারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করবে। শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করবে। হাদীসে এ দিন সম্পর্কে অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার কেবলমাত্র এ দিনের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনে অন্য দিনেও এ পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হয়।

٧٧٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ شَارِبَهُ وَاَظْفَارَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ -

৭৭০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রত্যেক জুমু'আর দিনে নিজের গোঁফ ছোট করতেন এবং আঙুলের নখ কাটতেন।

٧٧١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُصُّ اَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

৭৭১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিনে হাতের নখ কেটে নিতেন।

٧٧٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ اَوْ ظُفُرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

৭৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব তার পিতা মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিনে নিজের গোঁফ ও নখ কাটতেন।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসের সনদে ' عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ اَبِيْهِ ' লিখিত আছে। তবে সঠিক পাঠ হলো এভাবে যে, " عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ " কেননা মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব মূলত আবদুল্লাহ্‌র পিতা নন বরং তার দাদা।

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, শুক্রবারের দিন বড়ই ফযীলত ও বরকতের দিন। এ দিনে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা চাই। এ দিনে গোসল করা, নতুন কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি মাখা, নখ কাটা ইত্যাদি আমল সুন্নত।

## ذِكْرُ حَلْقِهِ ﷺ شِعْرَ عَانَتِهِ

## নবী ﷺ -এর নাভীর নিচের পশম পরিষ্কারের বর্ণনা

٧٧٣. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لاَ يَتَنَوَّرُ فَاِذَا كَثُرَ شِعْرُ حَلَقَهُ -

৭৭৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নﷺ (নাভীর নিচের) লোম পরিষ্কারের জন্য চুনা কিংবা কোন লোমনাশক ব্যবহার করতেন না। বরং লোম বেড়ে উঠলে তিনি ক্ষুর দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, পুরুষদের জন্য বিনা প্রয়োজনে নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করার জন্য কিংবা অন্য কোন লোমনাশক ব্যবহারের তুলনায় মুণ্ডন করে নেওয়া উত্তম।

## ذِكْرُ حِجَامَتِهِ وَدَفْنِهِ دَمَهُ ﷺ

## নবী ﷺ -এর সিঙ্গা লাগানো এবং নির্গত রক্ত দাফন করার বর্ণনা

٧٧٤. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ لِبِشْرَبْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِيْ الْمَسْجِدِ -

৭৭৪. হযরত মূসা ইব্ন উক্বা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত বিশ্‌র ইব্ন সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি নবী ﷺ-কে মসজিদে (একজনকে দিয়ে নিজ শরীরে) সিঙ্গা লাগাতে দেখেছি।

**ফায়দা ঃ** আলোচ্য হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, মসজিদের ভিতর সিঙ্গা লাগানোর মধ্যে কোন দোষ নেই। শর্ত হলো তাতে যেন মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা না থাকে। আরব দেশে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে উপশমের জন্য সিঙ্গা লাগানোর প্রচলন ছিল। সিঙ্গা লাগানোর দ্বারা শরীরের ভিতর থেকে দূষিত রক্ত বের করা হয়। তাতে একদিকে শারীরিক জ্বালা-পোড়া কমে যায় এবং অনেক রোগ নিরাময় হয়। আবার অন্যদিকে মন-মানসিকতায় প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

٧٧٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا احْتَجَمَ اَوْ اَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ اَوْ مِنْ ظُفُرِهِ بَعَثَ بِهِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَدُفِنَهُ -

৭৭৫. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিঙ্গা লাগাতেন কিংবা লোম পরিষ্কার করতেন কিংবা নখ কাটতেন তখন এগুলিকে বাকী গোরস্তানে পাঠিয়ে দাফন করিয়ে নিতেন।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, মানব দেহের পরিত্যক্ত অংশগুলো যথা—নির্গত রক্ত, লোম, নখ ইত্যাদি যত্রতত্র ফেলার পরিবর্তে কোথাও দাফন করে দেওয়া উত্তম। বাহ্যিকভাবে এর দু'টি কারণ দেখা যায়। প্রথমত, পরিত্যক্ত অংশ যেহেতু মানব দেহেরই অংশ বিশেষ। কাজেই গোটা দেহের জন্য সাধারণত যে নীতির অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ সসম্মানে দাফন করা । তেমনি এ অংশকেও দাফন করে নেওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, এ সব পরিত্যক্ত জিনিস পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং মানুষের জন্য কষ্টের উদ্রেক করতে পারে। কাজেই পরিবেশ সুস্থ রাখা এবং মানুষের কষ্ট দান থেকে বিরত থাকার স্বার্থে এগুলিকে কোথাও ভূগর্ভস্থ করে নেওয়াই উত্তম।

٧٧٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْتِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ وَاحِدٍ وَعِشْرِيْنَ -

৭৭৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (চান্দ্র মাসের) সতের কিংবা উনিশ কিংবা একুশ তারিখে সিঙ্গা লাগাতেন।

**ফায়দা ঃ** হেকীম ও চিকিৎসকগণও এ তারিখগুলোতে সিঙ্গা লাগানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ হলো, চাঁদের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শরীরে রক্ত চলাচলের গতিও বৃদ্ধি পায়। আবার চাঁদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার দ্বারা রক্ত চলাচলের গতিও হ্রাস পায়। কাজেই চাঁদের উঠতি দিনগুলির মধ্যে যদি সিঙ্গা লাগানো হয় তা হলে অসাবধানতাবশত রক্ত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত বেরিয়ে পড়ার কিংবা রক্তপাত বন্ধ না হওয়ার আশংকা থাকে। পক্ষান্তরে প্রথম পক্ষকাল অতিক্রমের পর বেজোড় তারিখগুলোর কোন একটিতে সিঙ্গা লাগানো নিরাপদ। কাজেই সেই দিনগুলোতেই সিঙ্গা লাগানো চাই।

## ذِكْرُ جَزِّ شَارِبِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর গোঁফ কাটার বর্ণনা

٧٧٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجُزُّ شَارِبَهُ -

৭৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজের গোঁফগুলিকে কেটে ছোট করে রাখতেন। (তা সমূলে মুণ্ডন করতেন না।) অনুরূপ হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ)-এর নীতিও ছিল যে, তিনি নিজের গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতেন।

**ফায়দা ঃ** বর্ণিত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, গোঁফ কেটে ছোট করে রাখা নবীগণের একটি সুন্নত। গোঁফ কাটার নিয়ম হলো কাঁচির দ্বারা চামড়ার উপরিভাগ থেকে লোমগুলি এভাবে কেটে ফেলা যেন ঠোঁটের চামড়া নজরে ভেসে আসে।

গ্রন্থকার এ হাদীসটিকে একই শব্দমালাসহ অপর একটি সনদেও বর্ণনা করেছেন। একই কথার পুনরুক্তি যেন না ঘটে তজ্জন্য সে হাদীস আলোচনা করা হলো না।

## ذِكْرُ لُزُوْمِهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَذِكْرُ اللهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ

## নবী ﷺ-এর ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা এবং আল্লাহ্‌র যিকরের মধ্যে ব্যাপৃত থাকার বর্ণনা

٧٧٨. عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ۔

৭৭৮. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত পড়ার পর সূর্য পরিষ্কারভাবে উদিত হওয়া পর্যন্ত নিজ জায়গায় বসে থাকতেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ ফজরের সালাতের পর নিজ মোসল্লার উপর সূর্য ভালভাবে ওঠা পর্যন্ত বসা থাকতেন। এ সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র যিকরে ব্যাপৃত থাকতেন।

মিশকাত শরীফে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর এক হাদীসে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি জামাআতের সহিত ফজরের সালাত আদায় করার পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের যিকরের মধ্যে মশগুল থাকেন তারপর সূর্য উঠলে দু'রাকআত ইশ্‌রাকের সালাত আদায় করেন সে ব্যক্তিকে একটি হজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব প্রদান করা হয়। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী ﷺ তারপর নিম্নোক্ত কথাটি তিনবার উচ্চারণ করে বলেন; পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও একটি পরিপূর্ণ উমরার সাওয়াব দান করা হয়।

'ইশরাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, সূর্য উদিত হওয়া। যেহেতু এ সালাতটি সূর্য উদিত হওয়ার পর পড়া হয় তাই একে 'সালাতুল ইশ্‌রাক' বলা হয়। হাদীসে এ সালাতের বহু ফযীলত বর্ণিত আছে। এখানে আমাদের কেবল এতটুকু প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, ফজরের সালাতের পর নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিল কিছুক্ষণ অবস্থান করা ও ইশ্‌রাকের সালাত পড়া।

## ذِكْرُ قِرَاتِهِ الْقُرْاٰنَ وَمُدَّةُ خَتْمِهِ ﷺ

## নবী ﷺ-এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং তা খত্‌ম করার সময়সীমা সম্পর্কে বর্ণনা

٧٧٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ۔

৭৭৯. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ অন্তত তিন দিনের কমে পবিত্র কুরআন খতম করতেন না।

**ফায়দা ঃ** উপরোক্ত হাদীসের আলোকে পবিত্র কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত সম্পর্কীয় একটি আদব ও নীতি জানা যায়। পবিত্র কুরআন পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য হলো তার অর্থ ও মর্ম অনুধাবন এবং আদেশ ও নিষেধসমূহ উপলব্ধি করে পাঠ করা। একজন আরবী ভাষা-ভাষী মানুষ যিনি কুরআন বুঝেন তার জন্য এ কুরআন পাঠ করে সমাপ্ত করতে অন্তত পক্ষে তিনদিন সময়ের দরকার। এতটুকু সময় হলে তার পক্ষে অর্থ বোঝাসহ তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সহজ হবে। নবী ﷺ নিজেও এর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিন দিনের কম সময়ে খতম করতেন না। সে মতে প্রিয় নবী ﷺ নিজেও এ বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তিন দিনের কম সময়ে পবিত্র কুরআন খতম করতেন না। পবিত্র কুরআন তিন দিনের কম সময়ের মধ্যেও অবশ্য তিলাওয়াত করে শেষ করা সম্ভব। হাফিযগণ তো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাঠ করে শেষ করে ফেলেন। তিলাওয়াতের সাওয়াবও তাতে কম হয় না। তবে এতে খতমের আদব রক্ষিত হয় না। কেননা কুরআন খত্‌মের আদব হলো তার তিলাওয়াত, তাজবীদ ও কিরাআতের নির্ধারিত নিয়মানুসারে অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে গভীর চিন্তা ও মনোযোগসহ তিলাওয়াত করা। অনুরূপভাবে এ কথার উদ্দেশ্য এমনটিও নয় যে, কুরআনের অর্থ বোঝা ব্যতিরেকে (নাউযুবিল্লাহ্‌) কুরআনের তিলাওয়াত নিরর্থক। বুঝে তিলাওয়াত করুন কিংবা না বুঝে, তাতে সাওয়াবের কোন কমতি হবে না। প্রতি শব্দের তিলাওয়াত অনুসারে ব্যক্তিকে দশ দশ নেকী প্রদান করা হবে। এর কারণ হলো, এটি আল্লাহ্‌র কালাম, কোন মানুষের কালাম নয়। আল্লাহ্‌র কালাম বলেই তার এ ব্যতিক্রমধর্মী নীতি। বলা হয়েছে যে, যেই ঘরে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত চলে সে ঘরের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। অদৃশ্য থেকে ফেরেশতাগণ্‌ পাক কালামের তিলাওয়াত শ্রবণের জন্য জড়ো হয়ে যান। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবিই হলো তার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র কালামের মুহব্বত বিদ্যমান থাকা। আল্লাহ্‌ পাক নিজেও যে সকল মানুষ তাঁর কালামের তিলাওয়াত করেন তাঁদেরকে বিশেষ ধরনের ইযযৃত ও সম্মান করে থাকেন। এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ-এর ইরশাদ উদ্ধৃত করে বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন থেকে একটি অক্ষর তিলাওয়াত করে তাকে এক অক্ষরের বিনিময়ে একটি নেকী দান করা হয়। আল্লাহ্‌ পাকের নিয়মানুসারে এক নেকী সমান দশটি সাওয়াব। অর্থাৎ এক অক্ষরের বিনিময়ে ব্যক্তিকে দশটি সাওয়াব দান করা হয়। হাদীসটিতে নবী ﷺ বলেন, আমার বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, الم-একটি হরফ। বরং আমার উদ্দেশ্য 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ আর 'মীম' একটি হরফ। অর্থাৎ এই 'الم' একটি শব্দ, এখানে তিনটি অক্ষর আছে। অতএব এ শব্দটি তিলাওয়াত দ্বারা ত্রিশটি সাওয়াব অর্জিত হবে। (তিরমিযী) কুরআন পাকের ফযীলত সম্পর্কীয় ব্যাপারে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রা) রচিত 'ফাযায়েলে কুরআন' গ্রন্থটি অধ্যয়নযোগ্য। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, নবী ﷺ-এর তিলাওয়াত করার মধ্যে কি নিয়ম ছিল তা সুস্পষ্ট করে দেওয়া। আর তা হলো যে, নবী ﷺ তিন দিনের কমে পবিত্র কুরআন খত্‌ম করতেন না।

## ذِكْرُ فِعْلِهِ ﷺ فِىْ اَوَّلِ مَطَرٍ يَمْطُرُ

## মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করতেন

٧٨٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَجَرَّدُ لِلْمَطَرِ وَيَاْمُرُ اَهْلَ بَيْتِهِ بِذٰلِكَ -

৭৮০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানোর জন্যে কাপড় খুলে রাখতেন এবং পরিবারের লোকদের অনুরূপ করার জন্যে নির্দেশ দিতেন।

**ফায়দা ঃ** মৌসুমের বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানো এবং তা দিয়ে গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্য নিঃসন্দেহে উপকারী। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে আরো ফযীলতের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, বৃষ্টি এইমাত্র আল্লাহ্র কাছ থেকে আসার কারণে বরকতপূর্ণ থাকে, তাই বৃষ্টির পানি গায়ে লাগিয়ে উপকৃত হবার চেষ্টা করলে বরকত হাসিল হয়। সুতরাং তিনি নিজে তা করতেন এবং পরিবারের লোকদের তা করতে নির্দেশ দিতেন। বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানোর জন্যে তিনি কিছু কাপড় খুলে ফেলতেন অথবা কাপড় কুঞ্চিত করে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করতেন। পরবর্তী হাদীসগুলোতে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শরীর থেকে সমস্ত পোশাক খুলতেন না। কেননা তিনি ছিলেন লজ্জাশীলতার মূর্ত প্রতীক। তিনি কখনোই নির্জনেও পূর্ণ উলঙ্গ হতেন না। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করাও অনভিপ্রেত। সুতরাং উক্ত হাদীসের تَجَرُّدُ (বিবস্ত্র) শব্দ দ্বারা অতিরিক্ত কিছু কাপড় খুলে ফেলার কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লামা গিমারী (র) বলেন, এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা, এর কতক বর্ণনাকারী নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত।

٧٨١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَسَرَ عَنْهُ وَقَالَ اِنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ -

৭৮১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টিপড়া শুরু হলে তিনি তা গায়ে লাগানোর জন্য পোশাক উপরের দিকে কুঞ্চিত করলেন এবং বললেন, এ বৃষ্টি এইমাত্র তার রবের সান্নিধ্য থেকে এসেছে।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পোশাক উপরের দিকে উঠিয়েছেন, খুলে ফেলেন নি।

٧٨٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ يَكْشِفُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ فِى اَوَّلِ قَطْرَةٍ تَكُوْنُ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ ، وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَحْدَثُ عَهْدٍ بِرَبِّنَا وَاَعْظَمُهُ بَرَكَةً -

৭৮২. মুআবিয়া ইব্ন কুর্‌রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বছরের প্রথম মৌসুমে আসমান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার সময় মাথা খোলা রাখতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, এ বৃষ্টির পানি আমাদের রবের নিকট থেকে এইমাত্র এসেছে, কাজেই এগুলো খুবই বরকতপূর্ণ।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ বৃষ্টির পানি দ্বারা উপকৃত হবার জন্যে মাথা খোলা রাখতেন।

## ذِكْرُ مُحَبَّتِهِ لِلتَّيَامُنِ فِىْ جَمِيْعِ اَفْعَالِهِ ﷺ

## রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমস্ত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন

٧٨٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى فِىْ التَّرَجُّلِ وَالْاِنْتِعَالِ ـ

৭৮৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সব কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। এমনকি মাথার চুল আঁচড়াতে এবং জুতো পরিধান করতেও (ডানদিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন)।

**ফায়দা ঃ** উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছুই ডানদিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। তবে যেসব কাজ দ্বারা রুচিশীলতা, সৌন্দর্যবোধ, শিষ্টাচার ও সম্মান-মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোই ডান থেকে শুরু করার আওতাভুক্ত। যেমন- কাপড় পরা, মাথা আঁচড়ানো, আহার করা, পায়ে চলা, ওযূ করা, গোসল করা ও মসজিদে প্রবেশ করা ইত্যাদি। এসব কাজ ডান হাত, ডান পা ও ডান দিক দিয়ে শুরু করা সুন্নত। আর যেসব কাজ সৌন্দর্য, শিষ্টাচার ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত নয় সেগুলো বাম হাত, বাম পা ও বামদিক দিয়ে শুরু করতে হয়। যেমন- জুতো খোলা, পোশাক ছাড়া, মসজিদ থেকে বের হওয়া, নাক সাফ করা ও পায়খানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি।

٧٨٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِيْمَا اَسْتَطَاعَ حَتّٰى فِىْ تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ ـ

৭৮৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যথাসম্ভব সব কাজ ডানদিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন, এমনকি মাথা আঁচড়ানো, জুতো পরিধান ও ওযূ করার সময়ও।

٧٨٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرْتَدَى اَوْ تَرَجَّلَ اَوْ تَنَعَّلَ بَدَاَ بِمَيَامِنِهِ وَاِذَا خَلَعَ بَدَاَ بِيَسَارِهِ ـ

৭৮৫. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চাঁদর পরতেন কিংবা চুল আঁচড়াতেন অথবা জুতো পায়ে দিতেন তখন ডান থেকে শুরু করতেন, আর যখন কোন কিছু পরিত্যাগ করতেন তখন বাম দিক থেকে শুরু করতেন।

٧٨٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ اِذَا لَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ بَدَأَ بِالْاَيْمَنِ وَاِذَا نَزَعَ بَدَأَ بِالْاَيْسَرِ -

৭৮৬. হযরত ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি যখন কোন পোশাক পরতেন তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন, আর যখন তা খুলতেন তখন বাম দিক থেকে শুরু করতেন।

٧٨٧. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَبِسَ ثَوْبًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ -

৭৮৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কাপড় পরতেন তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

**ফায়দা ঃ** অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসগুলোর বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট। আর কোন কাজ ডান দিক অথবা বাম দিক থেকে শুরু করার ব্যাপারে মৌলিক কথাবার্তা ইতিপূর্বে একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসগুলোতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের কিছু কিছু লোক এ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয় না, যদিও এটা সামান্য ব্যাপার নয়। এটি ছিল নবী ﷺ-এর অতীব পছন্দনীয় কাজ ও বিশিষ্ট সুন্নত। সুতরাং তাঁর প্রতিটি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা উচিত।

ذِكْرُ زُهْدِهِ ﷺ وَاِيْثَارِهِ الْاَمْوَالَ عَلَى نَفْسِهِ وَتَفْرِيْقِهَا عَلَى الْمُخَفِّفِيْنَ مِنْ اَصْحَابِهِ اِذِ الْكَرَمُ طَبْعُهُ، وَالْبَلْغَةِ مِنْ شَأْنِهِ وَالْقَنَاعَةِ سَجِيَّتُهُ، وَاخْتِيَارِهِ الْبَاقِيْ عَلَى الْفَانِيْ وَاَنَّهُ مِنْ عَادَتِهِ اَنْ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، وَلَا يَمْنَعُ طَالِبًا وَعَلَى اٰلِهِ وَاَزْوَاجِهِ -

**নবী ﷺ পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাসক্ত, ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দিতেন, দুর্বলদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দিতেন। দানশীলতা আর অল্পে তুষ্ট থাকা ছিলো তাঁর স্বভাবজাত গুণ। তিনি পার্থিব বস্তুর চাইতে পরকালীন বিষয়কে অধিক ভালবাসতেন। এ ছাড়া তিনি কোন যাঞ্চাকারীকে কখনোই খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না, কোন আবেদনকারীকেই নিষেধ করতেন না। আল্লাহ্ তাঁর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর ও তাঁর মহীয়সী স্ত্রীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।**

٧٨٨. حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ بِوَسَقٍ مِنْ شَعِيْرٍ

৭৮৮. শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন, আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন তাঁর বর্মটি জনৈক ইয়াহূদীর কাছে এক ওয়াসাক যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

**ফায়দা ঃ** ওয়াসাক ষাট সা'র সম পরিমাণ ওজনকে বলা হয়। কতক ভাষাবিদ বলেন, এক উটের বোঝাইকে ওয়াসাক বলা হয়। সাড়ে তিন সের পরিমাণ ওজনকে এক সা' বলা হয়। এ হিসাবে এক ওয়াসাকের সমান পাঁচ মন দশ সের।

এ হাদীসের আলোকে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, নবী ﷺ-এর জীবনে দারিদ্র ও অভাব লেগেই থাকত। কারণ, তিনি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর সামনে ধন-সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য আর দারিদ্র ও ক্ষুধা দু'টো জিনিসই পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। যদি তিনি সম্পদ ও ঐশ্বর্য পছন্দ করেন তাহলে মক্কা-মদীনার পাহাড়গুলো স্বর্ণে পরিণত করা হবে, যেখানে তিনি যাবেন সেগুলো তাঁর সাথে থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু তিনি পছন্দ করে নিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র-পীড়িত জীবনধারা। কেননা, আখিরাতের নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়ায় ভোগ্য সামগ্রী অত্যন্ত নগণ্য ও ধ্বংসশীল। তাই তিনি পার্থিব জীবনে দারিদ্রকেই বেছে নিলেন।

দ্বিতীয়ত, হুযুর ﷺ নিজের জন্য যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকতেন। কাজেই কোন কোন সময় ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন, তবুও কারো কাছ থেকে না ঋণ গ্রহণ করতেন আর না তা প্রকাশ করতেন। যেমন উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর বর্মটি বন্ধক রেখে যে খাদ্য সামগ্রী এনেছিলেন তাও অভাবী মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই। কেননা তিনি ছিলেন দানশীল ও দয়ালু এবং অন্যদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন।

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, হুযুর ﷺ-এর বেশ কয়েকটি বর্ম ছিলো। কতক আলিম বলেন, তাঁর ৭টি বর্ম ছিলো। সেগুলোর নাম ছিল বিভিন্ন। যে বর্মটি তিনি ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, নাম ছিল 'যাতুল ফুযুল'। এটা অত্যন্ত প্রশস্ত ও বৃহৎ বর্ম ছিল।

٧٨٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رُهِنَ دِرْعُهُ بِشَعِيْرٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُنَّ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ أَبْيَاتٍ.

৭৮৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি যবের রুটি ও গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তাঁর বর্মটি যবের

বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিলো। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার এমন কোনো সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করেনি যেখানে এক সা' পরিমাণের চাইতে অধিক খাদ্যদ্রব্য গৃহে বিদ্যমান ছিলো। এ সময়ে তাঁর নয়টি ঘর ছিল অর্থাৎ নয়জন স্ত্রীর সংসার ছিল।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের অবস্থা। মহান আল্লাহ্ তাঁকে সর্বশেষ নবী করে পাঠান। এ দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিনের জন্য তিনি নবী। সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পার্থিব জীবনের ধ্বংসশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরকালীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে দুনিয়ার প্রাচুর্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর পরিবারের কাছে কখনোই সকাল-সন্ধ্যার জন্যে এক সা' ওজনের চাইতে বেশি সম্পদ জমা থাকেনি। অথচ তখন তাঁর নয়জন স্ত্রীর নয়টি বিশিষ্ট পরিবার ছিল। যদিও বা কখনো অতিরিক্ত কোন জিনিস থাকতো, তিনি তা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

٧٩٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَرَكَ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَمَةً تَرَكَ دِرْعَهُ الَّتِىْ كَانَ يُقَاتِلُ فِيْهَا رَهْنَا عَلٰى ثَلاَثِيْنَ قَفِيْزًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اِنْ كَانَ لَيَاْتِى عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ اللَّيَالِىْ مَا يَجِدُوْنَ فِيْهَا عَشَاءً -

৭৯০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় তিনি কোন দীনার দিরহাম রেখে যান নি। আর কোন গোলাম বাঁদীও রেখে যাননি। বরং তিনি যে বর্মটি দিয়ে যুদ্ধ করতেন তাও তিরিশ 'কফীয' যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখে যান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারে এমন অনেক রাত কেটেছে, যখন তাঁরা রাতের খাবার গ্রহণের জন্যে কিছুই পান নাই।

**ফায়দা ঃ** 'কফীয' একটি পরিমাপ। যা দুই 'সা অর্থাৎ সাত সের হয়ে থাকে। তাই তিরিশ কফীয এক ওয়াসাকের সমান।

এ হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাসিধে জীবন যাপন, আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, অল্পে তুষ্টি ও দারিদ্রের মাঝে জীবন যাপনের একটি ধারণা লাভ করা যায়। কেননা হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর নিজের কথায় তা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর পরিবারের লোকজন এমন অনেক রাত অতিবাহিত করেছেন, যখন রাতের খাবার গ্রহণ করার মত তাদের কাছে কিছুই থাকতো না। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি ও তাঁর পরিবার তাঁদের এ ক্ষুধা-দারিদ্রের ব্যাপারে এতই গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন যে, কেউ তা উপলব্ধিও করতে পারতো না। কোন কোন সময় ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাঁর পেটে দু'দুটি পাথর বেঁধে রাখতেন। নতুবা এমন অনেক ধনী সাহাবী ছিলেন, যাদের কেউ কারো দুঃখ-কষ্টের কথা জানতে পারলেই অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হতেন। আর তাঁদের প্রিয়

নবী ও আহলে বায়তের দুঃখ-কষ্টের খবর শুনতে পারলে তো কথাই ছিল না। হুযুর ﷺ-এর স্বাভাবিক নিয়ম ছিল যে, তিনি পরিবারের জন্য সারা বছরের খোরপোশ নির্ধারণ করতেন। একটি ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে উৎপাদিত সম্পদ থেকে তা প্রদান করে দিতেন। কিন্তু দানশীলতার মূর্ত প্রতীক মহানবী ﷺ হাতের কাছে যা কিছু পেতেন সন্ধ্যা হবার পূর্বেই তা সাদাকা করে দিতেন এবং অভাবীদের হাতে পৌঁছে দিতেন। তিনি ক্ষুধার্ত থেকেও নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দিতেন। যে কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ভালোবাসার বন্ধন হলো সুদৃঢ়। যার ফলে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও কল্যাণে চতুর্দিক ভরপুর হয়ে উঠলো। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলিমগণ তাঁদের ঐতিহ্য, প্রেরণা ও নৈতিকতাকে পরিহার করেছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের খবর নেয় না; অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও অপরকে প্রাধান্য দেওয়া তো দূরের কথা। যার ফলে আজ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, দুশমনী ও অকল্যাণপূর্ণ কাজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্‌র শাস্তিও আপতিত হচ্ছে। মুসলিমদের মাঝ থেকে একতা ও শৃঙ্খলা দূরীভূত হয়েছে। একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে বিজাতীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তাদের প্রবল। যার কুফল আমাদের সামনেই সুস্পষ্ট। কিন্তু এখনো সময় আছে, তাওবার দরজা এখনো উন্মুক্ত। নিরাশ হলে চলবে না। কেননা, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী। আমাদেরকে নবী ﷺ-এর শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হবে। ইসলামী ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে হবে। একতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যে, ইসলামী চেতনা ও ঐতিহ্যের সুবাতাস আবার বইতে শুরু করবে এবং মুসলমানদের বিজয় হবে সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে দীনের সঠিক সমঝ দান করুন।

٧٩١. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ النَّبِىَّ ﷺ بِكَسْرَةِ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ هٰذَا اَوَّلُ طَعَامٍ اَكَلَهٗ اَبُوْكِ مُنْذُ ثَلَاثٍ -

৭৯১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ফাতিমা (রা) যবের এক টুক্‌রা রুটি নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তখন বললেন, এটাই প্রথম খাবার যা তোমার আব্বা তিনদিন পর গ্রহণ করলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন কোন সময় তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত শুধু খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দিতেন, অন্য কোন খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না আর তিনি তা কারো কাছে আলোচনাও করতেন না।

٧٩٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ ثَلَاثًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتّٰى قُبِضَ ﷺ وَمَا رُفِعَ فِىْ مَائِدَتِهٖ كِسْرَةٌ فَضْلًا حَتّٰى قُبِضَ ﷺ -

৭৯২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল-পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার একাধারে তিনদিন গমের রুটি তৃপ্তি সহকারে খেতে পারেন নি। অনুরূপ তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত দস্তরখান থেকে অতিরিক্ত একটি রুটির টুকরাও উঠানো হয়নি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, হুযুর ﷺ ও তাঁর পরিবারের লোকজন একাধারে তিনদিন গমের রুটি তৃপ্তির সাথে আহার করতে পারেননি। কখনো তাঁরা যবের রুটি খেয়ে তৃপ্ত থাকতেন আবার কখনো শুধু খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। গমের রুটি কখনো তৈরি করতে পারলেও তা প্রয়োজন মাফিক হতো, এক টুক্‌রাও অতিরিক্ত থাকতো না। তাছাড়া তাঁর কাছে মেহমানও এতো অধিক থাকতো যে, রুটি বেঁচে থাকার প্রশ্নই উঠতো না। মসজিদের চত্বরে আসহাবে সুফ্‌ফার একটি বড় দল সার্বক্ষণিক জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত থাকতেন। তাঁদের মেহমানদারী হতো নবীজীর গৃহ থেকেই। আল্লাহ্ তাঁর খাবারে বরকত দান করতেন। এ ধরণের ঘটনা অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

٧٩٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَادُوْمٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ -

৭৯৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার কখনই তরকারির সাথে রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। অর্থাৎ দু'টো এক সাথে সংগৃহীত হয়নি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে বোঝা যায় হুযুর ﷺ-এর পরিবারের লোকজন অধিকাংশ সময় তরকারি ছাড়াই শুকনো রুটি খেয়ে নিতেন। এমন স্বাচ্ছন্দ্য কখনোই আসেনি যে, রুটি ও তরকারি একই সময় সংগ্রহ করতে পারতেন।

٧٩٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ -

৭৯৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনই দিনে দু'বার রুটি ও তেল দিয়ে আহার করে পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। এমতাবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রথমত দানশীলতার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে রুটি ও তরকারি একসাথে জমাই হতো না। আর যদি কখনো তা একসাথে সংগ্রহ করা সম্ভব হতো; কিন্তু দু'বেলা একাধারে তা আহার করতে পারেননি। এক বেলা খেয়ে যদি

কিছুটা অতিরিক্ত থাকত, তা হলে তিনি তা অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। পরবর্তী সময়ের জন্য তুলে রাখতেন না।

٧٩٥. عَنْ نَوْفَلِ بْنِ اَيَاسِ الْمُزَنِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَاَهْلُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَاَهْلُهُ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ-

৭৯৫. নাওফিল ইব্‌ন ইয়াস মুযানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর পরিবারের লোকজন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন অথচ তাঁরা যবের রুটি পেটভরে তৃপ্তির সাথে খেতে পারেননি।

**ফায়দা ঃ** হুযুর ﷺ-এর পরিবারের সাধারণ খাবার ছিলো খেজুর ও ছাগলের দুধ। কখনো কখনো যবের শুকনো রুটি ও তরকারি যোগাড় হয়ে যেতো।

٧٩٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الْجُوْعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ

৭৯৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর কাছে আমাদের ক্ষুধার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলাম এবং আমাদের পেটে বাধা একটি একটি পাথর খুলে দেখালাম। তখন নবী ﷺ তাঁর পেটে বাঁধা দু'টি পাথর দেখালেন।

**ফায়দা ঃ** উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয় খন্দক যুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের উপর এমন একটি কঠিন সময় উপস্থিত হয় যখন তাঁরা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। এটা শুধু সাহাবাদের জন্যেই ছিল না বরং তাঁদের মাহবুব এবং দু'জাহানের বাদশাহ্ নবী ﷺ ও ঐ সংকটে শরীক ছিলেন। ক্ষুধার কারণে সাহাবীগণ যেখানে একটি করে পাথর বেঁধেছিলেন, সেখানে নবীজী ﷺ বেঁধেছিলেন দু'টি পাথর। এভাবে তিনি তাঁর উম্মতের প্রতিটি দুঃখকষ্টে শরীক হতেন, বরং তিনি সর্বদা তাদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর কোন দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে কারো কাছে আলোচনাও করতেন না। অনুরূপ ছিল তাঁর সহচরদের অবস্থা, তাঁরাও নিজেদের দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কথা সহজে কারো কাছে বলতেন না। যেদিন যখন তারা ক্ষুধার জ্বালায় অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পেটে পাথর বাঁধতে বাধ্য হন, তখন তাঁদের প্রিয় নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন ﷺ-এর কাছে তা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাদের তো এটা জানা ছিল না যে, তাদের নবী ﷺ তাদের চাইতে বেশি ক্ষুধার্ত এবং তিনি ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর পেটে দু' দু'টি পাথর বেঁধে রেখেছেন। তবে দরিদ্রতা ও কষ্টের একটি ক্রান্তিলগ্ন ও পরীক্ষার কাল অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের সমাগম হতে থাকে। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার তাঁর সাহাবীদের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। সাদাকা ও দান-খয়রাতের অর্থ-সম্পদ এত বেশি জমা হয়ে যায় যে,

তা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যায়নি। বস্তুত পরীক্ষার সময় থাকে অতি সামান্য যা খুব দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তবে পরীক্ষায় পতিত ব্যক্তিবর্গের জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ পরীক্ষাটা শুধুমাত্র সম্পদের ব্যাপারেই হয় না; বরং দীনের ব্যাপারেও হয়ে থাকে। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল চরম পরীক্ষার সময়। এ সময়ে তাদের জন্য দীনী শিক্ষা ও ইসলামের রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা অত্যন্ত জরুরী। এ সময়ে ইসলামী শিক্ষা হাসিল করা একান্ত অপরিহার্য। হুযুর ﷺ-এর পবিত্র জীবনী ও সাহাবীদের পূত পবিত্র জীবনধারা বারবার গভীরভাবে অধ্যয়ন করা এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করার কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ঈমান হরণকারী শিক্ষার নাগপাশ থেকে নিজেদেরকে ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বের করে আনতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক এবং দীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করুন।

٧٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ بِشَاةٍ مُصَلِيَّةٍ فَدَعَوْهُ فَابَىْ اَنْ يَاكُلَ وَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الشَّعِيْرِ-

৭৯৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ছাগলের ভাজা গোশ্ত ছিল। তাঁরা তাকে গোশ্ত খাবার জন্যে দাওয়াত জানালো। তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কখনোই যবের রুটি তৃপ্তির সাথে খেতে পাননি।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে আবূ হুরায়রা (রা) তথা সাহাবীদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কিরূপ সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মনিবেদিত সত্যিকার প্রেমিক। তাঁরা সর্বদা তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীক থাকতেন। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এবং আচার-আচরণে তাঁরা ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম অনুসারী। তাদের প্রিয়বন্ধু একা শুধু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবেন, ক্ষুধা-দারিদ্রের মাঝে সংকটময় জীবন কাটাবেন আর তাঁরা সুখ-স্বচ্ছন্দে ও পরম আনন্দে দিনাতিপাত করবেন তা ছিল কল্পনাতীত। তাদের প্রিয় নবী ﷺ -এর মতই তাঁরাও সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেহেতু সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও মজাদার পানাহার করতেন না, সুতরাং আবূ হুরায়রা (রা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে দাওয়াত কবুল করা নবী ﷺ -এর একটি সুন্নত। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি ও নিখাদ ভালবাসা পোষণ করতেন বিধায় সে দাওয়াত কবুল করেননি। অন্যদের জন্য এরূপ করা ঠিক নয়। জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করা থেকে বিরত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে ব্যবহার করা উচিত।

সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর সত্যিকার প্রতিনিধি। এ জন্যেই নবী ﷺ-এর পর তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান সবচাইতে বেশি প্রদান করেছেন মহান আল্লাহ্। কারণ নবীজী ﷺ-এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক, আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের বেনযীর দৃষ্টান্তের জন্য তাদেরকে আসমানের

তারকারাজির সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাদের সকলকে ন্যায়নিষ্ঠ বলে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণকে হেদায়েত প্রবণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যারা নবী ﷺ-এর এসব অকৃত্রিম সহচর ও ন্যায়নীতির উজ্জ্বল তারকাদের সম্পর্কে অশুভ মন্তব্য করেন তারা সত্যিই হতভাগা ও বদ-নসীব। বস্তুত সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা স্থাপন করাই ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উত্তম মাপকাঠি ।

٧٩٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَاأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ قَطُّ وَلَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقاً حَتّٰى مَاتَ

৭৯৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনই টেবিলে বসে আহার করেননি এবং ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত কখনই চাপাতি বা নরম রুটি খাননি।

**ফায়দা ঃ** মাটি থেকে উঁচু খাবারের জন্য তৈরি স্থানকে 'খিওয়ান' বলা হয়। ডাইনিং টেবিল জাতীয় সামগ্রী, যেখানে খাবার পরিবেশন করা হয়। তবে দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া সুন্নত। টেবিল যদি এমন হয় যে, চেয়ারে বসা ছাড়া তাতে খাবার গ্রহণ করা যায় না তাহলে এরূপ টেবিলে খাওয়া মকরূহ ও সুন্নত বিরোধী। এ হাদীসে উল্লেখিত 'খিওয়ান' শব্দের অর্থ টেবিল। হাদীস ব্যাখ্যাকার ও ভাষাবিদগণ এরূপ বলেছেন।

যেহেতু টেবিল-চেয়ারে বসে খাবার গ্রহণ করা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারাদের অভ্যাস। এ ছাড়া দাম্ভিকেরা টেবিল-চেয়ারে আহার করাকে তাদের আভিজাত্যের একটি প্রতীক বানিয়েছিল। সেহেতু নবী ﷺ কখনোই ডাইনিং টেবিলে খাবার খান নাই। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, টেবিল-চেয়ারে বসে খাবার গ্রহণ করাতে দু'টি অনিষ্টকর দিক রয়েছে। এক. সুন্নতে রাসূলের ﷺ বিরোধিতা, দুই. ইয়াহূদী-নাসারাদের কাজের সাদৃশ্য। যে কারণে এ পদ্ধতি খাবার গ্রহণ করাকে মাকরূহ তাহরীমী পর্যায়ের গুনাহ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলিমদের অবস্থা এরূপ যে, ফ্যাশন পূজা ও অনুকরণে নিমজ্জিত হয়ে তারা নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে পরিহার করছে এবং ইয়াহূদী, নাসারাদের ও ইসলামের শত্রুদের ঐহিত্য ও কৃষ্টি সভ্যতাকে নিজেদের মাঝে আত্মস্থ করতে শুরু করেছে। ইসলামী মর্যাদার দিকে সামান্যতম জ্রক্ষেপও করছে না, রাসূলের অনুসরণ তো দূরের কথা। মূলত বিজাতীয় শিক্ষা সভ্যতার কারণে আমাদের জীবনে তাদের কৃষ্টি-কালচার এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, সেগুলো আমাদের ধ্যান-ধারণা ও সমাজের কাঠামোকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে। আমাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সবকিছুই আজ অনুভূতিহীন ও পরাজিত। এমনকি ইসলামের কথা শোনাটাও ভাল লাগে না (নাউযু বিল্লাহ)। দীনী শিক্ষা গ্রহণের কথা নাই বা বললাম। পার্থিব ও বস্তুগত জ্ঞান হাসিলের জন্য ইউরোপ, আমেরিকা যাওয়া ভাল লাগে। কিন্তু নবী ﷺ-এর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে কয়েকটা মুহূর্ত ব্যয় করাও অসম্ভব। আল্লাহ্ আমাদের দীনী ইল্‌ম হাসিলের এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তওফীক দিন।

এ হাদীসে আরেকটি কথা বলা হয়েছে আর তা হলো 'তিনি জীবনে কখনোই চাপাতি রুটি খান নাই'। মূলত চাপাতি কিংবা এ জাতীয় সূক্ষ্ম রুটি আভিজাত্যের নিদর্শন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকাটাই শ্রেয়। যা সহজলভ্য তাতে তুষ্ট থাকা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

٧٩٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اَللّٰه عَنْهَا قَالَتْ مَاأَتَتْ عَلَيْهِ تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ ثَلاَثًا مُتَتَابِعًا يَشْبَعُ فِيْهَا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ وَلاَ نَخْلَنَالَهُ طَعَامًاحَتّٰى مَضَى لِسَبِيْلِهِ

৭৯৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জীবন একাধারে তিনদিন গমের রুটি তৃপ্তির সাথে খেয়েছেন এমন সুযোগ আসেনি। আর আমরা তাঁর জন্য কখনই চালুনি দিয়ে আটা চেলে খাবার তৈরি করে দেইনি। এ অবস্থায় তিনি ﷺ ইন্তিকাল করেন।

**ফায়দা :** এ হাদীস থেকে জানা যায়, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ সারাটা জীবন অত্যন্ত দারিদ্র-পীড়িত অবস্থায় কাটিয়েছেন। একাধারে তিনদিন তিনি গমের রুটি পেটভরে খাননি। এমন কি চালুনি দিয়ে চালা আটার রুটিও তিনি খেতে পাননি, বরং আটাতে ফুঁ দিয়ে ভুষি উড়ানো হতো, অতপর সে আটার রুটি খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন। যেসব কাজে আভিজাত্য ও জাঁকজমকতা প্রকাশ পায় সে সব কিছুই তিনি পরিহার করতেন এবং সাদাসিধে জীবনকে বেছে নেন। কেননা, তিনি জানতেন যে, কয়েকদিনের পার্থিব জীবন তাঁর জন্য প্রকৃত স্থায়ী জীবন নয়; বরং পরকালীন জীবন হচ্ছে স্থায়ী ও অবিনশ্বর। সে জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই মুসলিমদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা সে জীবনের শান্তিই প্রকৃত শান্তি।

٨٠٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَانَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَغِيْفٍ مُحَوَّرٍ حَتّٰى لَحِقَ بِرَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔

৮০০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যাওয়া পর্যন্ত (ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত) কখনোই বেলুনী দিয়ে বেলা আটার তৈরি রুটি দেখেননি।

**ফায়দা :** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বেলুনীতে বেলা আটা দিয়ে হুযুর ﷺ-এর জন্য রুটি বানানো হতো না। সম্ভবত সে যুগে এর প্রচলনও ছিল না। সুতরাং এ ধরনের রুটি খাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই আর তাতে অহংকার কিংবা গর্ব করার কিছু নেই।

٨٠١ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَئِسْتُ مِنَ الدُّنْيَا وَيَئِسَتْ مِنِّى، اِنِّى بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ نَسْتَبِقُ۔

৮০১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, আমি দুনিয়া থেকে নিরাশ আর দুনিয়াও আমার থেকে নিরাশ। কেননা আমাকে এমন সময় দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে যখন কিয়ামতকেও আমার সাথেই পাঠানো হয়েছে, আর আমরা তো উভয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

**ফায়দা ঃ** দুনিয়া থেকে নিরাশ মানে হলো, যেমন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর মধ্যে কল্যাণকর কিছু না দেখে তার আশা পোষণ করে না, বরং তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায়, অনুরূপ পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ধ্বংসশীলতা থেকে আমাদের নবী ﷺ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং দূরত্ব বজায় রাখতেন। এ সম্পর্কহীনতা ও অনাসক্তিকে নিরাশ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। 'দুনিয়া আমার থেকে নিরাশ' এর অর্থ হলো, দুনিয়ার প্রতি আমার অনাসক্তি দেখে সেও আমার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আমি তার সহযাত্রী ও সমমনা হতে পারবো না। দুনিয়ার নশ্বরতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব এরূপ যে, কিয়ামত অতি নিকটে। আমাকে কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে পাঠানো হয়েছে যেন আমরা উভয়ে কে আগে যাব এরূপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, দুনিয়া মন বসানোর ক্ষেত্র নয়। এটা ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন ও চিরস্থায়ী। সুতরাং সে জীবন গঠন করতে সচেষ্ট হতে হবে। পরকালীন জীবনে কামিয়াবী হাসিল হলেই প্রকৃত সফলতা লাভ হবে। অধিকন্তু কিয়ামত এত কাছে যে, তা কখন সংঘটিত হয়ে যায় আমাদের জানা নেই। তাওবার দরজা কখন বন্ধ হয়ে যায় কে জানে ? কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাওবা ইস্তিগফার করে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করা মানুষের উচিত।

٨٠٢. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَ عَلَىَّ ذَهَبًا، فَقُلْتُ لَا يَارَبِّ وَلٰكِنْ اَجُوْعُ يَوْمًا وَاَشْبَعُ يَوْمًا، رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ بَطْحَاءَ مَكَّةَ فَاِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ وَاِذَا جِعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَدَعَوْتُكَ۔

৮০২. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা আমার রব মহান প্রতিপালক মক্কা উপত্যকাকে সোনায় পরিণত করে আমার সামনে পেশ করেন। আমি তখন বললাম, হে রব! আমি এরূপ চাই না বরং আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকতে আর একদিন পেটভরে খেতে চাই। যখন আমি পেটভরে খেতে পারব তখন তোমার প্রশংসা করব এবং শুকরিয়া আদায় করব। আর যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন বিনয়ের সাথে তোমাকে ডাকব।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায়, প্রিয় নবী ﷺ-এর দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের অবস্থাটি ছিল স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়া, কোন অপারগতা বা অক্ষমতার জন্যে ছিল না। তিনি নিজেই তা আল্লাহ্র কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি চাইলে সমস্ত পাহাড়-পর্বত সোনায়

পরিণত হয়ে যেত। অথচ তিনিই একদিন ক্ষুধার্ত থাকা ও একদিন খাবার গ্রহণের আবেদন জানান। কেননা কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছুরই অভাব বোধ না করেন তাহলে তিনি আল্লাহ্র সামনে বিনয়াবনত হওয়ার স্বাদ পাবেন না। আর নিয়ামত পেয়ে তার মর্যাদাও দিতে পারবেন না। এমনকি মনের গভীর দেশ থেকে শুকরিয়াও আদায় করবেন না।

٨٠٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كِفَافًا -

৮০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র কাছে এরূপ দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের রিয্ক প্রয়োজন মাফিক রেখে দিও; যতটুকু না হলেই নয়।

٨٠٤. سُئِلَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالعَزِيْزِ مَاالْكِفَافُ مِنَ الرِّزْقِ؟ قَالَ شَبْعُ يَوْمٍ وَجُوْعُ يَوْمٍ

৮০৪. একবার সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো,' الْكِفَافُ مِنَ الرِّزْقِ ' বলতে কি বুঝায় ? তিনি উত্তরে বললেন, একদিন আহার করা আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকা।

٨٠٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَيْشَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا -

৮০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য এমন রিযকের ব্যবস্থা করো যাতে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হয়।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেভাবে নিজের জন্য দীনদারী, অল্পে তুষ্টি ও দরিদ্রতাকে পছন্দ করতেন, ঠিক অনুরূপ তাঁর পরিবারের জন্যও তাই পছন্দ করতেন। মূলত পরকালীন নিয়ামত ও জান্নাতের অনুপম সুখ তাঁর চোখের সামনে ছিল উন্মুক্ত। আর দুনিয়ার কোন বস্তু সে তুলনায় কিছুই নয়।

٨٠٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اتَّخَذْتُ فِرَاشَيْنِ حَشْوُهُمَا لِيْفٌ وَاِذْخَرٌ فَلَمَّارَاٰهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ الدُّنْيَا تُرِيْدِيْنَ؟ قَالَتْ اتَّخَذْتُهُمَا لَكَ وَاِنَّمَا حَشْوُهُمَا لِيْفٌ وَاِذْخَرٌ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ! مَالِى وَلِلدُّنْيَا؟ اِنَّمَا اَنَا وَالدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِىْ اَصْلِهَا حَتّٰى اِذَا فَاءَ الْفَئُ اِرْتَحَلَ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهَا اَبَدًا -

৮০৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খেজুরের ছাল ও ইয্খির ঘাস ভর্তি দু'টি বিছানা বানিয়েছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিছানা দু'টি দেখলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! তুমি কি দুনিয়া চাচ্ছ। তিনি বললেন, আমি এ দু'টি আপনার জন্যেই তৈরি করিয়েছি, যা খেজুরের ছাল ও ইযখির ঘাসে ভর্তি। তিনি বললেন, হে আয়েশা! দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কিসের ? আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ তো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে নামল। তারপর যখন ছায়া হেলে পড়ল, তখন সে উক্ত স্থান থেকে প্রস্থান করল আর কোন দিন সেখানে ফিরে এলো না।

**ফায়দা ঃ** সুবহানাল্লাহ্! নবীজী ﷺ বিশ্ববাসীর জন্য কত চমৎকার উদাহরণই না পেশ করেছেন। নশ্বরজগতের একজন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পথিক ক্ষণিক সময়ের জন্য পার্থিব বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রামের জন্য একটু অপেক্ষা করে। যখনই জীবনের ছায়া হেলে যায় এবং প্রস্থানের ঘোষণা দেয়া হয়, তখন তাকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক প্রস্থান করতেই হয়। এখান থেকে যাবার পর আর কখনোই তাকে ফিরে আসতে হয় না। পক্ষান্তরে ঐ মুসাফির কতই না নির্বোধ! যে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অবতরণ করল; কিন্তু এ সবুজ দৃশ্যের ভিতর এমন নিমজ্জিত হলো যে তার প্রকৃত মনযিলে মকসুদের কথা বেমালুম ভুলে গেল এবং তার সমস্ত পাথেয় পার্থিব ক্রীড়া-কৌতুকে নিঃশেষ করে ফেলল। তারপর যখন প্রস্থানের সময় হলো তখন চেতনাহীন নিদ্রা থেকে চোখ খুলল আর অনুতাপ ও আফসোসের মধ্য দিয়ে রিক্ত হস্তে গন্তব্যের পথে রওয়ানা হলো।

নবী ও রাসূলগণের কাছে দুনিয়ার প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত ছিল। এ কারণে তাঁরা দুনিয়ার প্রতি কখনো আসক্ত হননি। হযরত নূহ (আ) মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি হায়াত পেয়েছেন। তিনি একটি কুঁড়েঘরে থাকতেন। তাঁকে বলা হয়েছিল একখানা ছোট গৃহ হলেও তৈরি করে নিন। তিনি বললেন, "সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে থাকতে পারব কিনা তাতো জানা নেই।"

ইমাম গায্যালী (র) বলেন, যদি দুনিয়াতে ধ্বংসশীলতা ছাড়া আর কোন ত্রুটি না থাকত, তবুও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হতো না। মূল কথা হচ্ছে দুনিয়াটা হচ্ছে ত্রুটি ও অপূর্ণাঙ্গতার সমষ্টি। এখানকার কোন স্বাদই তিক্ততা থেকে এবং কোন সুখই দুঃখ থেকে মুক্ত নয়। জনৈক সাধক উক্ত হাদীসের মর্মকথাকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন ঃ "আমি জনৈক বিজ্ঞজনকে দুনিয়ার মূল রহস্যের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, দুনিয়াটাকে তুমি বাতাস অথবা ছায়া কিংবা অবাস্তব রূপকথা মনে করতে পার। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রাণভরে গ্রহণ করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ? তিনি বললেন, সেতো মানুষ নয়, বরং সে হয়তো জিন, ভূত, না হয় পাগল।"

٨٠٧. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا عَلٰى فَرَسٍ اَبْلَقٍ جَاءَنِيْ بِهٖ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

৮০৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) একটি সাদা-কালো ঘোড়া নিয়ে এসে পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবিসমূহ আমাকে প্রদান করেন।

٨٠٨. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَائِعًا فَلَمْ يَجِدْ فِيْ اَهْلِ شَيْئًا يَاْكُلُهُ وَاَصْبَحَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَائِعًا فَقَالَ لِاَهْلِهٖ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لَا فَقَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ لَعَلِّىْ اَجِدُ عِنْدَهٗ شَيْئًا فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَابَكْرٍ اَصْبَحْتَ جَائِعًا فَلَمْ تَجِدْ شَيْئًا تَاْكُلُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْعُدْ، قَالَ وَاَصْبَحَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلُ ذٰلِكَ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ اَهْلِهٖ شَيْئًا يَاكُلُهُ، فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَاعُمَرُ اَصْبَحْتَ جَائِعًا فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَ اَهْلِكَ شَيْئًا تَاكُلُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ اقْعُدْ حَتّٰى وَاَفَوْا عَشَرَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ انْطَلِقُوا بِنَا اِلٰى دَارِ فُلَانٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَتُوْهُ فَوَجَدُوْهُ فِيْ حَائِطٍ فَسَلَّمُوْا وَقَعَدُوْا ـ وَانْطَلَقَ الرَّجُلُ اِلٰى نَخْلَةٍ لَهُ فَصَعَدَهَا فَقَطَعَ مِنْهَا عِذْقًا فِيْهِ رُطَبٌ وَتَذْنُوْبٌ وَبُسْرٌ ـ فَجَاءَ بِهٖ حَتّٰى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلَّا كَانَ مِنْ نُوْعٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ اَحْبَبْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اٰتِيَكَ بِهٖ بُسْرًا وَتَذْنُوْبًا وَرُطَبًا فَتَضَعَ يَدَكَ حَيْثُ اَحْبَبْتَ قَالَ فَنِعْمَ اِذًا قَالَ ثُمَّ اَتَى الرَّجُلُ اَهْلَهٗ فَقَالَ لَهَا اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَاَصْحَابَهٗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَدْجَاءُوْا جِيَاعًا ـ فَانْظُرِيْ مَاعِنْدَكِ فَاصْلِحِيْ فَقَالَتْ اَمَّا مَا عِنْدِيْ فَاَنَا اُصْلِحُهُ فَانْظُرْ مَا عِنْدَكَ فَاكْفِنِيْ فَقَامَتْ اِلٰى دَقِيْقٍ لَّهَا فَعَجِنَتْ وَعَمَدَ الرَّجُلُ اِلٰى عِنَاقٍ كَانَتْ عِنْدَهٗ

فَذَبَحَهَا وَاَصْلَحَهَا وَشَوَاهَا - فَلَمَّا اَدْرَكَ طَعَامُهَا اَتَى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَاَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَتَّى شَبِعُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذِهِ الاُكْلَةُ مِنَ النَّعِيْمِ تُسَاَلُنَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَامُوا مَعَهُ فَقَالَتِ الْمَرْاَةُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَجْبَنَ مِنْكَ - قَالَ لِمَ ؟ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْزِلَكَ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَدْعُ لَكَ بِخَيْرٍ ؟ فَتَبِعَهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَاشَانُكَ ؟ قَالَ قَالَتْ لِىْ الْمَرْاَةُ كَذَا - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ رَاهَا اَكْيَسَ مِنْكَ فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَدَعَالَهُمْ بِخَيْرٍ -

৮০৮. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুধার্ত ছিলেন অথচ ঘরে খাবার মতো কোন কিছুই পান নাই। ওদিকে আবূ বক্রও সে দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন। খাবার মতো ঘরে কিছু আছে কি ? তারা বললো নেই। অতপর নবী করীম ﷺ-এর কাছে কিছু পাওয়া যায় কিনা তিনি সে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন নবীজী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হন, নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বক্র! আপনি সকাল থেকে ক্ষুধার্ত, ঘরে খাবার জন্য কিছুই পাননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবীজী ﷺ তাঁকে বসতে বললেন। সে দিন উমরও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘরে খাবার না পেয়ে নবীজী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর! আপনি সকাল থেকে ক্ষুধার্ত, ঘরে কোন খাবার পাননি, তাই না ? উমর (রা) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, বসুন। এমনি করে দশজন পূর্ণ হলো। নবী ﷺ তাদের বললেন, চলো অমুক আনসারীর বাড়িতে যাই। তাঁরা তখন সে বাড়ি গিয়ে বাগানের পাশেই তাকে পেলেন এবং সালাম দিয়ে বাড়িতে বসলেন। লোকটি তাঁর খেজুর বাগানে গেল এবং গাছে চড়ে এমন একটি গুচ্ছ খেজুর পেড়ে আনলো যাতে পাকা, আধা-পাকা ও অল্প পাকা খেজুর ছিল। সে গুচ্ছটি এনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রাখলো। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, একই ধরনের খেজুর আনলে না কেন ? লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছে অল্প পাকা, আধা-পাকা ও পাকা খেজুর হাযির করতে পছন্দ করলাম। সুতরাং আপনার যেখান থেকে পছন্দ খেতে পারেন। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে। তারপর লোকটি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললো, নবী ﷺ আবূ বক্র, উমর ও অন্যান্য সাহাবী ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসেছেন, তোমার কাছে কি আছে দেখো আর খাবার তৈরি করে ফেলো। তার স্ত্রী বললো, আমার কাছে যা আছে আমি তাই প্রস্তুত করছি আর আপনার কাছে যা আছে

(ছাগল যবাই করে) তৈরি করে নিয়ে আসুন। তারপর স্ত্রীলোকটি আটা তৈরি করে রুটি বানাতে বসে গেল। আর আনসারী ব্যক্তি তার একটি ছাগল যবাই করে গোশ্‌ত তৈরি করলো এবং ভেজে আনলো। এরপর খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে নবী ﷺ-এর সামনে উপস্থিত করলো। নবীজী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ পেটভরে খেলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন, এ খাবারও সে সব নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত যে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। তারপর নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ উঠে রওয়ানা দিলেন। তখন স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে বললো, আমি তো আপনার চেয়ে ভীরু লোক আর দেখি নাই। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, কেন কি হয়েছে ? সে বললো, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাদের বাড়িতে এসে চলে গেলেন অথচ খায়র বরকতের জন্য দু'আ করিয়ে নিতে পারলেন না ? লোকটি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে অনুসরণ করলো। তিনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? লোকটি বললো, আমার স্ত্রী এরূপ মন্তব্য করেছে। নবীজী ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীকে তো দেখছি খুবই বুদ্ধিমতি। অতপর নবীজী ﷺ ফিরে এসে তাদের জন্য দু'আ খায়ের করে গেলেন।

**ফায়দা** ঃ এ হাদীস থেকে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, ধৈর্য ও দারিদ্রের একটি ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া নবীজীর সাথে তাঁদের গভীর সম্পর্ক ও আনুগত্যের সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের মতই ছিল তাঁদের কর্মকাণ্ড। ঘরে খাবার না পেয়ে নবীজী ﷺ-এর দরবারে এসে উপস্থিত। কারণ তাঁরা মনে করতেন, নবী ﷺ-এর কল্যাণে আল্লাহ্‌ই একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। তাছাড়া এ হাদীস থেকে আনসারীদের অসাধারণ সেবাপরায়ণতা ও নিজ কুরবানীর চিত্র লাভ করা যায়। কেননা তাঁরা সবকিছুই রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। আর তিনিও তাঁদের ঘরকে নিজের ঘর হিসেবেই ভাবতেন। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, নবী ﷺ আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে কতটুকু মর্যাদা দিতেন। দু'তিনদিন পর আহার মিলেছে অথচ তিনি সাহাবীগণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী ثُمَّ لَتُسْـأَلُنَّ يَوْمَـئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ "অতপর সেদিন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে এ নিয়ামতের কথা।" আমরা রাত-দিন আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিয়ামত পেয়ে উপকৃত হচ্ছি; কিন্তু এ সবের না শুকরিয়া করছি আর না এতটুকু চিন্তা করছি যে, এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ? বরং আমরা এতই নাদান যে, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় এসব নিয়ামত ব্যবহার করতেও লজ্জাবোধ করছি না।

এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র কোন প্রিয় বান্দা মেহমান হয়ে ঘরে উপস্থিত হলে তার কাছে দু'আর আবেদন জানানো যাবে।

٨٠٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ اَتَـى النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَوْضَعٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَـااَخْرَجَكَ ؟ قَالَ الْجُوْعُ قَالَ اَنَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ

بِالْحَقِّ اَخْرَجَنِىْ الْجُوْعُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَتَاهُمْ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ بِعِذْقٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا كُنَّا نَصْنَعُ بِهٰذَا كُلِّهِ ؟ قَالَ تَاكُلُوْنَ مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبِهٖ قَالَ فَاكُلُوْا وَشَرِبُوْا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُسْاَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ - هٰذَا النَّعِيْمِ -

৮০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ কোন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হলে আবূ বক্‌র (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখানে কি কারণে তাশরীফ আনলেন ? তিনি বললেন, ক্ষুধার কারণে। আবূ বক্‌র (রা) তখন বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমিও ক্ষুধার কারণে এখানে এসেছি। তারপর সেখানে উমর (রা) এসে অনুরূপ কথা বললেন। রাবী বলেন, তারপর জনৈক আনসারী একগুচ্ছ খেজুর নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো দিয়ে আমরা কি করবো ? আনসারী বললেন, আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আধাপাকা ও পাকা খেজুর গ্রহণ করুন। রাবী বলেন, তারপর তার সে খেজুর খেয়ে পানি পান করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে," এ খেজুরগুলোও নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসটি প্রথমোক্ত দীর্ঘ হাদীসের সার সংক্ষেপ। এ ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে এবং হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

٨١٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ ! اِنَّ الدُّنْيَا لاَتَبْغِىْ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَمْ يَرْضٰى مِنْ اُوْلِى الْعَزْمِ لاَّ الصَّبْرَ عَلٰى مَكْرُوْهِهَا وَالصَّبْرَ عَنْ مَحْبُوْبِهَا وَلَمْ يَرْضَ اِلاَّ اَنْ كَلَّفَنِىْ مَاكَلَّفَهُمْ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُوْلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ - وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَابُدَّلِىْ مِنْ طَاعَتِهٖ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَابُدَّلِى مِنْ طَاعَتِهٖ وَاِنِّى وَاللّٰهِ لِاَصْبِرَنَّ كَمَا صَبَرُوْا وَاَجْهِدَنَّ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ -

৮১০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের জন্য দুনিয়াদারী শোভনীয় নয়। হে আয়েশা! মহান আল্লাহ্ স্থিরপ্রতিজ্ঞ নবী রাসূলদের কাছ থেকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি হোক কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত সর্বাবস্থায় তাঁদের ধৈর্য

ধরতে হয় আর সে সব ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকেও সেসব দায়িত্ব পালন করা ছাড়া আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ নবী-রাসূলদের মধ্যে যারা দৃঢ়চিত্ত ও স্থির প্রতিজ্ঞ, তারা যেরূপ ধৈর্য ধরেছেন, আপনিও অনুরূপ ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পক্ষে এ আদেশ পালন ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পক্ষে এ আদেশ পালন ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তাদের মত ধৈর্যধারণ করবো এবং নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তিই কার্যকর নয়।

**ফায়দা ঃ** "اُوْلُوالْعَزْمِ" শব্দের অর্থ, উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। কোন মহান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে জীবনপণ সাধনা ও চেষ্টার মাধ্যমে তা হাসিল করার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ বিশেষণে ভূষিত হন। নবী-রাসূলগণ এ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের নিবেদিত কাজে দুনিয়ার কোন প্রতিবন্ধকই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার মাঝে বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। আর পার্থিব কোন জৌলুসই তাদের দৃষ্টিকে বিপথগামীও করতে সক্ষম হয়নি। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন সফলতা। সুতরাং তাঁরা জাগতিক সমুদয় প্রতারণাকে রাস্তার কাঁটা মনে করেছেন এবং ঘৃণাভরে তা দলিত-মথিত করে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। নবী ﷺ বলেন, আমাকেও তাঁদের ন্যায় ধৈর্য সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা যেমন সাহসিকতার সাথে কঠোর সাধনার মাধ্যমে দীনের পথকে করেছেন সুগম এবং দুনিয়ার কষ্টকে হাসিমুখে করেছেন বরণ, আমাকেও তাই করতে হবে। আল্লাহ্ মুসলিমদেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবার তাওফীক দিন।

٨١١. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اُجْمِعَ الْمَالَ وَاَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَن سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَا عْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ۔

৮১১. হযরত জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে ও ব্যবসায়ী হতে আমার কাছে ওহী পাঠানো হয় নাই বরং আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে এই বলে যে, তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পাঠ করো এবং সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকো।

**ফায়দা ঃ** ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধনাঢ্য ব্যক্তি হবার কিংবা বিরাট ব্যবসায়ী হবার জন্য রাসূলকে বলা হয়নি। কেননা তিলে তিলে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা সে সব দুনিয়াদার লোকদের লক্ষণ, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত ও সংকীর্ণ। নবী ﷺ-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র স্মরণ, যিক্‌র, তাসবীহ্, সিজ্‌দা ও সালাত এবং ইবাদতে লিপ্ত থাকতে আর যিকরের ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করতে।

٨١٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غُرْفَةٍ لَهُ كَاَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ وَهُوَ نَائِمٌ عَلٰى حَصِيْرٍ قَدْ اَثَّرَ بِجَنْبَيْهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لِىْ مَايُبْكِيْكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِىْ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فَقَالَ لِىْ لاَتَبْكِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَاِنَّ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الاَخِرَةُ وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ـ

৮১২. হযরত (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোসলখানার মত একটি কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম যে, তিনি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর (শরীর মুবারকের) দু'পাশে চাটাইয়ের দাগ সুস্পষ্ট। এ অবস্থা দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ্! তুমি কাঁদছো কেন ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পারস্য ও রোম সম্রাট কিস্‌রা ও কায়সার রেশমী ও সোনালি গালিচায় আরামে দিন কাটাচ্ছে। (আর আপনার এই অবস্থা) তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ্! কেঁদো না। দুনিয়া তো তাদের জন্যেই আর আমাদের জন্যে রয়েছে পরকাল। দুনিয়া ও আমার উদাহরণ তো ঐ ব্যক্তির মতই যে ব্যক্তি কোন গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম করতে নামল তারপর তা ছেড়ে চলে গেল।

٨١٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِىْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِىْ يَوْمٍ حَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ـ

৮১৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার ও দুনিয়ার মাঝে যে সম্পর্ক সেটা ঐ ব্যক্তির মতই যে (খর দুপুরের রৌদ্রের সময়) কোন গাছের ছায়াতলে আরাম করল তারপর তা ছেড়ে চলে গেল।

٨١٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا اَهْلَ بَيْتٍ اَخْتَارَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ـ

৮১৪. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ আমাদের আহলে বাইতের জন্য দুনিয়ার স্থলে আখিরাতকে পছন্দ করেছেন।

٨١٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنُ الاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ كَفِّى فَقِيْلَ لِىْ هٰذَا لَكَ مَعَ مَالِكَ عِنْدَ اللّٰهِ لاَيَنْقُصُكَ اللّٰهُ مِنْهُ شَيْئًا ـ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ ذَهَبَ وَتَرَكَهُمْ فِىْ هٰذِهِ

الدُّنْيَا يَاكُلُوْنَ مِنْ خَبِيْصِهَا مِنْ اَصْفَرِهِ وَاَخْضَرِهِ وَاَحْمَرِهِ وَاِنَّمَا هُوَ شَئٌ وَاحِدٌ" وَلَكِنْ غَيَّرْتُمْ الْوَانَهَا الْتِمَاسَ الشَّهْوَاتِ۔

৮১৫. **হযরত আবূ হুরায়রা** (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ **পৃথিবীর সমুদয়** ধন-ভাণ্ডারের চাবিসমূহ আমার হাতে দিয়ে বলা হয়, মহান আল্লাহ্র কাছে আপনার যা বিনিময় (সাওয়াব) পাওনা আছে সেগুলোর সাথে এ সম্পদগুলোও দেয়া হলো! আর তাতে আপনার সাওয়াব এতটুকুন কমানো হবে না। রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এবং জনগণকে এমন একটি অবস্থায় রেখে গেলেন যে, তারা হলুদ, সবুজ ও লাল রঙের (হরেক রকমের) খাবার খেতে লাগলো। খাদ্যবস্তু একই কিন্তু তোমাদের প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী রঙগুলোকে পরিবর্তন করেছো।

**ফায়দা ঃ** "পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের সমুদয় চাবি তাঁর হাতে দেয়া হয়েছে" এর ভাবার্থ হলো—তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন দেশ জয় করেন আর সেসব বিজয়ের সাথে সাথে সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য তাদের হস্তগত হয়। তারপর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোর প্রতি মানুষের অনুরাগ দেখা দেয়। হরেক রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের যে টানাপড়েন ছিল তা আর অবশিষ্ট থাকেনি। বিশিষ্ট সাহাবীগণ মানুষের এ প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনকে ভাল মনে করতেন না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাই আফসোস করে বলেন, উদ্দেশ্যের দিক থেকে খাদ্যগ্রহণ তো এক ও অভিন্নই ছিল। কিন্তু তোমাদের রসনাবিলাসের জন্য খাদ্যদ্রব্যকে বিভিন্ন রকম ও স্বাদে পরিণত করেছে।

٨١٦. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ كَانَ يَمُرُّ بِنَا هِلَالٌ وَهِلَالٌ وَمَا يُوْقَدُ فِىْ مَنْزِلِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قُلْتُ اَىْ خَالَةُ عَلٰى اَىِّ شَئٍ كُنْتُمْ تَعِيْشُوْنَ قَالَتْ عَلٰى الاَسْوَدَيْنِ التَّمَرِ وَالْمَاءِ۔

৮১৬. হযরত উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, আমাদের উপর দিয়ে মাসকে মাস এমন অতিবাহিত হতো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে কোন আগুন জ্বলতো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালাআম্মা! আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করতেন ? তিনি বলেন, দু'টি কালো জিনিসের মাধ্যমে অর্থাৎ খেজুর খেয়ে ও পানি পান করে জীবন ধারণ করতাম।

٨١٧. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَاْتِىْ عَلٰى اٰلِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً مَاتُوْقَدُ فِيْهَا بِنَارٍ قُلْتُ فَمِنْ اَيْنَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ يَأْكُلُ قَالَتْ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الاَ نْصَارِ جَزَاهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا - لَهُمْ رَبَائِبُ يُهْدُوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لَبَنِهَا -

৮১৭. হযরত উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবারে একাধারে পনের দিন এমন অতিবাহিত হয়েছে; যখন কোন আগুন জ্বালানো হয়নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার করতেন কোত্থেকে? তিনি বলেন, আমাদের কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আল্লাহ্ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, তাঁদের অনেক ছাগল ছিল, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য ছাগলের দুধ হাদিয়া পাঠাতেন।

٨١٨. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

৮১৮. আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٨١٩. عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَجِدُ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ وَهُوَ جَائِعٌ -

৮১৯. হযরত সিমাক ইব্‌ন হারব (র) নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আমি তাঁকে (নু'মান) মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেট ভরার মত নষ্ট খেজুরও পেতেন না।

**ফায়দা ঃ** উপরে আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই দারিদ্রাবস্থা অপারগতার জন্যে ছিল না বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন।

٨٢٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِسْرَةِ خُبْزٍ فَقَالَ لَهَا مِنْ اَيْنَ لَكِ هٰذِهِ الْكِسْرَةُ ؟ قَالَتْ قُرْصًا خَبَزْتُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتّٰى اَتَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْكِسْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا اِنَّ هٰذَا اَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ فَمَ اَبِيْكِ مُنْذُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ -

৮২০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ফাতিমা (রা) টুক্‌রা রুটি নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। নবীজী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ টুক্‌রাটি তুমি কোথায় পেলে ? তিনি বললেন, আমিই রুটি তৈরি করেছি; কিন্তু আপনাকে এ টুক্‌রাটি না দেয়া পর্যন্ত খেতে মন চাইল না। তখন নবী ﷺ বললেন, গত তিন দিনের মধ্যে এটাই প্রথম খাবার যা তোমার আব্বার মুখে প্রবেশ করছে।

٨٢١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَآبَابِى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ -

৮২১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহা! আমার বাবা তাঁর জন্য কুরবান। তিনি ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন অথচ তিনি কখনই গমের রুটি পেটভরে খেতে পাননি।

٨٢٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ تِبَاعًا وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مُذْ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ -

৮২২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার কখনোই একাধারে দু'দিন যবের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি। তিনি এ অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মদীনায় তাশরীফ আনার পর থেকে গমের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি।"

٨٢٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ وِلَاءً حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيْهِ فَلَمَّا قَبَضَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ صَبَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا -

৮২৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার কখনোই একাধারে তিন দিন পেটভরে গমের রুটি খেতে পাননি। অতপর মহান আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে উঠিয়ে নেবার পর দুনিয়ার ভাণ্ডার আমাদের উপর ঢেলে দিলেন।

**ফায়দা :** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দারিদ্র্য সংকট, পার্থিব অনাসক্তি, অল্পে তুষ্টি ও ক্ষুধার জ্বালা আমাদের নবীজী ﷺ-এর জন্য ছিলো বিশেষ নিয়ামত। তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে নিয়ামতটিও বিদায় নিলো। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, দারিদ্রকে ঢাল হিসেবে তৈরি রাখ। কেননা আমার প্রতি যারা ভালোবাসা রাখে তাদের প্রতি দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন এমন দ্রুতবেগে আসতে থাকে যেরূপ পানি নিম্নভূমির দিকে প্রবাহিত হতে

থাকে। যদিও উম্মতের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখে মহান আল্লাহ্ পরবর্তী সময়ে প্রাচুর্য প্রদান করবেন। তবে রাসূল ﷺ-এর যামানায় ছিল প্রকৃত বরকতের অবস্থা। সাহাবায়ে কেরাম ধন-সম্পদকে ভয় পেতেন এবং জাগতিক প্রাচুর্য থেকে থাকতেন ভীত-সন্ত্রস্ত। যুগের কি পরিবর্তন এলো, আজ নবীজী ﷺ-এর সেই উম্মতের অবস্থা কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে রুটি-রুযির সমস্যা কোন সমস্যাই ছিল না। অথচ আজকাল এটা ব্যতীত কোন সমস্যাই যেন আর নেই।

٨٢٤. عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! خَبِّرِيْنِى عَنْ عَيْشِكُمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ تَسْأَلُوْنَا عَنْ عَيْشِنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّمْرَاءِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ جُوْعٌ وَمَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا التَّمْرِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْنَا قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ -

৮২৪. হযরত আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আপনাদের জীবন জীবিকা কিরূপ ছিল আমাকে বলবেন কি ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমাদের জীবিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছো, তাহলে শোন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাধারে এমন তিনদিন পেটভরে পিঙ্গল বর্ণের গমের দানা খান নাই যার মধ্যে একদিন ক্ষুধার্ত না থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটভরে খেজুর খেতে পাননি যতদিন পর্যন্ত না মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য কুরাইযা ও নযীর গোত্র জয়ের সুযোগ দিলেন।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর পরিবারের জীবিকা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তাঁরা প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম রিয্ক আহার করে জীবন কাটাতেন। একাধারে তিনদিন পেটভরে খেতে পান নাই, বরং ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। এরূপ অভাব-অনটন ও ক্ষুধা-দারিদ্র তিনিই আবেদন করে এনেছিলেন। নতুবা মহান আল্লাহ্ তাঁর জন্যে সারা বিশ্বের ধন-ভাণ্ডার প্রদান করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যদি আপনি চান তাহলে পাহাড়সমূহ স্বর্ণে পরিণত করে দিতে পারি যা আপনার সাথে সাথে চলতে থাকবে। কিন্তু তিনি জানতেন, দুনিয়ার নিয়ামত তো ক্ষণস্থায়ী, আর পরকালে যা পাওয়া যাবে তা হবে চিরস্থায়ী এ বিশ্বাসের কারণেই তিনি পরকালীন নিয়ামতকে ইহকালীন নিয়ামতের উপর প্রাধান্য দেন।

٨٢٥. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَ رَغِيْفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتّٰى لَحِقَ بِرَبِّهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَهَنَ دِرعًا لَهُ فِيْ طَعَامٍ مِنَ الشَّعِيْرِ اشْتَرَاهُ لأَهْلِه۔

৮২৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনোই বেলুন দিয়ে বেলা আটার রুটি দেখেননি। আর একদা নবী ﷺ তাঁর একটি বর্ম বন্ধক রেখে পরিবারের আহারের জন্য যব ক্রয় করেছিলেন।

**ফায়দা ঃ** দু'জাহানের সর্দার আখেরী নবীর জীবন-জীবিকা কিরূপ ছিলো এ হাদীস থেকে তার ধারণা লাভ করা যায়। জীবনে তিনি চাপাতি রুটি খাননি। আর পরবর্তী সময়ের জন্য রাখার মত খাদ্যসামগ্রী কখনোই তাঁর ছিলো না। এমনকি পরিবারের লোকজন ও স্ত্রীদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে বর্ম বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য না কোন কিছু জমা রাখতেন আর না অভাবের কথা কারো সামনে প্রকাশ করতেন। যখনই কোন যুদ্ধ থেকে গনীমতের মাল তাঁর কাছে আসতো কিংবা কোন হাদীয়া আসতো তিনি তৎক্ষণাৎ তা অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

٨٢٦. عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ أُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَمْرٌ فَجَعَلَ يُهْدِيْ وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ تَمْرًا مُقْعِى مِنَ الْجُوْعِ۔

৮২৬. মুসআব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে হাদিয়া হিসেবে কিছু খেজুর এলো, তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলো অন্যদের হাদিয়া দিতে শুরু করলেন, আমি দেখতে পেলাম, এরি মধ্যে তিনি ক্ষুধার তীব্রতার জন্যে একটি খেজুর খেয়ে নিলেন।

**ফায়দা ঃ** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কোন খাদ্যসামগ্রী আসলে তিনি প্রথমেই তা সাহাবাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন অথচ তিনিই তখন বেশি অভাবী। উক্ত হাদীসের বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করছেন। কিন্তু তবুও সাহাবাদের মাঝে তিনি প্রথমেই খেজুর বিলাচ্ছেন এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি একটি খেজুর খেয়ে নিলেন। তিনি নিজের ক্ষুধার তীব্রতাকে প্রাধান্য দেন নাই এমনকি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তাঁর এ ন্যায়বিচার ও পরোপকারিতা, অপরের প্রয়োজন মেটানো এবং দানশীলতা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলো, যা দেখে তৎকালীন বিধর্মীগণ ঈমান আনতো আর সাহাবীগণ আরো নিবেদিত প্রাণ হয়ে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে হতেন আবদ্ধ। হায়! আজকালকার মুসলমানদের মাঝে যদি সেরূপ প্রেরণা ও পরোপকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হতো!

٨٢٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَشْبَعْ مِنْ هٰذِهِ الْبُرَّةِ الْحَمْرَاءِ حَتّٰى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِثَلَاثٍ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَاِنَّ دِرْعَهٗ لَرَهْنٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فِىْ طَعَامٍ اَخَذَهٗ لِاَهْلِهٖ -

৮২৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনোই একাধারে তিনদিন লাল রঙের গম দিয়ে পেটভরে খেতে পাননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় তিনি তাঁর বর্মটি জনৈক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখে তা দিয়ে পরিবারের জন্য খাবার এনেছিলেন।

٨٢٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اجْتَمَعَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَدَاءٌ وَلَاعَشَاءٌ اِلاَّ عَلٰى ضِفَفٍ - اَلضَّفَفُ الضِّيْقُ وَالشِّدَّةُ -

৮২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য অবস্থা ব্যতীত কখনোই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘরে দুপুর ও রাতের খাবার একত্রে জমা হয় নাই। 'ضفف' শব্দের অর্থ অভাব-অনটন ও সংকট।

**ফায়দা** ঃ মহনবী ﷺ-এর গৃহে দু'বেলার খাবার একত্রে পাকানোর মতো সামগ্রী কখনই জমা হয় নাই। দুপুরের খাবারের যদিও ব্যবস্থা হতো; কিন্তু রাতের খাবার যোগাড় হতো না। আবার রাতের বেলায় যোগাড় হলেও দুপুরের খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। তাঁর দানশীলতা ও অল্পে তুষ্টির জন্যেই এরূপ হতো। কেননা তাঁর কাছে যদি কোন খাদ্য-সামগ্রী থাকতো তাহলে পরবর্তী সময়ের জন্য জমা করে রাখতেন না বরং তখনই অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এছাড়া তাঁর কাছে দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন ছিল খুবই পছন্দনীয়।

٨٢٩ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ مَشَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ مَا اَصْبَحَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ وَاِنَّهُنَّ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ اَهْلِ بُيُوْتَاتٍ -

৮২৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি যবের রুটি ও গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। আমি সেখানে গিয়ে তাঁকে বলতে শুনলাম, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারে এমন কোন সকাল অতিবাহিত হয় নাই যখন তাদের কাছে এক সা' অর্থাৎ সাড়ে তিন সের পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকতো। আর তখন তাদের নয়টি ঘর সম্বলিত (নয়জন স্ত্রীর) পরিবার ছিল।

**ফায়দা ঃ** খায়বার বিজয়ের পর নবী ﷺ তাঁর পরিবারের জন্য সাংবাৎসরিক খোরাকের জন্য খেজুর, যব ও অন্যান্য শস্য প্রদান করতেন। কিন্তু ধৈর্যশীলদের নেতা মহানবী ﷺ তা থেকে অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং ক্ষুধাকে বরণ করে নিতেন। উম্মুহাতুল মু'মিনীনও অনুরূপ কিছুই জমিয়ে রাখতেন না। এক আহারের পর যা বেঁচে থাকতো তা অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

٨٣٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَاتِيْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ فَلاَ تُوْقِدُ فِيْهَا نَارًا اِنَّمَا هُمَا الاَسْوَدَانِ اَلْمَاءُ وَالتَّمْرُ اِلاَّ اَنْ يُّوْتٰى بِلَحْمٍ-

৮৩০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর দিয়ে এমন একমাস দু'মাস অতিবাহিত হতো, যখন আমরা চুলায় কোন আগুনই জ্বালাতাম না। শুধু দু'টি কালো জিনিস পানি ও খেজুরের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতাম। তবে কখনো হাদিয়া হিসাবে গোশ্ত আসলে আগুন জ্বালানো হতো।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকেও জানা যায়, নবী ﷺ দুই/তিন মাস পর্যন্ত অত্যন্ত অভাবের মাঝে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর পরিবারে চুলায় আগুন ধরানো হতো না। শুধু খেজুর আর পানি দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবে কখনো কোন আনসারীর বাড়ি থেকে হাদিয়া হিসেবে গোশ্ত আসলে চুলায় আগুন ধরাতে হতো। এই ছিল নবী ﷺ-এর পরিবারের অবস্থা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল তাঁদের প্রধান সম্বল। অধুনা জগতে এমন দৃষ্টান্ত আছে কি ? মাস-সপ্তাহ তো দূরের কথা, এক বেলার খাবার না পেলেই কিয়ামত ঘটে যায়! এসব হাদীস থেকে আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি!

٨٣١. عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ هَلْ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ ؟ فَقَالَ سَهْلَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ حَتّٰى لَقِىَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبِاِسْنَادِهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَاَلَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ ؟ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَارَاَيْتُ مُنْخَلاً حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِالشَّعِيْرِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَاكُلُوْنَهُ - فَقَالَ سَهْلٌ نَنْفِخُهُ فَيَطِيْرُ مَاطَارَ وَنَعْجِنُ مَا بَقِىَ-

৮৩১. আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার সাহ্ল ইবন সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ময়দার রুটি খেয়েছেন ? উত্তরে সাহ্ল (রা) বললেন,

না, আল্লাহ্‌র শপথ! মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যাবার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ময়দার রুটি দেখেন নাই।

উক্ত সনদেই আবূ হাযিম ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, সে সময়ে আপনাদের কাছে কি চালুনী ছিলো ? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমি চালুনী দেখি নাই। তখন আমি (আবূ হাযিম) বললাম, তাহলে আপনারা যবের ভূষি কিভাবে ছাড়াতেন। আপনারা কি চালা ছাড়াই খেয়ে নিতেন ? উত্তরে সাহ্‌ল (রা) বললেন, আমরা মুখে ফুঁ দিতাম, যেগুলো উড়ে যাবার মতো, সেগুলো উড়ে যেতো, তারপর অবশিষ্ট আটা মাখিয়ে রুটি তৈরি করতাম।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীসে সাদা আটা 'নকী' বলতে ময়দাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জীবনে কখনোই ময়দার রুটি খান নাই। কারণ ময়দাতো অভিজাত লোকদের খাবার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুবই সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। যবের রুটি পাকানো হলেও তা চালা ছাড়াই আটা তৈরি করা হতো। মুখে ফুঁ দিয়ে ভূষি আবর্জনা উড়িয়ে দেয়া হতো।

٨٣٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ-

৮৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আগামী কালের জন্য কোনো কিছুই সঞ্চয় করে রাখতেন না।

**ফায়দা ঃ** এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, আহারের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে নবী ﷺ তা আগামী দিনের জন্য উঠিয়ে রাখতেন না বরং অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। পরবর্তী সময়ের জীবিকার মালিক আল্লাহ্, তাই তিনি পরবর্তী সময়ের রিযিকের চিন্তা না করে তা বণ্টন করে দিতেন। তিনি ভাবতেন যদি আমি জমা করে রাখি তা হলে অভাবীরা হয়ত উপোস থাকবে। বস্তুত আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যদি নবীজীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতো তা হলে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেক বদলে যেতো। আর যাকাত নেয়ার মতো লোকই হয় তো খুঁজে পাওয়া যেতো না। ইসলামী শিক্ষা ও নবী ﷺ-এর জীবনাদর্শ যদি হতো আমাদের সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান, তাহলে পৃথিবীর চেহারা ভিন্নরূপ ধারণ করতো।

এখানে আলোচিত হয়েছে, সম্পদ সঞ্চয় না করা এক প্রকার তাওয়াক্কুল। এর তিনটি স্তর রয়েছে ঃ

এক. পরের দিনের জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট না রেখে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সব দান করে দেয়া। রাতের বেলায় যদি সম্পদ আসে তাহলে সকালের জন্যে কিছুই না রাখা। নবী-রাসূল, সিদ্দিকীনদের তাওয়াক্কুল ছিল এ স্তরের অন্তর্গত। যাঁরা এ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবে না এবং দুর্বলতার কারণে সে ধরনের সহিষ্ণু হতে পারবে না তাদের জন্য এ তাওয়াক্কুলের অনুমতি নেই।

দুই. নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মাফিক সামগ্রী রেখে অবশিষ্টগুলো দান করে দেয়া, তবে প্রয়োজন যেন কৃত্রিম না হয়। কেননা পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও একজনের চাহিদা মিটাতে পারবে না প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু দান করে দেয়া এ স্তরের তাওয়াক্কুল। সালেহীনগণ এ স্তরের অন্তর্গত। একটি বর্ণনায় আছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ দান করা সবার উপর ফরয ছিল। পরবর্তী সময়ে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

তিন. যাকাত প্রদান ও অন্যান্য ওয়াজিব সাদাকা এ স্তরের অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য ওয়াজিব সাদাকা হলো–যেমন, কোন ব্যক্তি শুনতে পেল যে, অমুক লোকটি ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন। তাকে কিছু দেবার সামর্থ্য তার আছে, এ অবস্থায় অন্নহীন ও বস্ত্রহীনকে কিছু দান করা ওয়াজিব সাদাকা। মোটকথা, শরয়ী ওয়াজিব আদায়ে পরিবারের লোকজনকে ভরণপোষণ এবং আত্মীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে অভাবীদের অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা উচিত নয়। এরপরও যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে ভবিষ্যত প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে রেখে দেয়া জায়েয আছে। তবে সম্পদ অবশ্যই যেন হালাল হয় এবং হারাম উপায়ে যেন সংগৃহীত না হয়। সাধারণ মু'মিন মুসলমানগণ এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ১ম ও ২য় স্তর লাভ করতে পারাটা খুবই মর্যাদার ব্যাপার। তবে ৩য় স্তরের নীচে যাওয়া মুসলমাদের নয় বরং কাফির ফাসিকদের নিদর্শন। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

٨٣٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَافَعَلَتِ الدَّنَانِيْرَ؟ قَالَتْ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ يَاعَائِشَةُ - مَا فَعَلَتِ الدَّنَانِيْرَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْتُكَ بِهَا فَاُغْمِيَ عَلَيْكَ وَشَغَلْنَابِكَ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ نَقَدَهَا عَلَى ظَفْرِهِ دِيْنَارًا دِيْنَارًا ثُمَّ قَالَ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ لَوْ لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَهٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ عِنْدَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ قَالَتْ ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ حَتَّى وَضَعَهَا فِيْ حَقِّهَا -

৮৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! দীনারগুলো কি করেছো ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন সেগুলো নিয়ে এলাম আর তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তারপর আবার হুঁশ হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন দীনারগুলো কি করেছো ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি সেগুলো নিয়ে আসতেই আপনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আর আমরা আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। তারপর নবী ﷺ সেগুলো হাতে নিয়ে নখ দিয়ে একটি একটি দীনার গণনা করলেন। তারপর বললেন, মুহাম্মদ ﷺ এসব দীনার নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবেন এটা কি ধারণা করা যায় ? তারপর তিনি অবিলম্বে দীনারগুলো গরীব দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

**ফায়দা ঃ** নবীজীর ইন্তিকালের সময় তাঁর পরিবারের কাছে কিছু সম্পদ সঞ্চিত থাক এটা তাঁর কাছে আপত্তিকর ব্যাপার মনে হয়েছে। তাই সেগুলো তৎক্ষণাৎ দান করে দেন। এ ঘটনা থেকে তাঁর দানশীলতা; দুস্থ-গরীবদের সাহায্য ও ধন-সম্পদের প্রতি অনীহার সঠিক

চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হয়ে যাচ্ছেন অথচ তাঁর ঘরে যে সম্পদ রয়েছে, যতক্ষণ তা প্রাপকদের হাতে না পৌঁছেছে ততক্ষণ তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। মূলত এটা তো সে সমাজ ব্যবস্থার চিত্র যার কারণে সে সমাজে বহু খোঁজাখুঁজি করেও যাকাত গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যেতো না। সমস্ত মানুষ যার যার অবস্থানে সুখী ও সচ্ছল ছিলেন। বর্তমানে আমরা নবীর শিক্ষা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করেছি বিধায় বিপদাপদের পাহাড় আমাদের সামনে উপস্থিত। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, এসব বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ও সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্যে আল্লাহ্র দেয়া জীবন ব্যবস্থা ও নবীজীর মহান আদর্শকে বাদ দিয়ে কাফির, নাস্তিক ও বাতিলের মনগড়া মতবাদের দিকে আমরা ঝুঁকে পড়েছি অথচ বাতিল মতবাদে মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি, ধ্বংস ও অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই নেই, যা আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং যতদিন না আমরা ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবো ততদিন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রকৃত শান্তি লাভ করা অসম্ভব। কেননা ইসলামী জীবন বিধান হলো স্বভাব-সুন্দর বিধান। বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা সৃষ্টির কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত এবং সে হিসেবেই তিনি উক্ত বিধান নির্ধারণ করেছেন। আর নিঃসন্দেহে তা মানব রচিত মতবাদের চাইতে উত্তম ও নির্ভরযোগ্য। প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকই একথা ভাল করেই জানেন যে, একজন মা তার সন্তানের স্বভাব, চরিত্র ও চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল। সুতরাং তার মা যেভাবে তার লালন-পালন করতে পারবেন অন্যরা তা পারবে না। অনুরূপ বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা বিশ্ববাসীর স্বভাব ও ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। আর তাই তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানও সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন মানব রচিত বিধান কস্মিনকালেও সেরূপ হতেই পারে না।

٨٣٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ بَعْدَ حِيْطَانِ الْاَنْصَارِ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ مِنَ التَّمْرِ وَيَاكُلُ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ ! مَالَكَ لاَ تَاكُلُ ؟ قُلْتُ لاَ اَشْتَهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لٰكِنِّى أَشْتَهِيْهِ وَهٰذِهِ صُبْحُ رَابِعَةٌ مُذْ لَمْ اُذُقْ طَعَامًا وَلَوْشِئْتُ لَدَعَوْتُ رَبِّى فَاَعْطَانِى مِثْلَ مُلْكِ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فَكَيْفَ بِكَ يَا اِبْنَ عُمَرَ اِذَا لَقِيْتَ فِىْ قَوْمٍ يَخْبَئُوْنَ رِزْقَ سَنَتِهِمْ وَيَضْعَفُ الْيَقِيْنُ - فَوَاللّٰهِ مَابَرِحْنَا حَتّٰى نَزَلَتْ وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَتَحْمِلُ رِزْقَهَا - اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَاْمُرْنِى بِكَنْزِ الدُّنْيَا وَلاَ بِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ - فَمَنْ كَنَزَ دِيْنَارًا يُرِيْدُ بِهَا حَيَاةً بَاقِيَةً فَاِنَّ الْحَيَاةَ بِيَدِ اللّٰهِ اَلاَ وَاِنِّى لاَ اَكْنِزُ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ اَخْبَاءُ رِزْقًا لِغَدٍ قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدِ الزُّهْرِى هُوَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ ابْنِ عَطَّافٍ -

৮৩৪. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং (আনসারীর অনুমতিক্রমে ) খেজুর পেড়ে খেতে লাগলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে ইব্ন উমর! তুমি খাচ্ছ না কেন ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তিনি বললেন, আমার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে। আজ চতুর্থ দিন এ যাবত আমি কোনো খাদ্যই গ্রহণ করিনি। আমি যদি আমার রবের কাছে সম্পদ চেয়ে দু'আ করতাম তাহলে তিনি আমাকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজ্য দিতেন। হে ইব্ন উমর! তোমার কি হবে যখন দেখতে পাবে যে, জাতির লোকেরা সাংবাৎসরিক খোরাক গোপনে জমা করে রাখছে আর তাদের বিশ্বাস দুর্বল হচ্ছে ? বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ কথা বলার পরই অবিলম্বে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ - "এমন অনেক প্রাণী আছে যারা নিজেদের খোরাক বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহ্ তাদের রিয্ক দিয়ে থাকেন এবং তোমাদেরও তিনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী।"

অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ আমাকে পার্থিব ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে আদেশ করেন নাই। যে ব্যক্তি একটি দীনারও সঞ্চয় করবে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে টিকে থাকার ইচ্ছে করবে, জেনে রাখো জীবন আল্লাহ্র হাতে। আমি একটি দীনারও বা একটি দিরহামও জমা করবো না আর আগামীকালের জন্য রিয্ক সঞ্চয় করে রাখব না।

ফায়দা ঃ মুহাদ্দিসগণের মতে এ হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এর রাবী জার্রাহ্ ইব্ন মিনহাল প্রত্যাখ্যাত রাবী ও জাল হাদীস তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত। হাদীসের মতন এ জন্যে দুর্বল যে, এ হাদীসে রাসূল ﷺ -এর মর্যাদার উপর কটাক্ষ করা হয়েছে। যেমন, তিনি বাগানে প্রবেশ করে খেজুর পেড়ে খেতে শুরু করেন ইত্যাদি। তবে যেহেতু এ হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনোই দিনার ও দিরহাম জমা করে রাখতেন না বরং গরীব-দুঃখীদের মাঝে তৎক্ষণাৎ বিলিয়ে দিতেন; এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গ্রন্থকার এ হাদীসটি এখানে সন্নিবেশ করেছেন।

٨٣٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ اَوْصَى بِشَيْءٍ-

৮৩৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় দীনার, দিরহাম, ছাগল ও উট কিছুই রেখে যাননি। আর কোন কিছুর ওসীয়তও করে যাননি।

**ফায়দা ঃ** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর ঘরে কোন সম্পদই ছিলো না। দীনার, দিরহাম, ছাগল কিংবা উট কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। তিনি বলেন, নবীদের কোন ওয়ারিসী সম্পদ থাকে না বরং ফকীর-মিস্‌কীনদের মাঝে বন্টন করার মতো সাদাকা থাকে। তাঁর ওয়ারিসী সম্পদ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাঁর ইন্তিকালের সময় যুদ্ধের কিছু অস্ত্রশস্ত্র, বাহনের জন্য একটি খচ্চর এবং ফসলের একটু জমি রেখে যান। তবে সে জমির ফসল গরীবদের জন্য পূর্বেই ওয়াক্‌ফ করে যান। নবী-রাসূলদের ওয়ারিসী সম্পদ সম্বন্ধে আলিমগণ একমত যে, সেগুলো উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করা যাবে না বরং সাদাকা হিসাবে দান করতে হবে।

٨٣٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تَرَكَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً ـ

৮৩৬. হযরত আয়েশা ( রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের সময় কোন কিছুই ওসীয়ত করে যান নাই। আর ওয়ারিসী সম্পদ হিসেবে কোন দীনার, দিরহাম কিংবা বক্‌রীও রেখে যান নাই।

٨٣٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا اَوْصٰى ـ

৮৩৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের সময় কোন দীনার , দিরহাম, ছাগল কিংবা উট রেখে যাননি আর কোন ওসীয়তও করেন নি।

٨٣٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً بَعِيْرًا وَرَاهُ مِنْجَابُ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُوْسٰى الطَّلْحِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ

৮৩৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ারিসী সম্পদ হিসেবে কোন দীনার, দিরহাম, ছাগল কিংবা উট রেখে যান নাই ।

রাবী বলেন, মিনজাব সালেহ্ ইব্ন মূসা তালহী থেকে আর তিনি আমাশ থেকে আর তিনি আবূ সালেহের বরাতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٨٣٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَمَةً وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا -

৮৩৯. হযরত আয়েশা ( রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের সময় ওয়ারিসী সম্পদ হিসাবে কোন দীনার, দিরহাম, দাস-দাসী, ছাগল কিংবা উট কিছুই রেখে যান নি।

ফায়দা ঃ এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, তিনি দাস-দাসীও রেখে যান নাই। আলিমদের মতে নবী-রাসূলদের ইন্তিকালের পর তাঁদের দাস-দাসীরা এমনি আযাদ হয়ে যায়। তবে তাঁর ইন্তিকালের সময় কোন দাস-দাসীই ছিলো না, পূর্বেই আযাদ করে দিয়েছিলেন।

٨٤٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْخُذُ مِنْ طُوْلِ لِحْيَتِهٖ وَعَرْضِهَا -

৮৪০. হযরত আম্র ইব্ন শুআয়ব তাঁর বাবার কাছ থেকে আর তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিকে কিছুটা পরিপাটি করতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায় নবী ﷺ তাঁর দাড়ি মুবারকের বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত অংশ ছেঁটে পরিপাটি করতেন যাতে অবিন্যস্ত না হয়। আর তিনি কখনো দাড়ি অগোছালো থাকা পছন্দ করতেন না। সুতরাং কোন কোন সাহাবীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তবে দাড়ি কতটুকু ছাঁটা হয়েছিলো এ হাদীসে তার কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি আর তিনি সবসময় এমন করতেন নাকি মাঝেমধ্যে করতেন তাও বলা হয়নি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাড়ি খাটো না করে লম্বা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. কয়েকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, দাড়ি লম্বা রাখা স্বভাবধর্মের চাহিদা এবং সমস্ত নবী-রাসূলের সুন্নত।

৩. শামায়েল বা রাসূলের জীবন চরিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ-এর দাড়ি মুবারক খুবই ঘন ও বক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। দাড়ি আঁচড়ানো এবং ওযূর সময় দাড়িতে আঙুল চালানো (খিলাল করা) তাঁর নিয়মিত অভ্যেস ছিল।

৪. যে সব সাহাবী নবী ﷺ-এর জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ তাঁরা লম্বা দাড়িতে কাঁচি লাগাতেন না। কেবল হজ্জ ও উমরার সময় ইহ্রাম খোলার জন্য দাড়ি ছাঁটতেন (ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ছিলেন সুন্নত অনুসরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যদি জানতে পারতেন যে, সফরের সময় নবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে অমুক জায়গায় অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং প্রয়োজন হোক বা না হোক ইব্ন উমর (রা) সে জায়গায় অবশ্যই অবতরণ করতেন। তাঁর অভ্যেস ছিল যে, হজ্জ ও উমরা শেষ করে হাতের মুঠিতে দাড়ি ধরে অতিরিক্ত টুকু ছেঁটে ফেলতেন, আর আবূ হুরায়রা (রা)-এরও এরূপ অভ্যেস ছিল। (ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, ১৯৬. পৃষ্ঠা)

৬. দাড়িছাঁটা ও কামানো ছিলো সে যুগে ইরানী অগ্নিপূজকদের অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মতকে অগ্নিউপাসক মুশরিকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আর তাদের বিরোধিতার জন্যে দাড়ি লম্বা করতে আদেশ করেছেন।

৭. উক্ত মতামতকে সামনে রেখে ফিকহ্বিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, দাড়ির নিম্নতম পরিমাপ হলো এক মুষ্ঠি। এ থেকে ছোট করা কিংবা সম্পূর্ণ মুণ্ডিয়ে ফেলা হারাম। কেননা, স্বভাবধর্ম ও নবীদের সুন্নতের বিপরীত কাজ করা গোনাহ্গার ও পথভ্রষ্টদের নিদর্শন।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে দু'টি প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেল। এক. নবী ﷺ-এর দাড়ি মুবারক সব সময় বক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতো আর হজ্জ উমরার সময় বিক্ষিপ্ত অংশ ছাঁটার পরও এক মুষ্ঠি পর্যন্ত রেখে দিতেন। বর্তমান যুগের মানুষ দাড়িতে ক্ষুর চালানো ও শেভ মেশিন ব্যবহার করে দাড়ি কামানোর যে প্রথা চালু করেছে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত কাজ। কিছুকাল পূর্বেও কোন ভদ্র লোককে যদি বলা হতো যে তোমার দাড়ি মুণ্ডিয়ে দেবো তাহলে এটা ছিল লজ্জা ও অপমানসূচক কথা। বর্তমানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দাড়ি মুণ্ডানোকে একটা ফ্যাশন মনে করে। আর কেউ কেউ দাঁড়ির দৈর্ঘ-প্রস্থ সম্পর্কে দলীল

খোঁজে। তবে আমরা এ ব্যাপারে বিস্মিত নই, কেননা এ যুগে মানব জাতির পূর্বপুরুষ আদম (আ)-কে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর মানব বংশের উৎস মনে করা হচ্ছে বানর কিংবা শূকরকে। আর এটাকে 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণার সুফল মনে করা হচ্ছে, সেখানে দাড়ি রাখার পরিবর্তে দাড়ি মুণ্ডানোকে স্বভাব সুন্দর নিয়ম বলতে বিস্ময়ের কি আছে ?

٨٤١. حَدَّثَنَا ابْنُ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا ابِرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَارَةَ هَاشِمُ بْنِ غَطْفَانَ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةَ مِهْرَانَ حَدَّثَنِى شَيْخُ قَدِيْمُ يَقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ هِدَاجٍ مِنْ بَنِى عَدِيِّ بْنِ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوْهُ قَدْ اَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ صَرَّ فَقَالَ لَهُ خِضَابُ الْاِسْلَامِ وَجَاءَهُ رَجُلُ اٰخَرُ قَدْ حَمَّرَ فَقَالَ لَهُ خِضَابُ الْاِيْمَانِ ـ

৮৪১. হযরত আদী ইব্‌ন হানীফা (র) গোত্রের আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হিদাজ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন (আর তাঁর বাবা জাহেলিয়া যুগ পেয়েছেন) তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দাড়িতে হলুদ খেযাব লাগিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলো। তিনি বললেন, এটা হলো ইসলামী খেযাব। তারপর আরেক ব্যক্তি লাল খেযাব লাগিয়ে এলো। তিনি এবার বললেন, এটা ঈমানী খেযাব।

**ফায়দা ঃ** হাদীসবেত্তাগণের মতে এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। কেননা, এর বর্ণনাকারী অপরিচিত। অন্যান্য বর্ণনায় এরূপ হাদীস পাওয়া যায় তবে সেগুলোও দুর্বল। তাবারানীতে ইব্‌ন উমরের সূত্রে মারফু' হিসাবে একটি দুর্বল হাদীস চয়ন করা হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেন, হলুদ রঙ মু'মিনদের, লাল রং মুসলিমদের আর কালো রং কাফিরদের খেযাব। মুসনাদে আহ্‌মাদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাকাম ইব্‌ন আম্‌র গেফারী বলেন, আমি ও আমার ভাই রাফী ইব্‌ন আম্‌র একদা খলীফা উমর (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন আমার দাড়িতে ছিল মেহেদী রং আর ভাইয়ের দাড়িতে ছিল হলুদ রঙের খেযাব। তখন উমর (রা) আমাকে বললেন, এটা হলো ইসলামী আর ভাইকে বললেন, ঈমানী খেযাব। এসব আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি কিংবা চুলে মেহদী অথবা হলুদ রঙের খেযাব ব্যবহার করা বৈধ, কালো রং নিষিদ্ধ। হানাফী আলিমদের মতে কালো রঙের খেযাব লাগানো মাকরূহ্‌।

٨٤٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَلَمْ يَكُنْ فِىْ اَصْحَابِهِ اَشْمَطَ غَيْرَ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَ يَغْلِفُهَا بِالْحِنَا وَالْكَتَمِ ـ

৮৪২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবূ বক্র (রা) ব্যতীত আর কারো সাদা-কালো চুল ছিল না। আবূ বক্র (রা) তখন মেহ্দী ও কাতম রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন।

**ফায়দা ঃ** হিজরতের সময় আবূ বকর (রা)-এর দাড়ি চুল ছিল কাঁচাপাকা। তিনি মেহ্দী ও কাতমের খেযাব লাগাতেন। কাতম এক প্রকার ঘাস যা দিয়ে কালো রঙ বানানো যায়। সুতরাং মেহ্দী রঙের সাথে কাতম লাগিয়ে কিছুটা হাল্কা কালো হতো। মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন, যে রঙের প্রাধান্য হবে হুকুম সে হিসেবেই প্রযোজ্য হবে। যদি মেহ্দী রঙের প্রাধান্য হয় তখন লাল দেখা যায়। আর যদি কাতমের প্রাধান্য হয় তখন কালো দেখা যায়। মোটকথা দুইটা মিশিয়ে খেযাব লাগানো জায়েয। তবে কালোর প্রাধান্য যাতে না হয়। হাদীসে কালো রঙের খেযাব ব্যবহারে নিষেধ রয়েছে।

٨٤٣. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنُ مَا غَيَّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبَ الْحِنَاءُ الْكَتَمُ -

৮৪৩. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মেহ্দী ও কাতম রঙের খেযাব দ্বারা বার্ধক্যের চুলের রঙ পরিবর্তন করা খুবই উত্তম।

٨٤٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ أَحْسَنُ مَا يُغَيِّرُ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ -

৮৪৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মেহ্দী ও কাতমের খেযাব খুবই সুন্দর যা বার্ধক্যের চুল-দাড়িকে পরিবর্তন করে দেয়।

٨٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَضِبُوا فَاِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا تَخْتَضِبُ فَخَالِفُوْهُمْ -

৮৪৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা খেযাব ব্যবহার করো। কেননা ইয়াহূদী ও নাসারারা খেযাব লাগায় না, কাজেই তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।

**ফায়দা ঃ** ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা তাদের চুলে খেযাব লাগাতো না। তাই নবী ﷺ তাদের বিরোধিতা করার জন্য খেযাব লাগাতে উৎসাহিত করেছেন। তবে একদম কালো খেযাব ব্যবহার করা মাকরূহ।

٨٤٦ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تُشَبِّهُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى -

৮৪৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা বার্ধক্যকে খেযাব লাগিয়ে পরিবর্তন করো। আর ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সদৃশ হয়ো না।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, খেযাব লাগানোর উদ্দেশ্য হলো বার্ধক্যের চিহ্ন দূর করা, যাতে কাফির সম্প্রদায় মুসলিমদের দুর্বল ও বৃদ্ধ ভাবতে না পারে।। এ ছাড়া আত্মিকভাবে কোন লোক যদি দেখতে পায় যে, তার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে তখন সে উদ্দীপনা ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলতে পারে কাজেই খেযাব লাগিয়ে তা পরিবর্তন সাধন করতে পারলে তার মানসিক দুর্বলতা কেটে যায়, অন্যরাও তাকে দুর্বল কিংবা বৃদ্ধ ভাবতে পারে না।

এ ছাড়া ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য না রাখার জন্য খেযাব লাগানো উচিত। যারা ইসলামের দুশমন তাদের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে ' مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ' যে ব্যক্তি বিজাতীয়দের অনুকরণ করবে অর্থাৎ তাদের নিদর্শন, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিতে সাদৃশ্য বজায় রাখবে সে ঐ জাতির অন্তর্গত। প্রতিটি জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তারা অন্য জাতি থেকে পৃথক সত্তা ও স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকে। আর সেজন্যে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে যত্নের সাথে লালন-পালন করে এবং তা নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে। তারা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করাকে লাঞ্ছনা ও অপমানকর মনে করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান যুগের মুসলিমদের অবস্থা। তাদের মধ্যে এ চেতনাবোধ নেই। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আজ নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারছে না। চলা-ফেরা, শোয়া-জাগা এবং খাওয়া-পরা প্রতিটি বিষয়েই তারা বিজাতীয় অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বাদ দিয়ে আজ তারা বিজাতীয় মনগড়া সংস্কৃতির মরীচিকার দিকে ছুটে চলেছে। এটা নিছক ধ্বংস ও আত্মঘাতী প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিমগণ যদি নিজেদের সম্মান, মর্যাদা, অতীত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের কথা জানতে পারতো আর নিজেদের জীবন সে আদর্শে গড়ে তুলতে পারতো তাহলে দু'জাহানের কামিয়াবী তারা হাসিল করতো।

٨٤٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِالْيَهُوْدِ

৮৪৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা বার্ধক্য পরিবর্তন করো অর্থাৎ খেযাব লাগাও আর ইয়াহূদীদের অনুকরণ করো না।

٨٤٨. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ۔

৮৪৮. আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) তাঁর বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٨٤٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ شَيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْواً مِنْ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً۔

৮৪৯. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর প্রায় ২০টি চুল মুবারক সাদা ছিল।

**ফায়দা ঃ** এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ-এর চুল মুবারক খুব কমই সাদা হয়েছিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে ১৭/১৮টি চুল সাদা হয়েছিল। তবে গণনায় এ সামান্য পার্থক্য ছিল। মোটকথা, তাঁর চুল সাদা হয়েছিল খুবই সামান্য।

٨٥٠. عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ۔

৮৫০. হযরত মূসা ইব্‌ন আনাস (র) তাঁর বাবা আনাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِى لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

---

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৭০০৪(উ)—৫,২৫০